বামাগণের রচনা।

ভারত-মহিলার বীরত্ব।

কে বলে বীরত্বহীনা ভারতরমণী ?
কে বলে এদের দেহে চলেনা ধমনী ?
কে বলে ভারত নারী দীন হীনমতি,
সাহস-শকতি-হীনা নিস্তেজ-প্রকৃতি ?
কে বলে এ আর্য্যনারী বাহ্য-শোভা-সার ;
বিলাস বাসনা বিনা জানেনাক আর।
মনে কি পড়েনা তবে সে দিনের কথা—
এই আর্য্যমহিলার বিপুল বীরতা ?
বিধর্ম্মী সম্রাট যবে চিতোর নগরে,
আর্য্য গর্ব্ব খর্ব্ব হেতু বিক্রম বিস্তারে,
সেদিন এ আর্য্য নারী শত্রুর সংহারে
বীরত্ব দেখায় কত দেশের উদ্ধারে ?
সুকেশিনী সীমন্তিনী কেশ-সংছেদনে
সহায়তা করে সবে ধনুক বন্ধনে।
অলঙ্কার, প্রিয় এই আর্য্য অবলার,
অকাতরে উন্মোচয়ে গাত্র অলঙ্কার,
দেখ কি বীরত্ব ভাব বিভাসিত তায়—
দেশের উদ্ধার তরে প্রাণ দিতে চায়।
স্বর্গ সমতুল স্থান স্বদেশের প্রতি—
দেখাল কি অনুরাগ আর্য্য নারী জাতি !
এই কি বীরত্ব নয় আর্য্য-ললনার ?
ভীরুতার অভিনয় এই কি তাহার ?
দেশের বিপদ হেতু নারীর নয়নে,
এক বিন্দু পরিমিত জলের পতনে,
অতুল বীরত্ব তায় হয় ভাসমান,
কোমলতা কঠিনতা সব দৃশ্যমান।
বীরত্ব-বিহীনা তবে কেবলে বল না ?
বীরগুণে গুণান্বিতা ভারত-ললনা।

শ্রীমতী সুমতি মজুমদার।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৯৩ সংখ্যা। } মাঘ ১২৮৭—ফেব্রুয়ারি ১৮৮১। { ২য় কল্প। ২য় ভাগ।

জন পাউণ্ড ও ইংরাজজাতি।

কয়েক বৎসর অতীত হইল কুমারী কারপেণ্টর কলিকাতায় (Ragged School) দরিদ্রদিগের জন্য এক পাঠশালা স্থাপন করিয়া যান। জন পৌণ্ড এরূপ বিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রথম সংস্থাপক। ইনি ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের পোর্টস্ মৌথ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে সামান্য পাঠশালায় জাতীয় ভাষা, অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্র শিখেন। অল্প বয়সে জাহাজের কারখানায় কর্ম্ম করিতে গিয়া উরুদেশ ভাঙ্গিয়া খঞ্জ হন। পিতৃ মাতৃহীন, কি করেন, জীবিকা নির্ব্বাহ আবশ্যক। কিন্তু একে আতুর, তাহাতে তাদৃশ সহায় ছিল না, তিনি অন্য স্থানে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া জুতা মেরামতের একখানি দোকান খুলিলেন। মানুষের একা থাকা কষ্টকর, স্থানান্তরে গিয়া আমোদ প্রমোদ করাও তাঁহার পক্ষে সুকঠিন। বিশ্রামকালের কতক সময় গ্রন্থপাঠ কতক সময় বা পশু ও পাখী পোষমানান কার্য্যে নিয়োজিত করিতেন। ইহাদিগকে এরূপ বশীভূত করিয়াছিলেন যে পরস্পর হিংসা না করিয়া বিড়াল ও পক্ষী একত্রে চরিত। লোকে সামান্যত বলে যে কাণা খোঁড়ার এক স্বতন্ত্র বুদ্ধি। ইহারা অঙ্গ বিশেষের

অভাব পূরণে সম্যক যত্নবান এবং কতকদূর কৃতকার্য্যও হয়। একজন কাণা সাহেব ইউরোপের সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, আর এক কাণা সাহেব গণিতশাস্ত্রে দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। খোঁড়া গুরুমহাশয় ও শিল্পী অনেক আছেন। অসাধ্য সাধন চেষ্টায় মনুষ্যের বিশেষ প্রবৃত্তি এবং ইহাই তাহার উন্নতির মূল। পৌণ্ড নিজে বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মপরায়ণ, কেবল উদর পূরণ করিয়া কাল কাটাইয়া মনুষ্য জন্মের সার্থকতা বোধ করিতেন না। সমাজের হিতসাধন তাঁহার প্রধান ব্রত হইল। যৎকালে ইংলণ্ডে প্রায় ১৫০ প্রকার অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত, পৌণ্ড দেখিতেন চারিদিকে ফাঁসী কাটে মানুষ ঝুলিতেছে। বাল্যকাল হইতে অশিক্ষিত এবং কুমার্গ-গামীরাই সমাজের অপকার করিয়া আপনারা গুরুতর দণ্ড ভোগ করে। ইহাদিগের অবস্থা কি পরিবর্ত্তন করা যায় না? মনুষ্যকে আপনার অনুরূপ করিয়া ভগবান সৃজিয়াছেন। যতই কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা রূপ মেঘ আচ্ছন্ন করুক না কেন, কিছুতেই অন্তরস্থ জ্ঞানরূপ জ্যোতিকে নির্ব্বাণ করিতে পারে না। নরের অসাধ্য কি আছে? খাদ্য খাদক সম্পর্ক হিংস্র মার্জ্জার ও পক্ষীকে যদি শিক্ষাগুণে একত্র বিহার ও ক্রীড়া করান যায়, তবে জ্ঞানবান আত্মাবিশিষ্ট মনুষ্যকে বাল্য কাল হইতে সৎ ও ধর্ম্মোপদেশে দীক্ষিত করিলে তাহারা ভ্রাতৃভাবে কালহরণ করিবেক ইহাতে বিচিত্র কি?

জন সর্ব্বপ্রথম একটী রুগ্ন এবং বিকলাঙ্গ ভ্রাতষ্পুত্রের ভার লইয়া নিজ বুদ্ধি কৌশলে তাহাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আরোগ্য করাইয়া বিদ্যা শিখাইতে প্রবৃত্ত হন। সমাধ্যায়ীর সহবাসে সমধিক যত্ন হয় বুঝিয়া একজন দুঃখিনী বিধবার সন্তানকে ঐ সঙ্গে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইহাদিগের উন্নতি দেখিয়া আরও অন্য দুই একটী বালককে আহ্বান করিলেন। ক্রমে তাঁহার ঘর পূরিয়া গেল। একপার্শ্বে যন্ত্রগুলি; এক কাঁধে পক্ষী, অপর কাঁধে বিড়াল; চতুঃপার্শ্বে কেহ পড়িতেছে, কেহ লিখিতেছে, কেহ অঙ্ক কসিতেছে; ঘর পোরা মাথা আর মুখ এবং

স্থানাভাব প্রযুক্ত কেহ বা পৈঠায় বসিয়া পাঠ অভ্যাস করিতেছে। কি অপূর্ব্ব শোভা! শিক্ষকের কি অনির্ব্বচনীয় সুখ! বহুসংখ্যক বালককে একাকী শিক্ষা দিতে অক্ষম, এজন্য কেবল আত্মীয়হীন এবং নিতান্ত নিরুপায় ও প্রসিদ্ধ দুর্বৃত্তদিগকে ছাত্রশ্রেণীতে গ্রহণ করিতেন। ঈশ্বরকৃপায় ও নিজযত্নে সকলই সুসাধ্য, ইহা তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল। বুনোকে পোষ মানাইতে তাঁহার আহ্লাদ। তাঁহার শিক্ষা পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। পুস্তক কিনিয়া দিবার সঙ্গতি নাই। "যে খেলে কাণাকড়ীতেও খেলে।" ছেঁড়া ও পুরাতন কুড়ান কাগজ বা বই লইয়া তাহাহইতেই বাছিয়া বাছিয়া শিক্ষা দিতেন। আমরা দেখিতে পাই পুথিগত বিদ্যায় অনেক স্থলে বালক কেবল মুখস্থ করে, অত্যল্পমাত্র বুঝে। কিন্তু প্রশ্ন উত্তর শিক্ষায় সমস্ত বিষয় সহজে শিশুর বোধগম্য হয়। বাহুল্য বর্ণন না করিয়া সংক্ষেপে এইমাত্র বলি যে তিনি অল্প শিখাইতেন বটে, কিন্তু যাহা কিছু উপদেশ দিতেন তাহাতে ফল দর্শিত। কিন্তু দুষ্টদিগকে বশ করা সহজ ব্যাপার নহে। তাহারা পলাইয়া যাইত। পিতা মাতা নাই, যে ধরিয়া বাঁধিয়া পাঠাইবে। পড়ো দিয়া "গুরুমহাশয়, গুরুমহাশয় তোমার পড়ো হাজির" এবং তাহাদিগকে নাড়ু গোপাল করিয়া বা টাঙ্গাইয়া বিছুটি আঘাতে সোজা করিবার উপায়ও ছিলনা এবং তাহাতে কোন ফললাভ হয়, তাঁহার এরূপ বিশ্বাসও ছিল না। ছেলেরা আহারে বড় তুষ্ট। সুসিদ্ধ আলু হাতে করিয়া খঞ্জ শিক্ষক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নদীতটে তাহাদের পাছে পাছে গিয়া "আয় বাছা খেসে" বলিয়া লোভ দেখাইয়া কাছে আনিয়া ক্রমে ক্রমে বশ করিতেন। উত্তম ভোজ দিয়া কোন কার্য্য সাধন করা কৌশলটী নিতান্ত মন্দ নয়।

এইরূপে ৫০০ শতের অধিক বালককে কুমার্গ হইতে ফিরাইয়া সৎশিক্ষা দিয়াছিলেন। এজন্য আপন শ্রম ও সাধ্যানুসারে ব্যয় ভিন্ন কখন এক পয়সাও লাভ করিতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে কোন নাবিক বা পদাতিক সৈন্য বা কৃষক আসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব শিষ্য বলিয়া

পরিচয় দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত, স্ত্রী পুত্রসহ ইহাদিগের সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের কথা শুনিয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। উপদেশ ও সৎসঙ্গ অভাবে ইহাদের অধিকাংশ অন্যের অহিত করিয়া নিশ্চয় কারারুদ্ধ বা দ্বীপান্তরিত হইত বা ফাঁসী যাইত। কেবল ঈশ্বর সদয় হইয়া তাঁহাকে মাত্র উপলক্ষ করিয়া উহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন এই ভাবিয়া কৃতার্থ মনে সদা পরম পিতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেন। তিনি ৭২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপে কালযাপন করেন। অবশেষে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সংন্যাস রোগাক্রান্ত হইয়া তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হয়। ইঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য। অঙ্গহীন দুঃস্থলোকদিগকে স্বকীয় শ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ করিয়া এবং আপনার উদ্বৃত্ত ধন ও সময়, সমস্ত বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, অনাথ, নিঃস্ব, অশিষ্ট ও দুরন্ত বালকগণের শিক্ষার্থ নিয়োজিত করিয়া তিনি অলৌকিক বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের আর একজন জুতা সেলাইওয়ালাকে বঙ্গবাসীর অনেকে জানেন। এই মহাত্মার নাম উইলিয়ম কেরী। তিনি যদিও খ্রীষ্টান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অসামান্য গুণ ও আমাদিগের কল্যাণার্থ তাঁহার চেষ্টা ও যত্নের নিমিত্ত তিনি বাঙ্গালি মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও প্রেমের পাত্র। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক পর্য্যন্তও তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন যথা :—

"হেয়ার কেরি মার্কিণ্টস পামরঃ কাম্বিন স্তথা,
পঞ্চ গোরা স্মরন্নিত্যং সর্ব্ব দুঃখং হরেৎ সদা।"

বাল্যকালে এই শ্লোক শুনিয়াছি।

একদা কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কাশী, মিথিলা প্রভৃতি স্থানে যশোলাভ করিয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। ভাগীরথী তীরে দুইজন অম্বিজকে সংস্কৃত ভাষায় ন্যায় শাস্ত্রের বিচার করিতে শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন "বাপু হে, নিকটস্থ গ্রামের নাম কি এবং তোমরাই বা কে ও কি জাতি?" তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিল "মহাশয়!

এ স্থানকে নবদ্বীপ কহে এবং আমরা রজক কুলোদ্ভব।" যথায় অশিক্ষিত রজককুল এরূপ শাস্ত্রজ্ঞ, তথায় সুদীক্ষিত ব্রাহ্মণেরা না জানি কি অদ্ভুত পণ্ডিত হইবেন, এই ভাবিয়া জয়াশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পণ্ডিত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আমাদিগের বক্তব্য যেদেশের মুচিতে এরূপ ধার্ম্মিক, তথাকার উচ্চশ্রেণীস্থ লোক না জানি কিরূপ দেবপ্রিয়-কার্য্যে রত! বস্তুতঃ এইরূপ বহুল লোক থাকায় ইংলণ্ডের এত মাহাত্ম্য। ইহাঁরাই দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন এবং ইহাঁরাই দেশের সকল সৌভাগ্যের মুল। অর্থহীন সুতরাং রাজকোষে পর্য্যাপ্ত ধন দেন না যথার্থ বটে, কিন্তু ইহাঁদিগের আশীর্ব্বাদে ইংরাজেরা এরূপ বিক্রম ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তজ্জন্যই ইহাঁরা সর্ব্বত্র জাতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ও আদৃত।

"ধিক্ বলং ক্ষত্রিয় বলং ব্রহ্মবলং পরংবলং।"

জর্ম্মণিতে সংস্কৃত চর্চ্চা।

যখন কৃষ্ণনগরের রাজসিংহাসনে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, তখন কলিকাতায় সুপ্রীম্‌কোর্টে চেম্বর্স নামে এক জন জজ্ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত, আরবী কি এদেশীয় অন্য কোন প্রাচীন ভাষা জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে এদেশের প্রাচীন ভাষা সকলে অনেক উৎকৃষ্ট বিষয় লিখিত আছে। এইজন্য বহু যত্ন ও প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া তিনি এদেশীয় অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তিনি একদা কৃষ্ণনগরের রাজসভায় গমন করিয়া সভাসদ্‌গণ ও নবদ্বীপের তৎকালীন প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ করেন। রাজা তাঁহাকে কোনরূপ উপহার দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, জজ্ সাহেব অন্য কোন উপহার লইতে অস্বীকার করিয়া রাজ পুস্তকালয়ে যদি কোন উৎকৃষ্ট পুস্তক থাকে, উপহার স্বরূপে তাহার দুই এক খণ্ড লইতে চাহিলেন। রাজা কিছুই জানিতেন না,

সভাসদ্গণের মধ্যে অনেকেই বলিলেন, সেরূপ কোন পুস্তকই নাই। জনৈক প্রাচীন অমাত্য কহিলেন,—"যেন এই রাজ বংশের বিবরণ সংক্রান্ত একখানা পুঁথি ছিল, কিন্তু তাহা কোথায় আছে,—পাওয়া কঠিন।" জজ্ সাহেব যে রাজসভায় বসিয়া আছেন, সেই রাজ বংশের বিবরণ সংক্রান্ত পুস্তকের কথা শুনিয়া অধিক-তর কৌতুকাবেশ সহকারে পুস্তকখানি পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুস্তক খানির নিমিত্ত জজ্ সাহেবের ব্যগ্রতা দর্শনে তাহার অনুসন্ধানার্থ রাজা বিশেষ আজ্ঞা প্রদান করিলেন। রাজা-দেশে গ্রন্থের অন্বেষণ আরম্ভ হইল। অনেক সন্ধানের পর এক খানি পাণ্ডুলিপির কতকগুলি গলিত পত্র বাহির হইল। ঐ পুস্তকের নাম কি, সাহেব পণ্ডিতগণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। জনৈক পণ্ডিত পড়িলেন, তাহার নাম,—

"ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্।"

সাহেব উত্তম বস্ত্র দ্বারা পুস্তক খানি মোড়াই করাইলেন এবং তাহার উপরে উক্ত নাম লেখাইয়া মহা সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক লইয়া গেলেন। রাজা এবং সভাসদ্গণ জজ্ সাহেবকে একটু বায়ুগ্রস্ত মনে করিলেন। কারণ তাঁহাকে অনেক উত্তম সামগ্রী লইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তৎপরিবর্ত্তে পুস্তকের কতক-গুলি ছেঁড়া পাত লইয়া গেলেন।

সাহেব কিছুকাল পরে বিলাত গেলেন। তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থাবলীও সেই সঙ্গে বিলাত গেল। কয়েক বৎসর পরে সাহেব মুমূর্ষু হইলেন। তাঁহার ভারত-সঙ্কলিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। তখন বিলাতে ভারতবর্ষের বিষয় নূতন অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। এজন্য চেম্বর্সের বিশ্বাস হইল, তাঁহার পুস্তক গুলি ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ দ্বারা সাদরে ও বহু মূল্যে গৃহীত হইবে। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না।

সাহেব ভারতবর্ষের এই পুস্তক সংগ্রহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার এইরূপ পরিণাম দেখিয়া পরলোক গমন করিলেন। মৃত্যুকালে বলিয়া যান, যে ব্যক্তি পুস্তক গুলিকে লাটে ক্রয় করিবেন, তাঁহাকেই দেওয়া হইবে; নতুবা উহা ভাঙ্গিয়া বিক্রয় করা হইবে না। চেম্বর্সের মৃত্যুর পর পুস্তকগুলি লণ্ডনের পবলিক্ লাইব্রেরিতে রাখা হয়। এই অবস্থায় বহু বৎসর অতীত হইয়া গেল।

কোন সময়ে ঐ পুস্তকালয়ের ঘরগুলি পরিস্কৃত করা আবশ্যক হইলে, অসভ্য দেশের নেকড়া দড়ি জড়ান কতকগুলা আবর্জ্জনা প্রথমেই সকলের চক্ষে পড়িল। লক্ষ টাকার দ্রব্য দশ হাজার টাকায় বেচিয়া ফেলিবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। বিলাতে ক্রেতা উপস্থিত হইল না। তখন প্রুসিয়ার রাজদূত একজন অতি প্রধান লোক বিলাতে ছিলেন। তিনি বিশেষ ডাক বন্দবস্তে (Special curi) তৎক্ষণাৎ জর্ম্মণিতে সম্বাদ দিলেন এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশকদিগকে বলিলেন, যে পর্য্যন্ত জর্ম্মণি হইতে সম্বাদ না আইসে, তাঁহারা পুস্তক গুলি বিক্রয় না করেন, যেহেতু তিনি এরূপ ভরসা করিয়াছিলেন যে, জর্ম্মণির "এডুকেশন্ ফণ্ড" হইতে ঐ সকল পুস্তক ক্রয় করিবার সম্ভাবনা আছে। বিলাতীয় সাহেবেরা বলিতে লাগিলেন,—"জর্ম্মণেরাই ইহা লইবে, কারণ উহারাই চুরট্ খায়, আর পুরাণ পুথির ছেঁড়া পাত হাটকায়।" প্রুসিয় সম্রাটের আদেশ পৌঁছিলে রাজদূত যাবতীয় পুস্তক ক্রয় করিয়া স্বদেশে পাঠাইলেন। ঐ সকল পুস্তকের তালিকা ও সার সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত কয়েকটী জর্ম্মণ-যুবক ভারতবর্ষ হইতে সংস্কৃত শিখিয়া গেলেন। সেই অবধি জর্ম্মণিতে সংস্কৃত চর্চ্চার প্রাদুর্ভাব হইল। ভট্ট মোক্ষ মুলর, আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর, মনিয়ার উইলিয়ামস্ প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত শাস্ত্রে ভূয়ভী হইবার যে সকল অবসর পাইয়াছিলেন, বোধ হয়, চেম্বর্সের ভারতবর্ষীয় পুস্তক সংগ্রহই তন্মধ্যে প্রধান। যাহা হউক, যথানিয়মে পুস্তকের তালিকাদি প্রস্তুত হইল। যে পুস্তকের প্রতি ইষ্টইণ্ডিয়া

কোম্পানির যত্ন হইতে পারে, এই বিবেচনায় প্রথমেই " ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্ " মুদ্রিত ও ভারতবর্ষে প্রেরিত হইল।

যখন জর্ম্মণিতে মুদ্রিত উক্ত পুস্তক প্রথমে আমরা এদেশে দেখিয়াছিলাম, তখন এক দেশের কথা আর এক দেশে কিরূপে লুক্কায়িত ছিল, ভাবিয়া অবাক্ হই। পরে কারণানুসন্ধানে দেখা গেল যে, আমরা আপনারাই ঘরের লক্ষ্মী সমুদ্র পার করিয়া দিয়াছি! এই রূপে এ দেশের কত অমূল্য সম্পত্তি যে বিদেশে নীত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। চেম্বর্সের সংগ্রহ মধ্যে যে কত মহার্হ রত্ন আছে, অদ্যাপি তাহার প্রকাশ হয় নাই। যখন কোন দেশের লক্ষ্মী ছাড়ে, তখন এই রূপেই তাহার সর্ব্বনাশ হয়। আমাদের স্বদেশীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল সমুদ্র পারে বিদেশীয় জাতির মধ্যে নির্ব্বাসিত হইয়া রহিয়াছে, আর আমরা চরিতাবলী, চারুপাঠ পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। এ দুঃখ মরিলেও যাইবে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই, নদীয়ার রাজ দেওয়ান শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় বাহাদুরের প্রসাদে এ দেশের অনেকেই ঐ পুস্তকের বিবরণ অবগত হইয়াছেন। কারণ তিনি উহার অনুবাদ এবং অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের সহযোগে পুস্তক খানিকে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন করিয়া সাধারণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

শোক-পদ্য।

কোন নব বিবাহিতা বালিকার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে লিখিত।

কেঁদনা তাহার তরে যাহারে শমন
জীবন-প্রভাতে আহা করেছে হরণ;
পশে নাই পাপ কভু অন্তরে যাহার,
পবিত্রতাময় যেই সারল্য আধার;

স্বর্গীয় প্রতিমা যেই বিভুর সৃজিত,
পার্থিব মালিন্য করে নাই কলঙ্কিত।
মধ্যাহ্ন তপন-মূর্ত্তি ধরিয়া শমন
যে সুন্দর উৎসে, হায়, করিল শোষণ,
বিষাদ-কর্দ্দম যারে করেনি আবিল,
সে পবিত্র-প্রস্রবণ নির্ম্মল-সলিল,
তার তরে কভু নহে বিলাপ উচিত।
যে হয় ঈশ্বর সহ আনন্দে মিলিত,
পাপ শূন্য ভাবে যেই ত্যজে ধরাতল,
সাজেনা তাহার তরে শোক অশ্রু জল।
পাপি-নর পরিপূর্ণ ধরণী মাঝারে
নিষ্পাপ থাকিয়া যেই মরিবারে পারে,
সুখ কি পদার্থ তাহা জানে সেই জন,
সে জনের তরে নহে উচিত রোদন।
কেঁদনা তাহার তরে যাহারে শমন
জীবন-প্রভাতে আহা করিল হরণ;
পাপ পশে নাই কভু অন্তরে যাহার
সরলতাময় যেই সুখের আধার।
কেঁদনা তাহার তরে—পবিত্র, কোমল,
মধুর প্রকৃতি তার, অন্তর সরল;
মৃত্যুকালে ধীর ভাবে সুন্দরী বালিকা
(এখন(ও) রয়েছে গলে বিবাহ মালিকা)
গাহিল মধুর স্বরে বিভুগুণ গান,
সমর্পিয়া জগদীশে দেহ মন প্রাণ;
হয়েছে ধ্বনিত তাহা স্বরগ ভুবনে,
দয়াময় সেই মহা পুরুষ সদনে।
বালিকার জীবনের উজ্জ্বল প্রকাশ

ছিল বিকসিত সদা হয় নাই হ্রাস।
তাই বলি কাঁদিওনা তাহার কারণে,
গিয়াছে অনন্ত সুখ পাইবে যেখানে।
গিয়াছে তথায় যথা সকলি সুন্দর
সুন্দর সকলি আর নিত্য অনশ্বর,
দুঃখ পাপ যে দেশেতে না পারে পশিতে ;
যার মত পূত স্থল নাহি এ মহীতে ;
গিয়াছে অমর পুরে পৃথিবী ত্যজিয়া ;
চাহ কি সে তথা হ'তে আসিবে ফিরিয়া ?
চাহ কি সে, সে আনন্দ ত্যজিয়া, এখানে
আসিবে ভুগিতে দুঃখ এ মর ভুবনে ?
হয় ত পুণ্যের পথ ছাড়িয়া অজ্ঞাতে
ভ্রমিত বিশ্বস্ত মনে কলুষিত পথে ?
নাহি চাহ যদি ইহা—কেন ইচ্ছ তবে
দেখিতে সে পুণ্যমূর্ত্তি পাপময় ভবে ?
এত শীঘ্র ত্যজি ইহা যাইতে পেরেছে—
স্বর্গের সামগ্রী সেই স্বরগে গিয়েছে—
সুখের বারতা ইহা—কেন দুঃখ কর ?
তার সুখ ভাবি মনে নিজ দুঃখ হর।
কেঁদনা তাহার তরে যাহারে শমন,
জীবন-প্রভাতে আহা করেছে হরণ ;
পাপ পশে নাই কভু অন্তরে যাহার
পবিত্রতাময় যেই সারল্য আধার !

ভাই বোন।

ভাই।
আয়লো সরলে!
গাঁথিব লো মালা।
আমি ত বালক,
তুইত লো বালা।
তুলি তুলি ফুল,
আয় পুরি ডালা।
কোন্ কোন্ ফুলে,
গাঁথিবি লো মালা? (১)

বোন্।
হাঁা আমি বালিকা।
তুমি ত বালক;
পথ দেখাইতে,
হবে ত চালক?
কোথা সে বাগান?
ফোটে কি কি ফুল?
জানিনা ত দাদা!
তুমিই ত মূল। (২)

ভাই।
হাঁা আমি ত মূল।
দেখাইবো বোন্,
সে ফুল বাগান,
কটী কথা শোন;—
দেখাইব পথ,
যত বিঘ্ন রবে,
দেখাইব সব;
হাঁটিতে যে হবে? (৩)

বোন্।
হাঁা দাদা হাঁটিব।
হাঁটিতে পারি না,
কেমনে জানিলে,
তাওত বুঝি না?
হাটাইয়া কবে,
দেখিয়াছ ভাই,
হাটিতে পারি না,
বুঝিয়াছ তাই! (৪)

ভাই।
তোরা বঙ্গ বালা,
পিঞ্জিরার পাখী,
বলহীন পাখা,
সদা বাঁধা থাকি।
তাই হয় ভয়;
পাছে মাঝ খানে,
বলিস্ লো দাদা!
বসি এই খানে। (৫)

বোন্।
ভয় নাই দাদা!
তাও কি গো হয়?
লয়ে চল সাথে,
দেখিতে কি ভয়?

আছে বাঁধা পাখা,
ছাড়িলেই বল
পাইব, দেখিবে,
উড়িব সকল। (৬)

ভাই।

এস তবে বোন্!
বাগান ভিতর।
হের কত ফুল,
ফোটে চারুতর।
ফুটেছে গোলাপ,
গন্ধরাজ বেলি,
ফুটেছে হের লো,
যূতিকা চামেলি। (৭)

বোন্।

তোল তবে দাদা!
বাছি বাছি ফুল।
গন্ধরাজ, বেলি,
গোলাপ, বকুল।
গাঁথি হের ভাই!
সুমোহন মালা,
সুরভি শোভাতে,
জগতে উজলা। (৮)

ভাই।

কিন্তু শোন বোন্!
আছে কি লো সুত?
ফুল চাও ধর,
সহস্র অযুত।
থরে থরে হের,
সাজায়েছি ডালা,
লও যত পার,
গাঁথিবারে মালা। (৯)

বোন্।

সতীত্বের সুত,
(কি বল কি বল?)
জান না কি আছে,
মোদের সম্বল?
ধরণীর মাঝে,
আছে কোন্ বালা,
এই সুতে গাঁথে,
হেন দিব্য মালা? (১০)

ভাই।

ঠিক্ ঠিক্ বোন্!
আছে ভাল সুত,
গাঁথ গাঁথ মালা,
অযুত নিযুত।
কিন্তু চাই আরো,
সুজ্ঞান, সুনীতি,
নানা রঙ্গ সূত,
ঈশ-ভক্তি প্রীতি। (১১)

বোন্।

শুধু মাটী নহে,
মোদের অন্তর।
ভয় নাই ভাই!
পাইবে সত্বর,

এই সব সূতে
গ্রথিত সুমালা,
দিব্যালোকে অতি
ভুবনে উজলা। (১২)
ভাই।
ধন্য ধন্য বোন্ !
সার্থক জীবন,
শুনি হল আজ,
মধুর—বচন।
বিশ্বপতি তবে,
করিবেন জয়,
পূর্ণ হবে বাঞ্ছা,
নাহি আর ভয়। (১৩)

আমেরিকার আবিষ্ক্রিয়া।

অতি প্রাচীন কালহইতেই ভারতবর্ষ বিবিধ রত্ন ও বহুমূল্য দ্রব্য জাতের জন্য প্রসিদ্ধ। বহুদিন হইতে নানা দেশীয় ব্যবসায়ীগণ ভারতবর্ষ হইতে বিবিধ পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া ইউরোপের নানা স্থানে বিক্রয় করতঃ অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য সংস্থাপনের জন্য, ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবার জন্য পাশ্চাত্য জাতিগণ বহুদিন হইতেই লালায়িত। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় প্রাচীনকালেও সভ্যজাতিদিগের নিকট ভারতবর্ষ একটী প্রধান আকর্ষণের স্থান ছিল। প্রথমে মিসর-দেশীয়গণ লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া জলপথে মালাবার উপকূলের সহিত বাণিজ্য করিত। কিন্তু মিসর দেশের উর্ব্বরতানিবন্ধন তদ্দেশীয় ধনিগণের কোন দ্রব্যের অভাব হইত না বলিয়া তাহার কিছুদিন পরেই বাণিজ্য কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিল; এমন কি তাহারা বিদেশীয়দের সহিত সমস্ত সংশ্রব পরিহার করিল এবং সমুদ্র যাত্রীগণকে অধার্ম্মিক ও অপবিত্র জ্ঞানে তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ফিনিসীয়গণ এরূপ কোন কুসংস্কারের অধীন ছিল না। তাহারা সর্ব্বদেশীয় লোকের সহিত মিশিতে পারিত; তাহাদের দেশ

মিসরের ন্যায় বিস্তীর্ণ ও উর্ব্বর ছিল না; সুতরাং বাণিজ্যই তাহাদের একমাত্র জীবনোপায় উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের সাহস ও অধ্যবসায়ও বিলক্ষণ ছিল। সেই জ্ঞানালোক শূন্য প্রাচীন কালে তাহারা সামান্য তরি মাত্র অবলম্বন করিয়া, দিগ্‌-দর্শন প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে স্পেন্‌ ও আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে যাতায়াত ও বাণিজ্য করিত এবং স্থানে স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া বর্ব্বর জাতিদিগের সহিত ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়াছিল। অপরদিকে তাহারা আরব ও ভারতবর্ষের সহিতও বাণিজ্য ব্যাপারে রত ছিল। এই সকল দূর দেশ হইতে তাহারা বিবিধ নূতন নূতন মহামূল্য সামগ্রী আনিয়া ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করিত। ফলতঃ বহুদিন পর্য্যন্ত তাহারা এই বিস্তীর্ণ লাভজনক বাণিজ্য ক্ষেত্রের একেশ্বর থাকিয়া বিপুল ধনসঞ্চয় করিয়াছিল।

তাহারা যে সকল উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল তাহার মধ্যে আফ্রিকার উত্তর উপকূলস্থ কার্থেজ, ক্রমে বিলক্ষণ পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধি-শালী হইয়া উঠিল। ইহার অধিকারীগণ ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহারা ইউরোপ ও আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের অনেক দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিয়াছিল। তাহারা উত্তর দিকে স্পেন্‌ ও ফ্রান্স অতিক্রম করিয়া ব্রিটিশ দ্বীপের সহিত বাণিজ্য করিত এবং দক্ষিণ দিকে আফ্রিকার কূলে প্রায় উত্তর অয়নাংশ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছিল ও কানেরী দ্বীপপুঞ্জেও উহারা যাতায়াত করিত।

বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল প্রবৃত্তি বলবতী হইতে লাগিল। ক্রমে অনেকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য না থাকিলেও কেবল নূতন নূতন স্থান আবিষ্কার করিয়া কৌতূহল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সমুদ্র যাত্রায় প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। কথিত আছে খ্রীষ্টের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে মিসরের রাজা নিকোর আজ্ঞানুসারে কতকগুলি ফিনিসীয় নাবিক লোহিত সাগর হইতে যাত্রা করিয়া সমস্ত আফ্রিকা

প্রদক্ষিণ করতঃ তিন বৎসরের পর নীলনদের মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু ফিনিসীয় ও কার্থেজীয়গণ যে সকল দেশ আবিষ্কার করিয়াছিল, অন্য কেহ পাছে বাণিজ্যের অংশভাগী হয় এই আশঙ্কায় তাহারা অতি সাবধানে অন্য জাতীয়দের নিকট হইতে তাহা গোপন রাখিত। সুতরাং আলেকজান্দরের নিকট ফিনিসীয়দের ও রোমীয়দের হস্তে কার্থেজের পরাভবের সহিত সেই সকল দেশ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার জ্ঞান জগতের নিকট বহুকালের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল।

ফিনিসীয়দের নিকট হইতে গ্রীসীয়েরা অন্যান্য অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রথমোক্তদিগের ঈর্ষ্যা-নিবন্ধন সমুদ্র যাত্রা বিষয়ে বিশেষ কিছু জ্ঞানলাভ করিতে পারে নাই। গ্রীসীয়গণ যখন উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তখনও তাহাদের পোত সকল অত্যন্ত ক্ষুদ্রাবয়ব ছিল এবং তাহারা ভূমধ্যসাগরের বাহিরে কোন স্থানে যাইতে সক্ষম হয় নাই। আসিয়ামাইনরের পশ্চিম উপকূলে তাহাদের যে সকল উপনিবেশ ছিল তাহাদেরই সাহায্যে তাহারা ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের দ্রব্যজাত প্রাপ্ত হইত। পরে আলেকজান্দর যখন দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তাঁহারই অনুজ্ঞানুসারে তাঁহার সেনাপতি নিয়ার্কাস সিন্ধুনদের মুখ দিয়া বহির্গত হইয়া দশ মাসের পর পারস্য উপসাগরের মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। সে সময়ে এরূপ সমুদ্র যাত্রা এখনকারমত সহজ ব্যাপার ছিল না এবং নিয়ার্কাস্‌ও সাহস করিয়া উপকূল হইতে দূরে গমন করিতে পারেন নাই। তজ্জন্যই এত দিন বিলম্ব হইয়াছিল। আলেকজান্দর বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এই পথ আবিষ্কার করেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে রাজ্য লইয়া বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে আর এ বিষয়ে কেহ মনোযোগী হইল না। কেবল টলেমি নামক মিসর দেশীয় রাজাদিগের অধীনে তাঁহার স্থাপিত আলেকজান্দ্রিয়া নগরের বাণিজ্য ব্যাপারের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

রোমীয়গণ সমরপ্রিয় ছিল। তাহারা বাণিজ্যকে ঘৃণা করিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং তাহারা নিজে বাণিজ্য অথবা সমুদ্র যাত্রার উন্নতির জন্য কিছুই উপায় অবলম্বন করে নাই। কার্থেজের সহিত যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহাদের অর্ণবপোত পর্য্যন্ত ছিল না। এই যুদ্ধ উপলক্ষেই রোমীয়গণ প্রথমে পোত নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু রোমনগরী যখন বিস্তীর্ণ দেশ সমূহের একেশ্বরী হইয়া উঠিল, তখন তাহার পরাক্রমের ছায়ায় অন্যদেশীয় লোক সকল বাণিজ্য ও অর্ণব যাত্রার উন্নতি করিতে লাগিল। এই সময়েই নাবিকগণ প্রথম বুঝিতে পারিয়াছিল যে আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের মধ্যস্থ সমুদ্রে বৎসরের মধ্যে ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ও অবশিষ্ট ছয়মাস পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। তদনুসারে তাহারা লোহিত সাগরের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া একবারে সমুদ্র পার হইয়া মালাবার উপকূলে বাণিজ্য করিতে আসিত এবং এক বৎসরের মধ্যে স্বদেশে প্রতিগমন করিত। ভারত বর্ষের পূর্ব্বদিকের দ্বীপ ও দেশ সমূহের দ্রব্যাদি তাহারা ভারতীয় বণিকদের নিকটেই প্রাপ্ত হইত, সুতরাং তাহাদের সে সকল স্থানে যাইবার কোন আবশ্যকতা হইত না এবং তাহারা তাহার কোন সংবাদও জানিত না। অপরদিকে রোমের বিজয় পতাকা বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করাতে স্থলপথেও রোমীয়দের সময় অনেকদেশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ব্রিটন, গল, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, আফ্রিকার উত্তর উপকূল ভাগ এবং ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসিয়ার পশ্চিম প্রদেশ সকলে রোমীয়দের গতিবিধি ছিল।

প্রাচীন কালে ভারত বাসীগণও অনেকদেশে যাতায়াত করিত। চীন, ব্রহ্মদেশ, এবং সুমাত্রা, যাবা প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তাহাদের গতায়াত ছিল। কিন্তু মিসরদেশীয়গণ যে কারণে সমুদ্র যাত্রাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, সেই কারণেই হউক অথবা কোনরূপ রাজ্য বিপ্লব নিবন্ধনই হউক, হিন্দুগণ ক্রমে সমুদ্র যাত্রী

দিগকে অপবিত্র ও ধর্ম্মহীন বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে। এবং কালক্রমে ভারতবর্ষের বাহিরে যে সকল স্থান আছে, তৎসম্বন্ধে ভারতবাসীদিগের জ্ঞানের হ্রাস হইয়া পড়ে।

এই সময়ে পাশ্চাত্য নাবিকগণের মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে সমস্ত পৃথিবী পাঁচ অংশে বিভক্ত; তাহার মধ্যে মেরুর নিকটবর্ত্তী দুই অংশ শীতপ্রধান ও বিষুব রেখায় সংস্থানের অংশ গ্রীষ্মপ্রধান; অপর দুই অংশ নাতিশীতোষ্ণ; এই শেষ দুই অংশই মনুষ্যের বাসের যোগ্য এবং অপর দুই তিন অংশের প্রথম দুইটিতে এত শীত ও দ্বিতীয়টিতে এত গ্রীষ্ম যে তাহা মনুষ্যের বাসের অনুপযুক্ত। এমন কি বিষুব রেখা পার হইয়া অপরদিকে যাওয়া মনুষ্যের অসাধ্য, কারণ সেখানে এত উত্তাপ যে সমুদ্রের জল দিন রাত্রি ফুটিতেছে এবং সেখানে যাহা যায় তাহাই দগ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের আপনাদের জ্ঞান যে কেবল অতি সঙ্কীর্ণ ছিল তাহা নহে, কিন্তু এই বিশ্বাস নিবন্ধন অপর কেহও সাহস করিয়া অধিকদূর দক্ষিণে যাইতে পারিত না এবং অপর দেশের সহিত পরিচিত হইবার সম্ভাবনাও অতি অল্প হইয়া পড়িয়াছিল। যদিও তাহাদের জ্ঞান এত অল্প ছিল, তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে গ্রীসীয় ও রোমীয়দের সময় ভূগোল শাস্ত্রের দিন দিন উন্নতি হইয়া আসিতেছিল এবং লোকের জ্ঞান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। পরে মিশর দেশীয় টলেমি বংশীয় একজন রাজার সময়ে এই জ্ঞান সর্ব্বোচ্চ সীমায় উত্থিত হয়। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই নরপতি একখানি ভূবৃত্তান্ত প্রস্তুত করেন; এবং তাহাতে তৎকাল পর্য্যন্ত ভূগোল শাস্ত্রের যতদূর উন্নতি হইয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

অসভ্য জাতীয়দের হস্তে রোম রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমস্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতিও শেষ হইয়া যায়। ইহার পর কিছুদিন গ্রীসীয় রোমীয়দিগের সঞ্চিত জ্ঞান অন্ধকারের গর্ভে নিহিত থাকে; কেবল কনষ্টাণ্টিনোপলে কিয়ৎ পরিমাণ বিজ্ঞানের চর্চ্চা

ছিল এবং আরবীয়গণ মিসর অধিকার করিয়া ভারতীয় বাণিজ্য স্রোত বন্ধ করিলে পরও কনষ্টাণ্টিনোপল্ বাসীগণ, সিন্ধু ও অক্সস্ নদী, কাস্পীয় হ্রদ, বল্গানদী ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যদিয়া কতক জলপথে কতক স্থল পথে ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে নানাবিধ ভোগ্য বস্তু আনয়ন করাইত।

ক্রমে আরবীয়গণ যে সকল দেশ অধিকার করিয়াছিল, তাহার অধিবাসীগণের সঞ্চিত জ্ঞানের চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেক গ্রীসীয় পুস্তকের অনুবাদ করিতে লাগিল। টলেমিকৃত ভূবৃত্তান্ত ইহার মধ্যে একখানি প্রধান। কালে আরবীয়গণ ভূগোলের বিজ্ঞানাংশের অনেক উন্নতি করিয়াছিল, কিন্তু নূতন দেশ আবিষ্কার সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করে নাই।

রোমের প্রলয় বাত্যার অবসানের পর ক্রমে বিজয়ী অসভ্য জাতিগণ সভ্যজাতিদিগের সহবাসে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল; প্রাচীন শাস্ত্র সকলের ধ্বংসাবশেষও কাল সহকারে অন্ধকারের গর্ভ হইতে উত্থাপিত হইতে লাগিল এবং যে বাণিজ্যের স্রোত, এতদিন একপ্রকার বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, তাহা পুনরায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সময় হইতেই ইয়োরোপের আধুনিক ইতিহাসের আরম্ভ; সুতরাং অদ্য আমরা এইখানেই পাঠিকাগণের নিকট বিদায় লইলাম। (ক্রমশঃ)

এদেশীয় স্ত্রীলোকগণ ও রাজা রামমোহন রায়।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এদেশীয় স্ত্রীজাতির পরম বন্ধু ছিলেন। তিনিই প্রধান উদ্যোগী হইয়া নিষ্ঠুর সহমরণ প্রথা নিবারণ করেন এবং স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির জন্য অনেক পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করেন। তাঁহার বিরোধী পণ্ডিতগণ বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে

বধ করাই ভাল, সপ্রমাণ করিবার জন্য বলেন 'স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা এবং ধর্ম্মজ্ঞান শূন্যা; সুতরাং স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার জীবন অপেক্ষা মরণই শ্রেষ্ঠ।' ইহার উত্তরে রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে আপনার যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল, এতৎপাঠে পাঠিকাগণ অবশ্যই আনন্দ লাভ করিবেন।

স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহার দিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবত যোগ্যা ছিল, তাহাহইতে উহারদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন; পরে কহেন, যে স্বভাবত তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে, কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যে যে দোষ দিলেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক।

প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্‌কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কি রূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্ব শাস্ত্রের পারগ রূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।

দ্বিতীয়ত তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃত-

প্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।

তৃতীয়ত বিশ্বাস ঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর যে কত স্ত্রী, পুরুষহইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সঙ্খ্যা দশগুণ অধিক হইবেক। তবে পুরুষেরা প্রায় লেখা পড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্ম্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি, যে আপনারদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহার দ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায়, এপর্য্যন্ত, যে কেহ কেহ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়।

চতুর্থ, যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক এক পুরুষের প্রায় দুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি, সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতিকষ্ট যে ব্রহ্মচর্য্য তাহার অনুষ্ঠান করে।

পঞ্চম, তাহাদের ধর্ম্ম ভয় অল্প, এ অতি অধর্ম্মের কথা। দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাঁহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্ম ভয়ে স্বামির সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামি দ্বারা কোন

উপকার বিনাও পিতৃ গৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যে হেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্য বৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামি শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ অমাত্য বর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেশনাদি আপন আপন নিয়মিত কালে করে, যে হেতু হিন্দু বর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন, এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতৃ বিরোধ ইহারদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামি শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে; আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাঁহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামির ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্ব প্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাস মধ্যে এক দিবসও তাহার

সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানা প্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্ম ভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামি দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবা রাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্মভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয় যে এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে, এবং নীচলোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ক্রটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্ম্ম ভয়ে লোক ভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্ন রূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই সেই পতিহস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্ব্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা।

এ বৎসর দুইটী বঙ্গবালা (First Arts) প্রথম আর্ট পরীক্ষায় এবং আর দুইটী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন; তন্মধ্যে একটী প্রথম বিভাগের ২০ টাকা ছাত্রবৃত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া বঙ্গদেশে অল্পকাল মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার যে যথেষ্ট

উন্নতি হইয়াছে, ইহা কেনা স্বীকার করিবেন ? এ সংবাদে স্ত্রী শিক্ষা-হিতৈষী মাত্রেরই হৃদয় কত আশা ও উৎসাহে পূর্ণ না হইবে ? বঙ্গদেশের ভাগ্যে এমন দিন উপস্থিত হইল যে ইহার দুর্ভাগিনী কন্যাগণ পুত্রগণের সহিত তুল্যাধিকার প্রাপ্ত ও সমপদবীস্থ হইয়া বি এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে চলিলেন, এ আহ্লাদ আমাদিগের হৃদয়ে ধরে না। আজি যাঁহারা ভারত মহিলাগণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া এই উচ্চ পরীক্ষা দানে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা যে সময় জন্ম গ্রহণ করেন, সে সময়ে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা যাহা ছিল আর এখন যাহা হইয়াছে, তাহা দেখিলে একটী মহা যুগান্তর উপস্থিত বলিয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে লোকে যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, আজি তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন; পরে আরও কত দেখিবেন। ঈশ্বর করুন, তাঁহার কৃপায় চিরদুঃখিনী অজ্ঞানান্ধ তাঁহার কন্যাগণের মধ্যে শিক্ষার আলোক আরও উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত ও বিস্তারিত হইয়া বঙ্গসমাজের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের পথ প্রসারিত করিতে থাকুক।

আমরা এই উপলক্ষে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৯-৮০ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিব। পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনাতে দেখা যায় স্ত্রীশিক্ষালয় এবং ছাত্রী সংখ্যা এ বৎসর অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর বিদ্যালয় সংখ্যা ৫৪৩ ছিল, এ বৎসর ৬৫৭ হইয়াছে, ছাত্রী সংখ্যা ১২৪৯৭ ছিল, এ বৎসর ১৪৮৭০ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বালকদিগের নিম্নশ্রেণীস্থ বিদ্যালয়ে পূর্ব্ব বৎসর ১১, ২৩৫ বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেন, এ বৎসর ১৩,৬৪৩ জন শিক্ষা লাভ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট অনুসারে পূর্ব্ববর্ষের উল্লিখিত সর্ব্বশুদ্ধ ২৩৭৩২টীর স্থলে এ বৎসর ২৮৫১৩টী বালিকা শিক্ষালাভে সমর্থ হইয়াছেন। এক বৎসরে ছাত্রী সংখ্যা যে প্রায় ৫ সহস্র বৃদ্ধি হইয়াছে ইহা একটী আশার কথা। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে আক্ষেপ করিতে হইতেছে

যে পাঠশালে নিম্নশিক্ষার্থিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়াই এখন আমাদিগকে পরিতৃপ্ত হইতে হইতেছে, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা প্রায় যেমন তেমনি রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বালকদিগের বিদ্যোন্নতি জন্য জেলায় জেলায় যেমন আদর্শ বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিয়াছেন, বালিকাদিগের জন্য তাহার শতাংশের একাংশও চেষ্টা করিতেছেন না। কলিকাতার বেথুন স্কুল এবং ঢাকার ইডেন স্কুল গবর্ণমেণ্ট এই দুইটী মাত্র বিদ্যালয় পোষণ করিতেছেন, সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সংখ্যা শতাধিক বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু সাহায্য দানে গবর্ণমেণ্টের যেরূপ কঠিন নিয়ম ও সঙ্কোচ ভাব, তাহাতে সে বিদ্যালয় সকল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা অল্প। আমরা অনেক স্থলে সাহায্যকৃত বালিকা বিদ্যালয় সকলের বিলোপ ও দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। অন্তঃপুরস্থ বিদ্যালয় সংখ্যা ১১টীর অধিক বৃদ্ধি হয় নাই এবং স্বাধীন (Private) বালিকাবিদ্যালয় সংখ্যা ৭২ হইতে কমিয়া ৬০ হইয়াছে, ইহার কারণ কি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের এক্ষণে শিক্ষা বিষয়ে ব্যয় হ্রাস করিবার যে অভিপ্রায় হইয়াছে, তাহা বোধ হয় দেশবাসীগণ অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে যদি আপনাদিগের বালক বালিকাগণকে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে শিক্ষা দানে সমর্থ হই, তাহার অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? বালকদিগের শিক্ষার্থ উচ্চ শ্রেণীর স্বাধীন বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দেশের গৌরবের যেরূপ পরিচয় দিতেছে, কবে সেইরূপ স্বাধীন বালিকা বিদ্যালয় সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়া এদেশের মহৎ অভাব পূর্ণ করিবে? এদেশের ধনাঢ্য বদান্য মহোদয়গণ বিশেষতঃ কল্পতরু স্বরূপ দানশীলা মহিলাগণ এ দিকে দৃষ্টিপাত করেন ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা। বেথুন ও ইডেনের সহিত স্বর্ণময়ী ও শরৎসুন্দরী বিদ্যালয় দর্শনে কাহার না অভিলাষ হয়?

বেথুন বালিকাবিদ্যালয় কলেজরূপে পরিণত হইয়াছে এবং

গবর্ণমেণ্টে ইহার মাসিক সাহায্য ৬৫০ হইতে ৭৫০ করিয়া দিয়াছেন, ইহা অবশ্য আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু কলেজ ক্লাসের জন্য কেবল এক আধটী অধ্যাপক নিযুক্ত করিলে ছাত্রীগণ প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন না। ইহার জন্য উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। বেথুন স্কুলের সহিত যে ছাত্রীনিবাস আছে, তাহার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন অবনতি হইতেছে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বালিকাগণ দেশীয় পদ্ধতিতে যাহাতে থাকিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হইতেছে, ইহা হইলে বোর্ডার ছাত্রী সংখ্যা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হইবে। বেথুন স্কুলে অগ্রে হিন্দু বালিকা ভিন্ন আর কাহারও প্রবেশের পথ ছিল না, গত বৎসর হইতে একটী ইউরোপীয় বালিকা ইহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর একবার প্রকাশ্য সভায় ব্যক্ত করেন যে কেবল হিন্দু বালিকারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে আর কেহ শিক্ষা পাইবে না, বেথুন স্কুল স্থাপনের এরূপ উদ্দেশ্য নহে। হিন্দু ভিন্ন অপর বালিকাদিগকে ইহার নিম্ন শ্রেণীতে স্থান দান করিবার সময় যদিও এখনও উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু ইহার কলেজ শ্রেণী সাধারণের জন্য প্রমুক্ত থাকে, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। হিন্দুস্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের যেরূপ সম্বন্ধ আছে, বেথুন বিদ্যালয়ের নিম্ন এবং উচ্চ শিক্ষার শ্রেণীতে সেইরূপ বন্দোবস্ত হইলে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

ঢাকার ইডেন স্ত্রী বিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে না। ইহার ছাত্রী সংখ্যা যদিও কিছু বৃদ্ধি হইতেছে, এবং ইহা হইতে দুইটী ছাত্রী নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি আমরা ইহাহইতে অধিকতর ফল লাভের আশা করি।

এ বৎসর স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষারিপোর্ট আমাদিগের নিকট অত্যন্ত অসম্পূর্ণ বোধ হয়। বঙ্গদেশের কোন্ জেলায় স্ত্রীশিক্ষার কিরূপ উন্নতি বা অবনতি হইতেছে, তাহা ইহাহইতে পরিস্ফুটরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে না। প্রাইমারী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায়

মুরসিদাবাদে ১, ত্রিপুরায় ৬ এবং চট্টগ্রামে ৪টী ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, নিম্ন বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ত্রিপুরায় দুইজন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। চব্বিশপরগণা, যশোহর, নদিয়া, প্রভৃতি স্থানে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতির পরিচয় নাই। হাবড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, ও বাঁকুড়া জেলার ছাত্রীগণ উত্তরপাড়া হিতকরী সভার পরীক্ষাধীন হন, তাহার শেষ পরীক্ষায় ১২, মধ্য পরীক্ষায় ৯ এবং নিম্ন পরীক্ষায় ২৪ জন রমণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অন্তঃপুরে স্ত্রী শিক্ষা প্রচার এবং অনাথ বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ খৃষ্টান মিসনরীদিগের হস্তে মাসিক প্রায় ২০০০ টাকা সাহায্য দান করিয়া থাকেন, কিন্তু এই দানের ফল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বোধোদয়ের অপেক্ষা উচ্চ শিক্ষার অধিকারিণী একটী রমণীও দেখা যায় নাই, বোধোদয়ের বিদ্যায় অধিকার জন্মিয়াছে এমন নারীর সংখ্যাও নথাগ্রে গণনা করা যাব। অধিকাংশের পাঠের সীমা বোধ হয় বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত। দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ মাসিক ২৭৯ টাকা দেওয়া হয়। তাহাতে অধিকতর ফল দৃষ্ট হইয়াছে। অন্তঃপুরে শিক্ষার উন্নতি পথে অবশ্যই অনেক প্রতিবন্ধক আছে। কিন্তু বর্ত্তমান জেনানা এজেন্সী দ্বারা সে প্রতিবন্ধক দূর হওয়া সম্ভাবিত নহে। গবর্ণমেণ্ট এতদপেক্ষা অর্থের অধিক সদ্ব্যয় করেন ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

(১৮৮ সংখ্যা ১৫৩ পৃষ্ঠার পর।)

৬। খাদ্যঃ—যন্ত্র চালাইতে হইলে যেমন অঙ্গার, জল ও অগ্নির আবশ্যক করে; এবং এই সকল উপকরণ ব্যতীত যেমন যন্ত্র চালিত হয় না, সেই রূপ শরীর ধারণ করিতে হইলে খাদ্য আবশ্যক। অঙ্গার না থাকিলে যেরূপ যন্ত্রের কার্য্য স্থগিত হয়, খাদ্য না পাইলে শারীরিক কার্য্য সেইরূপ স্থগিত হইয়া যায়। জীবন রক্ষার নিমিত্ত

খাদ্য নিতান্ত আবশ্যক, ইন্ধন না পাইলে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন ক্রমে নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া পরিশেষে এক কালে নির্ব্বাপিত হয়; খাদ্য না পাইয়া জীবন রূপ অগ্নি সেই রূপে ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া এক কালে নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

আহার অল্প হইলে শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে মন অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়। মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম অনুসারে খাদ্যের পরিমাণ হওয়া উচিত। যাঁহারা অধিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের অধিক আহার আবশ্যক; নতুবা ক্ষয়ের ভাগ পূরণ অপেক্ষা অধিক হয়।

জীবন রক্ষার নিমিত্ত তিনটী বস্তু আবশ্যক। খাদ্য, পানীয় এবং উত্তাপ। উত্তাপ না থাকিলে শরীর ধারণ করা যায় না।

৭। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি খাদ্যের পক্ষে উপযুক্ত।

(ক) দুগ্ধ—ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য, এবং অধিক পুষ্টিকর।

(খ) চূর্ণ—ইহাদ্বারা শরীরাস্থি গঠিত হয়।

(গ) লোহ—ইহাদ্বারা রক্ত পরিশোধিত হয়।

(ঘ) অঙ্গারজান, যবক্ষারজান, জলজান ও অম্লজান সকল শরীরে উত্তাপ প্রদান করে; এই জন্য যে সকল খাদ্যে এই দ্রব্য গুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আহার করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

(ঙ) খাদ্যে জলীয় পদার্থ, তৈল পদার্থ, শর্করা, লবণ ও (Albuminous) ক্ষার বিশিষ্ট দ্রব্য থাকা আবশ্যক।

খাদ্যে উপরিউক্ত সমস্ত প্রকার দ্রব্যই থাকা আবশ্যক। একটীর অভাব হইলে স্বাস্থ্যের হানি হইবার সম্ভাবনা।

৮। (ক) শ্রমজীবী দিগের পক্ষে ১৮ আউন্স বা ॥/০ ছটাক পরিমাণ সারাল খাদ্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

(খ) ৩। ৪ সের পরিমাণ জলীয় পদার্থ থাকিবে।

৯। আমিষ ও নিরামিষ।—মাংস সহজে পরিপাক হয়। গম, যব প্রভৃতি অধিক বলদায়ক। যে সকল দ্রব্য Albumen (যবক্ষার)

আছে তাহা বলদায়ক। যব ও গমে (Albumen) অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণসার প্রভৃতি জন্তু যব ও গম খাইয়া প্রাণ ধারণ করে বলিয়া তাহারা অত্যন্ত বলশালী।

শ্বেতসার —অঙ্গারজান ও জলজান মিশ্রিত। ইহাদ্বারা শরীরের বসা বৃদ্ধি পায়।

১০। পণিরে শতকরা ৩৩ ভাগ ক্ষার (Albumen) পাওয়া যায়। রুটিতে ৮, ময়দায় ১০, চাউলে ৬, ছোলায় ১২, আলুতে ২, মটরে ২, মৎস্যে ১৮, ডিম্বে ১৪, পেষ্ট্রিতে ২১ এবং কপিতে ২ ভাগ আছে।

১১। যে সকল বস্তু সহজে পরিপাক করা যায় এবং যাহা পুষ্টিকর এমন বস্তু আহার করা কর্ত্তব্য।

১২। অম্লজান বাষ্প অনুসারে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। পরিশ্রম অনুসারেও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অম্লজান বাষ্পের পরিমাণ অল্প হইলে, অথবা পরিশ্রমে ক্লান্ত হইলে ক্ষুধা হ্রাস হইয়া যায়।

১৩। আহার ভাল হইলে, শরীর ভাল থাকে, এবং সেই জন্য মনও প্রফুল্ল ও হৃষ্ট হয়।

অতএব শরীর ও মন ভাল রাখিতে বাসনা করিলে আহার ভাল হওয়া আবশ্যক।

১৪। উদ্ভিদ নিঃসৃত তৈল অপেক্ষা আমিষ নিঃসৃত তৈল উত্তম।

১৫। খাদ্যে উদ্ভিদের পরিমাণ ন্যূন হইলে এক প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে এবং এরোগে অত্যন্ত যাতনা পাইতে হয়। এই কারণে খাদ্য উদ্ভিদের ভাগ অধিক হওয়া ভাল।

১৬। যবক্ষার জানদ্বারা মাংসপেশী বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং শরীর বলিষ্ঠ এবং দৃঢ় হয়।

বঙ্গমহিলা সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব।

গত ২৩ জানুয়ারি বুধবার সাধারণ সমাজের নূতন উপাসনা গৃহে বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব হয়। প্রাতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা

ও পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রহ্ম দর্শন বিষয়ে উপদেশ দান করেন। অপরাহ্ণ ৩ টার সময় বঙ্গমহিলা সমাজের সাংবৎসরিক অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রথমতঃ সম্পাদিকা কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী একটী প্রার্থনা করেন, পরে বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করা হয়, অনন্তর শ্রীযুক্ত রমাসুন্দরী ঘোষ ও কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীর লিখিত বক্তৃতা পঠিত হয়। সর্ব্বশেষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একটী উৎসাহ জনক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন।

উভয় বেলার রমণীগণ বাদন ও গীতবাদ্য নির্ব্বাহ করেন, গীত সকলের মধ্যে কয়েকটী রমণী বিরচিত এবং তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে।

বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য্য বিবরণে দেখা যায়; প্রায় প্রতি সপ্তাহে রমণীগণ ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান ও সামাজিকতার উন্নতির জন্য সম্মিলিত হইয়াছেন। মাসের মধ্যে ২ দিন উপাসনা ও ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনা, ১ দিন রচনা পাঠ ও দেশহিতকর বিষয় আলোচনা এবং ১ দিন জ্ঞাতব্য সংবাদ বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শ্রবণ, সদালাপ প্রভৃতিতে উৎসাহীকৃত হইয়াছে। এই সমাজ হইতে সরলনীতি পাঠ নামক একখানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর স্মরণার্থ ২০ টাকার এক পারিতোষিক সভার হস্তে দেন, আদর্শ গৃহিণী এই বিষয়ে যে মহিলা উৎকৃষ্ট রচনা লিখিবেন, সভা তাহাকে এই পারিতোষিক দিবেন। বাবু দুর্গামোহন দাস তাঁহার পরলোক গতা সহধর্ম্মিণীর স্মরণার্থ এই সভার মাসিক ১০ টাকা দান করিয়া থাকেন. ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েন সভার সাহায্যে তদ্দ্বারা কয়েকটী রমণীর বিদ্যাশিক্ষার সহায়তা করা হইতেছে। ইংলণ্ডের কুমারী স্যানিঙ এই সমাজের পুস্তকালয়ে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ইংরাজী পুস্তক দান এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী এই সমাজের সাহায্যার্থ ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই সভা হইতে উচ্চশিক্ষা এবং বালক বালিকাদিগের নীতিশিক্ষার ও

কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য করা হইয়াছে। সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবে।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, ফ্রিচর্চ্চ মিসনের কুমারী চন্দ্রমুখী বসু এবং বেথুন বিদ্যালয়ের কুমারী কাদম্বিনী বসু প্রথম আর্টস পরীক্ষায় ২য় ও ৩য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বেথন বিদ্যালয়ের কুমারী কামিনী সেন ও সুবর্ণপ্রভা বসু ১ম ও ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কামিনী সেন ১ম শ্রেণীর ২০ টাকা এবং সুবর্ণপ্রভা ২য় শ্রেণীতে ১৫ টাকা ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

২। বোম্বাইয়ে একটী পারস্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনার্থ তত্রত্য সরাজবী বেঙ্গলী নামক এক ব্যক্তি ৫০ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

৩। ময়মনসিংহের বামাসুন্দরী দেব্যা চৌধুরাণীর দানশীলতার সংবাদ পাইয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ইনি একটী অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে সময় সময় ২০০০ দরিদ্র লোক আহার পাইয়া থাকে। ইনি অনেক স্থলে বিদ্যোৎসাহ প্রদানার্থও অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন!

খৃষ্টীয় মহিলার প্রথম সংখ্যা অতি সুন্দর বেশে সজ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত হইলাম। ইহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রবন্ধ আছে! লেখা সুন্দর হইয়াছে। পত্রিকা খানি দীর্ঘ জীবনী হউক, ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। পত্রিকানুষ্ঠান, পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধির উপায়, পরোপকার, সেনাপতির স্ত্রীর সকল প্রার্থনা, খ্রীষ্টীয় মহিলার অভ্যুদয়। আখ্যান-ডালা ও সংবাদ সাজি।

বামাগণের রচনা।

প্রার্থনা।

কোথায় দীনের বন্ধু! দীনজন গতি।
কৃপা নয়নেতে হরি! চাহ পাপী প্রতি॥

মোহান্ধ হৃদয়ে নাথ! এস একবার।
দূরে যাক্ অন্তরের যাতনা আমার॥
সর্ব্ব দুঃখ বিনাশন, তোমার চরণ।
একবার হৃদি মাঝে করিয়া ধারণ॥

অন্তরের যত জ্বালা করি নিবারণ।
ঘুচাও যাতনা মোর যাতনানাশন!
অধৈর্য্য আমার মন সামান্য কারণে।
চাও পিতা, পাপী প্রতি করুণা নয়নে॥
দূর কর এ যাতনা দরশন দিয়া!
জনম সার্থক করি, কৃতার্থ হইয়া॥

জগৎ জননি! বল তোমা বিনা আর,
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে, মাগো! কে আছে আমার?
পাপী তাপী জনে মাতঃ কেবা কোলে করে।
কেবা বল হৃদয়ের পাপ তাপ হরে॥

অস্পৃশ্যা পাতকী আমি তবু দয়াময়।
তব কোল ছাড়া পিতা একতিল নয়॥
আমায় বাসিতে ভাল তোমা বিনা আর।
বল প্রভু এসংসারে কে আছে আমার॥

কত রূপে তব পদে অপরাধী আমি।
কি জানাব জানিতেছ হৃদয়ের স্বামি॥
তোমার অপ্রিয় কার্য্য আদেশ লঙ্ঘন।
সর্ব্বদাই করিতেছি পতিত পাবন॥
কত দোষী মহাপাপী চরণে তোমার।
তথাপি করনা ঘৃণা জগৎ আধার॥

রাত্রি দিন তব পদে কত দোষ করি।
তথাপি করিছ দয়া দয়াময় হরি॥

ধন্য সহিষ্ণুতা তব ধন্য দয়াময়॥
তোমা সম অত্যাচার বল কেবা সয়?
ক্ষমার আকর তুমি দরিদ্র রতন।
জীবন সর্ব্বস্ব তুমি জীবনের ধন॥
তুমিই সম্পদ নাথ তুমি মোর সুখ॥
তোমারে দেখিলে পিতা দূরে যায় দুঃখ।
তোমা ধন হৃদয়েতে পারিলে রাখিতে॥
মুহূর্ত্তেক মধ্যে পারি সব পাসরিতে॥
অপমান, তিরস্কার নিন্দা স্রোতঃ রাশি।
যদিও হৃদয়ে মোর বর্ষিতেছে আসি॥
তথাপি হে দীনবন্ধু তোমার ভাবিয়া।
একেবারে সব কষ্ট যেতেছি ভুলিয়া॥
নিন্দিত জনের গতি তুমি দয়াময়।
তুমিত সদয় নাথ তবে কারে ভয়॥
নিন্দিত ঘৃণিত হই পৃথিবী সদনে।
সেও ভাল যেন পিতা তোমার চরণে॥
বিশ্বাসী সেবিকা হয়ে দিন গত করি।
দাসীর প্রার্থনা পূর পাপহারী হরি॥
সহিষ্ণুতা দাও নাথঃ অন্তরে আমার।
অনায়াসে সহি যেন শত অত্যাচার॥
ভ্রাতৃভাবে দেখি যেন মানব সকলে।
ঘৃণা নাহি করি যেন অত্যাচারী হলে॥
করুক সহস্র নিন্দা কুবচন শত।
অপমান তিরস্কার করুক নিয়ত॥
বহু অত্যাচার যেন ক্ষুণ্ণ নহে মন।
দাও এই ভিক্ষা মোরে পাতকী তারণ॥
শত দোষী হই যদি জগৎ সদনে।
নিরমল থাকি যেন তোমার চরণে॥ হরিমতি।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৯৪ সংখ্যা।	ফাল্গুন ১২৮৭—মার্চ্চ ১৮৮১।	২য় কল্প। ২য় ভাগ।

বৈষ্ণব-নন্দিনী।

চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব এক সময়ে যে অতি আশ্চর্য্য ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই ধর্ম্ম প্রভাবে ব্যক্তিগত জীবন যেরূপ সমাজের অবস্থাও সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। চিরদুর্বৃত্ত নরাধম সকল এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সাধু হইয়া গিয়াছে, জাতিভেদ, বৈদিক পৌরহিত্য প্রভৃতি অনেক স্থলে উঠিয়া গিয়া সমাজেরও ঘোরতর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এই ধর্ম্মে অনেক স্ত্রীলোক প্রচারিকা হইয়া এক এক গৃহ, গ্রাম বা জনপদকেও বৈষ্ণব ধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে একটী বৈষ্ণব নন্দিনীর উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, ইহা দ্বারা ধর্ম্মের প্রতি স্ত্রীজাতির অসাধারণ নিষ্ঠা, এবং স্বামীর উপর স্ত্রী সঙ্গিনীর আশ্চর্য্য প্রভাব প্রতিপন্ন হইবে। বর্ণনাতে দুই একটী কথা যদি কুসংস্কারমূলক বোধ হয়, পাঠিকাগণ তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

জালালপুরে দেবকীনন্দন ভূঁইয়া নামে এক ধনাঢ্য লোক ছিলেন। তিনি কাটোয়ার ফৌজদার নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন। তিনি বামাচারী শক্তি উপাসক ছিলেন এবং সর্ব্বাঙ্গে রক্ত চন্দনাদি

লেপন পূর্ব্বক ভৈরব আকার ধারণ করিয়া রক্ত জবা, তাম্র শঙ্খ প্রভৃতি দ্বারা ভৈরবী পূজা করিতেন। এক বৃহৎ হস্তীর দন্তে চৌকী বসাইয়া যমুনার জলে গিয়া নিত্য স্নান সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্য সমাধা করিতেন। দেবকী-নন্দনের প্রথম স্ত্রী একটী পুত্র সন্তান রাখিয়া পরলোকগত হইলে তিনি এক বৈষ্ণবের গৃহে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। এই বৈষ্ণব আচার্য্য অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। তাঁহার কন্যা পিতৃ গৃহে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ভক্তিমতী ও সদাচারা হইয়া একদিকে যেরূপ অটল ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দেন, অপর দিকে সেইরূপ লিখন পঠন ও গ্রন্থবিচারে অলৌকিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। সাধু সঙ্গ লাভে সর্ব্বদা অভিলাষ, কৃষ্ণপ্রেমেই মনের আনন্দ। বিবাহের পর নববধ্বাগমনে কন্যা স্বামিগৃহে আসিয়া দেখিলেন তথায় সকলই বিপরীতভাব। শ্বশুরালয়ের লোক সকল তমোগুণ পূর্ণ, প্রচণ্ড স্বভাব, সর্ব্বদা মদ্যমাংস লইয়া আমোদ প্রমোদ করে, যোগিনী চক্রে * বসিয়া ভোজন করে। বৈষ্ণব কন্যা এ সকল দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং "এই বুঝি আমার শ্বশুর বাটী, হায় বিধাতার কি বিড়ম্বনা।" বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। "হায়! হায়! না জানি পিতা মাতা কত ধন পাইয়া আমাকে এ পাপপঙ্কে ডুবাইলেন, আমার কোন্ অপরাধে কৃষ্ণ আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলেন, আমার উপায় কি হইবে?" এই বলিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি প্রাণান্তে এ অপেয় ও অখাদ্য স্পর্শ করিব না, পিতার গৃহে যে কৃষ্ণভক্তি নিধি লাভ করিয়াছি, তাহা হারাইব না।" কন্যা আপনার দাসীকে বলিলেন, বিষ কিনিয়া আন, তাহা খাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি, এ পাপালয়ে থাকিব না। কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ, কৃষ্ণ আত্মঘাতীর প্রতি সদয় হন না, ইহা বুঝিয়া তাহাহইতে বিরত হইলেন। কি করেন, অবলা, পলাইবার পথ নাই। পরে অনাহার করিয়া দিনযাপন করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া মনোদুঃখে ধূলায় লুটাইয়া

* তান্ত্রিক সাধনের জন্য স্ত্রী-পুরুষে একত্র হইয়া যে "মণ্ডল" করে।

কাঁদিতে লাগিলেন। শাশুড়ী ননদ যত আহারের জন্য ডাকেন, তিনি তত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকেন। বধূ হয় ত মাতার অদর্শনে কাঁদিতেছে; এই বলিয়া সাধিয়া পাড়িয়া সকলে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই রমণী প্রবোধ মানিলেন না। অবশেষে তাহারা অনেক যত্নে তাঁহার মনের ইচ্ছা কি, জিজ্ঞাসা করিলে কন্যা ধীরে ধীরে বলিলেন "যদি আমাকে আহার করাইবেন, তবে একটা পাত্রে এক-মুষ্টি চাউল দিন, আমার ঝি জল আনিবে, আমি স্বহস্তে পাক করিয়া খাইব। ইহা না হইলে খাইব না, প্রাণত্যাগ করিব।" পল্লীর নারীগণ ঠাট্টার ছলে বলিতে লাগিল "কেন গো, এরা হাড়ী ডোম নয়, এদের অন্ন খাবে না কেন? আর অন্ন যদি না খাইবে, তবে ঘর করিবে কিরূপে?" কেহ বলেন "উনি বৈষ্ণবের ঝি, শাক্তের অন্ন কি গ্রহণ করিবেন?" শাশুড়ী ননদ যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু পাছে বাড়ীতে নারী হত্যা হয়, এই ভয়ে বধূ যেরূপ বলিল, সেই রূপ আয়োজন করিয়া দিলেন। কন্যা স্বপাকের অন্ন কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া দিয়া যৎকিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ পূর্ব্বক প্রাণধারণ করিলেন। প্রতিদিন এইরূপে যায় এবং প্রতিদিন তিনি স্বামীকে বৈষ্ণব হইবার জন্য অনুরোধ করেন। স্বামী তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করেন এবং "তুমি আমার গুরু ঠাকুরাণী হইতে আসিলে" এই বলিয়া বিদ্রূপ করেন। কন্যা তথাপি প্রতিদিন স্বামীকে সেই এক কথা বলিয়া ভজান এবং স্বামী ভৎর্সনা করিলে মুখ হেঁট করিয়া থাকেন। সতী ও ধার্ম্মিকা স্ত্রীর এমনি গুণ, তাহার সংসর্গে ক্রমে স্বামীর তমোভাব দূর হইতে লাগিল এবং স্ত্রীর আত্মা-ভক্তি ও রীতি চরিত্র দেখিয়া তিনি মনে মনে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে ইঁহাদিগের পুত্রটীর মৃত্যু হইল। স্বামী শোকে আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্ত্রী তখন বলিতে লাগিলেন "আর কেন কাঁদ, ইহাতে কি ফল? যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ, তাহার এই গতি। রোগ শোক মৃত্যু তাহাকে ভোগ

করিতে হয়, কৃষ্ণের কিঙ্করকে এ সকল ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।" দুঃখের সময় না হইলে লোকের মন কোমল হয় না, হিতকথা বুঝিবার সামর্থ্য হয় না। স্বামীর মন একটু ভিজিল এবং তিনি ভার্য্যার কথা মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "তুমি আমাকে এত অনুযোগ কর কেন? আমি কি করি বল?" স্ত্রী বলিলেন 'কৃষ্ণপদ আশ্রয় কর, নতুবা সকলি ব্যর্থ হইবে।' স্বামী বলিলেন 'আমি ত অন্য দেবতা আশ্রয় করিয়াছি।' স্ত্রী বলিলেন "গণেষ, পার্ব্বতী, শিব, ব্রহ্মা, ইহাঁরা অনেক সাধনে কৃষ্ণের সাধনে অধিকারী হন, কৃষ্ণ বিনা সংসারে ত্রাণ করিতে আর কেহ পারে না, অতএব এক হরিকে ভজনা কর, সর্ব্বসিদ্ধি হইবে।" স্বামী বলিলেন "আচ্ছা, বিচার করিয়া যাহা ভাল হয় করা যাইবে।" ভার্য্যা বলিলেন "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট সারতত্ত্ব পাইবেন না; যদি বিচার করিবে তবে গোসাঞি, মহান্ত ও শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব লইয়া আসুন।" দেবকীনন্দন সেইরূপে বিচার করাইয়া কৃষ্ণের ভজনাই সার জানিয়া সপরিবারে বৈষ্ণব হইলেন। তাঁহার ধন দৌলত সকল দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দিলেন, গরিপার বাটীতে দেবসেবার গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং অবশেষে বৃন্দাবনে বাস করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে জীবন অবসান করিলেন। বৈষ্ণব কন্যা বৃদ্ধ বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি একজন পরম ভাগবত বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তাঁহার প্রেম ভক্তির তুলনা নাই। কি আশ্চর্য্য ঈশ্বর ভক্তির গুণ, যে স্ত্রীর সহবাসে মোহ জন্মে, সেই স্ত্রী স্বামীর ভক্তি ও মুক্তির সহায় হইলেন। এইরূপ সতী নারীই জগতে ধন্য।

হিতগর্ভ আখ্যায়িকা ও উপন্যাস।

১। ইহুদীদিগের একখানি পুস্তকে বর্ণিত আছে রোমের অধীশ্বর টাইটস ইহুদীদিগের জাজ্বল্যমান উপাসনা মন্দির ভগ্ন করিয়া

স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "আমি ইহুদীদিগের ঈশ্বরকে জয় করিয়াছি।" সেই সময় তাঁহার কর্ণে এক ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রুত হইল "হতভাগ্য মনুষ্য! আমার সৃষ্ট ক্ষুদ্রতম জীব তোমার উপর জয়লাভ করিবে।" একটী ক্ষুদ্র কীট সম্রাটের নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল এবং সপ্তবর্ষ কাল তাঁহার মজ্জা কুরিয়া খাইতে লাগিল। কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ বা কৌশল দ্বারা এই কীটকে স্থানান্তরিত করিতে পারা গেল না। টাইটস মস্তিষ্কপীড়ায় ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। কি দুরারোগ্য রোগে রোমেশ্বরের মৃত্যু হইল, ইহা জানিবার জন্য চিকিৎসকেরা তাঁহার মাথা ভাঙ্গিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং দেখিলেন হৃষ্ট পুষ্ট বৃহদাকার এক কীট মস্তিষ্ক স্থান যুড়িয়া আছে। সর্ব্ব শক্তিমান্ ঈশ্বরের সম্মুখে মনুষ্যের অহঙ্কার বৃথা!

২। "মৃত্যুর পর আত্মা জীবিত থাকে" এই বিষয় লইয়া ধর্ম্মোপদেষ্টা জন টড কতকগুলি বালককে উপদেশ দিতেছিলেন, দেখিলেন বালকেরা এ সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে পারিতেছে না। তখন তিনি পকেট হইতে আধার সুদ্ধ টেঁক ঘড়ী বাহির করিয়া একটী বালককে বলিলেন "জেম্‌স! আমার হাতে কি?" সে বলিল "টেঁক ঘড়ি।" আর এক বালক বলিল "ও ত একটা ছোট ঘড়ি।" তিনি বলিলেন "ইহা ঘড়ী কেমন করিয়া জানিলে?" বালকেরা বলিল "ঐ যে টিক্ টিক্ শব্দ শুনিতে পাইতেছি।" অন্য বালকেরা কাণ পাতিয়া শুনিয়া বলিল "হাঁ, পাইতেছি।" তখন তিনি আধারটী একহাতে ও ঘড়ীটী অন্য হাতে ধরিয়া বলিলেন "বল দেখি ঘড়ী কোন্ হাতে?" বালকেরা বলিল "ডান হাতে।" উপদেষ্টা বলিলেন, 'আচ্ছা আমি আধারটী সরাইয়া টুপির মধ্যে রাখিলাম, এখন কি ঘড়ীর টিক্ টিক্ শব্দ শুনিতে পাও?' সকল বালক উচ্চৈঃস্বরে বলিল "তা পাইতেছি বৈ কি?' তখন তিনি বলিলেন 'দেখ, আধারটী সরাইয়া রাখিলেও ঘড়ী আপনা

আপনি টিক্ টিক্ করে এবং ঠিক্ সময় রাখে। তোমাদের শরীর ঘড়ীর আধারের মত বই আর কিছুই নয়; শরীর সরাইয়া লইয়া কবরে পুতিয়া ফেলিতে পার, কিন্তু আত্মা ঘড়ীর মত চলিবে, জীবিত থাকিবে এবং চিন্তা করিবে।" বালকদিগের ইহা সহজে বোধগম্য হইল।

৩। ডিউক অব ওয়েলিংটনের নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, ইনি ওয়াটারলুর; মহাযুদ্ধে মহাবীর নেপোলিয়নকে পরাভব করেন। ইহাঁর শারীরিক বীরত্ব অপেক্ষা ধর্ম্মবীরত্ব বড় কম নহে। তাঁহার জমীদারীর নিকটে একটী মূল্যবান্ বিষয় ছিল, তাঁহার এক কর্ম্মচারী তাঁহার মত লইয়া ইহা ক্রয় করেন। ভূমি বিক্রেতা অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া যথার্থ মূল্য অপেক্ষা কম লইয়া বিক্রয় করে। কর্ম্মচারী প্রভুর নিকটে আসিয়া আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল "আপনি বড় দাঁওয়ে বিষয়টী পাইয়াছেন।" ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন "দাঁও" কিরূপ? কর্ম্মচারী বলিল, ১১০০০ টাকার বিষয় ৮ হাজার টাকায় পাইয়াছেন। ডিউক তাহাকে ৩০০০ টাকা দিয়া বলিলেন "অবশিষ্ট প্রাপ্য মূল্য ভূমি-বিক্রেতাকে দেও, দাঁওয়ের কথা আমাকে বলিও না।"

রক্ত সঞ্চলন।

বিবিধ নৈসর্গিক কারণ বশতঃ জন্তু শরীর অনুক্ষণ ক্ষয় হইয়া যায়। আমাদের জীবনের মধ্যে এমন একটী মুহূর্ত্ত নাই, যৎকালে এই ক্ষয় ক্রিয়া বন্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতি মুহূর্ত্তে এই ক্ষয় পূরণ না হইলে শরীর কখনই অধিককাল জীবিত থাকিতে পারে না। যে যে উপায় দ্বারা এই পূরণ ক্রিয়া সাধিত হয় তন্মধ্যে রক্ত সঞ্চলন সর্ব্ব প্রধান। পাঠিকাবর্গ অবশ্য বিদিত আছেন যে আমাদের দেহের মধ্যে যে রক্ত আছে তাহা সর্ব্বদা শরীরের সকল স্থানে পরিচালিত হইয়া বেড়াইতেছে। দেহস্থ রক্ত কখনই স্থির ভাবে থাকিতে পারে

না। এমন কি, রক্তের গতি যদি একবার বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই জানা গেল যে জীবের প্রাণনাশ হইয়াছে। কিরূপে এই রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া সাধিত হয় তাহা এই প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে।

যেমন পয়োনালার ভিতর দিয়া জল গমনাগমন করে, তদ্রূপ অসংখ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম নাড়ীর মধ্য দিয়া রক্ত সর্ব্ব শরীরে পরিচালিত হইতেছে। এই সকল নাড়ী তিন ভাগে বিভক্ত;—যথা, ধমনী, কৈশিকা ও শিরা। যে সকল নাড়ী অঙ্গুলি দিয়া চাপিয়া ধরিলে দপ্ দপ্ করে, তাহাদিগকে ধমনী কহে; এবং সুন্দর ব্যক্তিদিগের অঙ্গে যে সকল কৃষ্ণবর্ণ 'শির' দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে শিরা কহে। কৈশিকাগণ এত সূক্ষ্ম যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা কেশের অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বলিয়া ইহাদিগকে কৈশিকা কহা যায়। ধমনী শিরা ও কৈশিকায় রক্ত কি নিয়মে শরীরের সর্ব্বত্র পরিচালিত হয় তাহা নিম্নে কথিত হইতেছে।

হৃদয় রক্ত সঞ্চলনের মূল-স্বরূপ। কিন্তু হৃদয় কাহাকে বলে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝা আবশ্যক। এই শব্দটা বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সচরাচর ইহার যে অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে ইহা সে অর্থে ব্যবহৃত হইবে না। জন্তু শরীরের যে অংশকে বক্ষ কহা যায়, তাহার মধ্যস্থল হইতে কিঞ্চিৎ বামভাগে দেহের ভিতরে একটী থলি আছে। এই থলির নাম হৃদয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পঞ্জরের মধ্যে যে স্থান আছে, তাহার ভিতর দিয়া যদি একখানি ছুরী প্রবেশ করান হয় তাহা হইলে সেই ছুরীর অগ্রভাগ ঠিক্ হৃদয়ে গিয়া লাগিবে। প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ের পরিমাণ তাহার আপনার হস্তের মুষ্টির সমান। হৃদয়ের আকৃতি অনেকটা তাসের হরতনের মত। হরতনের উর্দ্ধভাগ যেমন নিম্নাপেক্ষা বিস্তীর্ণ, হৃদয়ের গঠনও ঠিক্ তদ্রূপ। হৃদয়ের উর্দ্ধ হইতে অধঃপর্য্যন্ত একটী সূক্ষ্ম প্রাচীর আছে; তদ্দ্বারা হৃদয় বাম ও দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। দক্ষিণ

ও বামভাগের মধ্যে কোনরূপ সংযোগ নাই। শরীরের মধ্যে যত শিরা আছে, তৎ সমুদয় একত্রিত হইয়া ছুইটী সর্ব্ব প্রধান শিরারূপে হৃদয়ের দক্ষিণ ভাগের উর্দ্ধদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং দক্ষিণ ভাগের নিম্নদেশ হইতে একটী ধমনী বহির্গত হইয়া হৃদয়ের উর্দ্ধস্থ ফুস্‌ফুস্‌ নামক যন্ত্রের ভিতর দিয়া হৃদয়ের বামভাগের উর্দ্ধদেশে প্রবেশ করিয়াছে। পুনশ্চ, হৃদয়ের বামভাগের নিম্নদেশ হইতে একটী ধমনী বহির্গত হইয়া শাখা প্রশাখায় সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। হৃদয়ের এই গঠন মনে ধারণ করিয়া আমরা রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া বর্ণন করিব।

পাঠিকা বর্গ কর্ম্মকার কিম্বা স্বর্ণকারের জাঁতা অবশ্য দেখিয়াছেন। জাঁতা যেমন একবার স্ফীত এবং পরক্ষণে আকুঞ্চিত হয়, হৃদয় ও দিবানিশি সেইরূপ হইতেছে। বক্ষদেশে হাত রাখিলে শরীরের ভিতরে যে দপ্‌ দপ্‌ করিতেছে বোধ হয়, তাহা হৃদয়ের এই আকুঞ্চন ব্যতীত আর কিছুই নহে; এবং এই আকুঞ্চন দ্বারাই দেহের সর্ব্বত্র রক্ত পরিচালিত হইতেছে।

উল্লিখিত হইয়াছে হৃদয় বাম ও দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত। এই ছুই ভাগের কার্য্য স্বতন্ত্র, অর্থাৎ পরস্পরের সহিত কোন সংশ্রব নাই। আমরা প্রথমে বাম ভাগের কথা বলিব। বাম ভাগের নিম্নদেশ হইতে বহির্গত যে ধমনীর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার নাম এওর্টা (Aorta)। শরীরের মধ্যে যত ধমনী আছে তৎসমুদয়ই এই এওর্টা নামক ধমনীর শাখা প্রশাখা মাত্র। হৃদয় সর্ব্বদাই রক্তে পরিপূর্ণ, সুতরাং যখন ইহা আকুঞ্চিত হয়, তখন স্থানাভাব বশতঃ হৃদয়ের বাম ভাগস্থ রক্তের কিয়দংশ এওর্টার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। পিচ্‌কারী ছুড়িবার সময় ঠিক্‌ এইরূপ হইয়া থাকে। পিচ্‌কারী জলে পরিপূর্ণ, তাহার বাঁট সম্মুখ দিকে যত ঠেলিয়া দেওয়া যায়, ততই তাহার অভ্যন্তরস্থ জল বহির্গত হইয়া যায়। পিচ্‌কারীর বাঁট ঠেলিয়া দেওয়ায় যে কার্য্য হয়, হৃদয়ের আকুঞ্চনেও ঠিক্‌ সেই কার্য্য হইয়া থাকে, প্রভেদ এই মাত্র যে পিচ্‌কারীর জল বাহিরে পড়িয়া যায় কিন্তু

হৃদয়ের অভ্যান্তরস্থ জলীয় পদার্থ (রক্ত) বাহিরে না পড়িয়া এওর্টা নামক ধমনীর মধ্যে প্রবেশ করে।

হৃদয়ের বাম ভাগস্থ রক্ত একবার এওর্টার মধ্যে প্রবেশ করিলে সে রক্ত পুনরায় হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতে পারে না, কারণ এওর্টার মুখের কাছে এরূপ কৌশলে এক যোড়া ক্ষুদ্র কপাট আবদ্ধ আছে যে তদ্দারা হৃদয়ের বামভাগস্থ রক্ত সহজে এওর্টাতে প্রবেশ করিতে পারে বটে, কিন্তু সে রক্ত পুনরায় হৃদয়ে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিলে এওর্টার কপাট প্রতিবন্ধক হয়। হৃদয় একবার আকুঞ্চিত হইলে এই প্রকার কার্য্য হইয়া থাকে ; কিন্তু হৃদয় সর্ব্বদাই দপ্ দপ্ করিতেছে, সুতরাং ইহা পর মুহূর্ত্তে আবার আকুঞ্চিত হয়, তখন এওর্টার কপাট খুলিয়া হৃদয়ের বাম ভাগস্থ রক্তের কিয়দংশ পুনরায় এই ধমনীতে প্রবেশ করে। সুতরাং এওর্টার মধ্যে যত রক্ত প্রবেশ করিতে থাকে, প্রথম প্রবিষ্ট রক্ত ততই সম্মুখে পরিচালিত হয়। এইরূপে রক্ত স্রোত প্রথমে সমস্ত এওর্টায় এবং কিছুক্ষণ পরে এওর্টার শাখা প্রশাখা স্বরূপ অন্যান্য ধমনীর মধ্যে বহিতে থাকে।

ধমনী সকল স্থিতি-স্থাপক-গুণবিশিষ্ট, অর্থাৎ, ইহারা রবারের মত টানিলে বাড়ে, এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় ছোট হইয়া যায়। সুতরাং হৃদয়ের আকুঞ্চন বশতঃ যখন প্রচুর পরিমাণে রক্ত বেগে এওর্টা ও তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীতে প্রবেশ করে, তৎকালে সেই রক্তের চাপ পাইয়া ধমনী সকল তাহাদের স্থিতিস্থাপক গুণ বশতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা মোটা হয়, এবং যেই হৃদয়ের আকুঞ্চন থামিয়া গিয়া রক্তের চাপ কমিয়া যায়, তৎক্ষণাৎ ধমনী সকল পুনরায় শরু হইয়া যায়। এইরূপে ধমনী সকল একবার কিঞ্চিৎ মোটা এবং পুনরায় তদপেক্ষা শরু হইতেছে। চলিত ভাষায় ইহাকেই নাড়ীর গতি কহে। চিকিৎসক যখন হাত দেখেন, তখন তিনি শুদ্ধ ইহাই অনুভব করিয়া থাকেন। পাঠিকাবর্গের জানা উচিত যে হাত দেখা শরীরের অন্যান্য স্থানেও হইতে পারে। তবে লোকে যে সচরাচর হাতের নাড়ী টিপিয়া দেখে,

তাহার কারণ এই যে এখানকার ধমনী অন্যান্য ধমনীর অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট, সুতরাং অঙ্গুলি দিয়া চাপিয়া ধরিলে সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়। ধমনীসকল ব্যতীত অন্য কোন নাড়ী যথা শিরা ও কৈশিকা চাপিয়া ধরিলে হাত দেখা হয় না, কারণ শিরা ও কৈশিকা ধমনীর মত দপ্ দপ্ করে না।

উল্লিখিত হইয়াছে যে শরীর যে যে পদার্থে গঠিত, অনুক্ষণ তাহাদের তিল তিল ক্ষয় হইয়া যায় এবং রক্ত দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়া সেই ক্ষয় পরিপূরণ করে। রক্ত হৃদয় হইতে প্রথমে এওর্টা ও তাহার শাখা প্রশাখা ধমনীদ্বারা শরীরের অন্যান্য স্থানে আনীত হয়। কিন্তু এই সকল ধমনীর অভ্যন্তরস্থ রক্ত কোনমতেই ক্ষয় পরিপূরণ করিতে পারে না। ইহার কারণ দুইটি। প্রথম কারণ এই যে ধমনী সকল অতিস্থূল। যেমন একটা চোঙ্গের ভিতরে জল থাকিলে সে জল বাহিরে আসিতে পারে না, তদ্রূপ ধমনীর অভ্যন্তরস্থ রক্ত ধমনীর বাহিরে আসিতে অক্ষম। সুতরাং ধমনীর বহির্দ্দেশে চতুর্দ্দিকে যে সকল শারীরিক পদার্থের ক্ষয় হইতেছে, ধমনীর রক্ত দ্বারা তাহার পূরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। শরীরের যে সকল পদার্থের ক্ষয় হয়, রক্তে সেই সকল পদার্থ সর্ব্বদা রহিয়াছে। দেহের কোন স্থলে তিল পরিমাণ ক্ষয় হইবা মাত্র রক্ত স্রোত তৎক্ষণাৎ সেইখানে গিয়া ক্ষয় পরিপূরণ করে। কিন্তু ধমনী অতি স্থূল বলিয়া তদন্তর্গত রক্ত বাহিরে আসিতে পারে না, সুতরাং ধমনীর রক্তস্রোতের দ্বারা শরীরের ক্ষয় কোন মতেই পরিপূরণ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, দেহের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই যেখানে শারীরিক পদার্থের ক্ষয় হইতেছে না। কিন্তু ধমনী দেহের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান নহে। হস্ত পদাদি প্রত্যঙ্গ সমূহের মধ্যে দুই একটি মাত্র করিয়া ধমনী আছে, সুতরাং ধমনীর অভ্যন্তরস্থ রক্ত বাহিরে আসিতে পারিলেও সেই রক্তের দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র ক্ষয় পরিপূরণ হইতে পারে না, কারণ শরীরের সকল স্থানে ধমনী বর্ত্তমান নহে। এই কারণ বশতঃ কৈশিকা

গণের সৃষ্টি হইয়াছে। কৈশিকাগণ কেশের অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। ইহারা শরীরের সর্ব্বত্র জালের মত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অতি তীক্ষ্ণ কণ্টকের অগ্রভাগও ইহাদের সহিত তুলনা করিলে স্থূল বলিয়া বোধ হয়। শরীরের মধ্যে প্রায় এমন কোন স্থান নাই যেখানে একটা আল্‌পিন বসাইয়া দিলে সেই আল্‌পিনের অগ্রভাগ কোন না কোন কৈশিকাতে গিয়া লাগিবে না। সুতরাং কৈশিকাগণ শরীরের সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুনশ্চ ইহারা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া ইহাদের অন্তর্গত রক্ত চুঁইয়া সহজেই বাহিরে আসিতে পারে। অতএব যে দুই কারণ বশতঃ ধমনীর রক্ত শরীরের ক্ষয় পরিপূরণ করিতে অক্ষম, কৈশিকার রক্তের পক্ষে তদ্রূপ কোন প্রতিবন্ধক নাই। দেহের ভিতরে অনুক্ষণ যে ক্ষয় হইতেছে, কৈশিকাগণ অনায়াসে সেই ক্ষয় তৎক্ষণাৎ পরিপূরণ করিয়া থাকে। ধমনীগণ শরীরের প্রধান প্রধান স্থানে গিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া অবশেষে কৈশিকায় পরিণত হইয়াছে। কৈশিকাগণ শরীরকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহারা অতি সূক্ষ্ম, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং ইহাদের সংখ্যা গণনাতীত। হৃদয়ের আকুঞ্চন বশতঃ রক্ত-প্রবাহ প্রথমে ধমনীদিগের মধ্যে গিয়া অবশেষে অসংখ্য কৈশিকায় প্রবেশ করে; এবং কৈশিকা হইতে চুঁইয়া শরীরের ক্ষয় পরিপূরণ করে।

পাঠিকাবর্গ বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিয়াছেন যে, যে প্রণালীতে কলিকাতার গলিতে গলিতে ও বাটীতে বাটীতে জল যোগান হয়, রক্তসঞ্চরণের প্রণালীও ঠিক তদ্রূপ। বহুবাজারে ও টালায় যে জলের কল আছে তাহা ঠিক্ হৃদয়ের মত কার্য্য করে। হৃদয় আকুঞ্চিত হইয়া চাপ্ দেয় এবং সেই চাপে রক্ত প্রথমে এওর্টা ও তৎপরে অন্যান্য ধমনীতে এবং অবশেষে কৈশিকাদিগের মধ্যে প্রবেশ করে। রক্ত কৈশিকাতে প্রবিষ্ট হইলে খরচ হইতে থাকে, অর্থাৎ ইহা শরীরের ক্ষয় পরিপূরণ করে। বহুবাজারের কলের

সম্মুখস্থ ময়দানের নিম্নে একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা আছে*। এই চৌবাচ্চা জলে পরিপূর্ণ হইলে বহুবাজারের কল চৌবাচ্চার জলকে চাপিতে থাকে। জল সেই চাপ্ পাইয়া বেগে সদর রাস্তার বড় বড় নালের (নল) মধ্যে প্রবেশ করে। এই সকল নাল ধমনীর সদৃশ। তৎপরে জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালের ভিতর দিয়া গলিতে এবং লোকের বাটীতে গিয়া খরচ হইতে থাকে। ক্ষুদ্র নাল সকল দেহের কৈশিকার স্বরূপ। এপর্য্যন্ত বহুবাজারের জলের কল এবং মনুষ্যের হৃদয় একই প্রকার। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি বিশেষ প্রভেদ আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

কলের জল পুনরায় বহুবাজারের চৌবাচ্চায় গিয়া মিলিত হয় না, কিন্তু মনুষ্যের রক্ত হৃদয় হইতে বহির্গত হইয়া কিয়দংশ পুনরায় হৃদয়ে গিয়া প্রবেশ করে। উল্লিখিত হইয়াছে যে কৈশিকার রক্তে দেহের ক্ষয় পরিপূরণ হয়। কিন্তু এই ক্ষয় পরিপূরণে সমস্ত রক্ত শেষ হইয়া যায় না; অধিকাংশ রক্ত কৈশিকা দিগের মধ্যে থাকে। কিন্তু এই অবশিষ্ট রক্ত কৈশিকার মধ্যে ভ্রমণ করিয়া শরীরের দূষিত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া দূষিত হয়। সুতরাং তাহার শোধন আবশ্যক, এবং সেই শোধনক্রিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে হইয়া থাকে। কৈশিকাগণ দুই একটি করিয়া একত্রিত হইয়া প্রথমে ছোট, এবং তাহার পরে অপেক্ষাকৃত বড় বড় নাড়ী হয়। এই সকল নাড়ীকে শিরা কহে। কৈশিকাদিগের মধ্যে যে অবশিষ্ট রক্ত থাকে, তাহা ক্রমশঃ শিরাসকলের মধ্যে প্রবেশ করে। শিরাগণ ক্রমশঃ মিলিত হইয়া অবশেষে দুইটি প্রধান শিরারূপে হৃদয়ের দক্ষিণ ভাগের ঊর্দ্ধ দেশে প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং কৈশিকার অন্তর্গত দূষিত রক্ত অবশেষে এই দুই প্রধান শিরার দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করে। দূষিত রক্তকে হৃদয়ের দক্ষিণ ভাগে বহন করিবার জন্যই শিরাগণের

* বারাকপুরের নিকটস্থ পল্‌তা নামক স্থান হইতে গঙ্গার জল শোধিত হইয়া এই চৌবাচ্চায় আসিয়া পড়ে।

সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মধ্যে এওর্টার মত কপাট আছে, তদ্দ্বারা রক্ত অনায়াসে কৈশিকা হইতে ইহাদিগের মধ্য দিয়া হৃদয়ের দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু এক বিন্দু রক্তও ইহাদের ভিতর দিয়া কৈশিকাতে প্রবেশ করিতে পারে না। ধমনীর মত শিরাগণ স্থূল, কিন্তু ইহাদের স্থিতিস্থাপকতা গুণ নাই, সুতরাং শিরা টিপিয়া ধরিলে হাত দেখা হয় না। হাত দেখার উদ্দেশ্য এইমাত্র যে রক্ত কিরূপ বেগে শরীরের মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে তাহা অনুভব করা।

পাঠিকাবর্গ পাঁটার ফুল্‌কা অবশ্য দেখিয়াছেন। মনুষ্যের বক্ষের ভিতরেও এইরূপ ফুল্‌কা বা ফুস্ ফুস্ আছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস সম্পাদন করিতে পারি, সুতরাং ইহাতে সর্ব্বদাই বায়ু বর্ত্তমান রহিয়াছে। হৃদয়ের দক্ষিণ ভাগে আনীত দূষিত রক্ত দক্ষিণ ভাগের নিম্ন দেশস্থ পলমোনারি নামক ধমনীর ভিতর দিয়া ফুস্ ফুসে চালিত হয়। ফুস্ ফুসের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া দূষিত রক্ত শোধিত হইলে পরে হৃদয়ের বামভাগের উপর দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে এওর্টার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তৎপরে শরীরের সর্ব্বত্র পরিচালিত হয়।

এই শারীরিক ক্রিয়া রক্ত সঞ্চলন সম্বন্ধে যাহা যাহা কথিত হইল, নিম্নে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১। হৃদয় বাম ও দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাগ পৃথক্, অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের সহিত কোন সংযোগ নাই।

২। বামভাগের রক্তে কোন দূষিত পদার্থ নাই। এই বিশুদ্ধ রক্ত হৃদয়ের আকুঞ্চন বশতঃ এওর্টা ও তৎপরে ধমনীতে প্রবেশ করে।

৩। ধমনীগণ অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৈশিকায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। কৈশিকা সকল অতি সূক্ষ্ম বলিয়া ইহাদের মধ্য দিয়া রক্ত অনায়াসে শরীরের ক্ষয় পরিপূরণ করিতে পারে।

৪। অবশিষ্ট রক্ত ক্রমশঃ শিরাগণের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং পরিশেষে দুইটি প্রধান শিরার ভিতর দিয়া হৃদয়ের দক্ষিণ ভাগে প্রবিষ্ট হয়। এই রক্ত দূষিত, কারণ ইহা কৈশিকাগণের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া শরীরের দূষিত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে।

৫। হৃদয়ের দক্ষিণ ভাগে যে দূষিত রক্ত আনীত হয়, তাহা পল্‌মোনারী ধমনীর ভিতর দিয়া ফুস্‌ফুসের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর সহিত সম্মিলিত হইয়া পুনরায় শোধিত হয় এবং পরিশেষে হৃদয়ের বামভাগে চালিত হয়।

৬। রক্ত হৃদয়ের বাম ভাগে প্রবিষ্ট হইলে পরে এওর্টার মধ্য দিয়া শরীরের সর্ব্বত্র নীত হয়।

শরীরের উত্তাপ সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। পাঠিকা-বর্গ আপাততঃ এই মাত্র জানিয়া রাখিবেন যে তাহাও রক্ত সঞ্চলন দ্বারা সাধিত হয়।

নগদটাকা নোট ও কোম্পানির কাগজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র এই তিন ধাতুতে মুদ্রা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তাম্রনির্ম্মিত মুদ্রাকে বস্তুতঃ মুদ্রা বলিতে পারা যায় না। আমার নিকটে যদি কোন ব্যক্তির একশত টাকা পাওনা থাকে, এবং আমি তাহাকে একশত টাকার পয়সা দিতে যাই, তাহাহইলে সে ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহা না লইতে পারে; কিন্তু আমি যদি তাহাকে একশত টাকার স্বর্ণ কি রৌপ্য মুদ্রা দিই, তাহা হইলে সে তাহা লইয়া আমাকে ঋণমুক্ত করিতে বাধ্য। সুতরাং স্বল্প মূল্যের ক্রয় বিক্রয়ে তাম্র মুদ্রা প্রচলিত থাকিলেও তাহাকে সাধারণতঃ চলিত মুদ্রা বলিতে পারা যায় না। অতএব আমরা এস্থলে তাম্র মুদ্রার কথা ছাড়িয়া দিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত মুদ্রা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব।

আমরা টিন, দস্তা ও লৌহ প্রভৃতি যে সকল ধাতু সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি, তন্মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এই জন্য ইহারা মহার্হ ধাতুনামে প্রসিদ্ধ। মুদ্রা মহার্হ ধাতুদ্বয়ে নির্ম্মিত হইল কেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

যে কোন দ্রব্য মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী এবং যাহা উৎপাদন কিম্বা সংগ্রহ করিতে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহাই মুদ্রা হইতে পারে। গ্রীসের অন্তর্গত স্পার্টায় লৌহ মুদ্রা ব্যবহৃত হইত; আবিসিনিয়া দেশে সৈন্ধব লবণের চাপ, এবং আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলে কড়ি অদ্যাপি মুদ্রা স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও কড়ি নিতান্ত অপ্রচলিত নহে। এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পরিশ্রম আবশ্যক, সুতরাং ইহাদের মূল্য আছে, এবং যাহার মূল্য আছে তাহাই মুদ্রা হইতে পারে। পাঁচ সের সৈন্ধব সংগ্রহ করিতে যদি একটাকা খরচ হয়, তাহা হইলে পাঁচ সের সৈন্ধব যাহা, একটাকাও তাহাই। পরিশ্রম-জাত ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য মাত্রেই মুদ্রা হইতে পারে বটে, কিন্তু তথাপি মহার্হ ধাতুতেই সচরাচর মুদ্রা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ দুইটি, যথাঃ—

প্রায় সমুদয় সামগ্রীরই মূল্য পরিবর্ত্তনশীল। এ বৎসরে কোন দ্রব্যের যে মূল্য, পরবৎসরে তাহার মূল্য তদপেক্ষা অধিক হইতে পারে, স্বল্পও হইতে পারে। পূর্ব্ব সংখ্যায় কথিত হইয়াছে যে সামগ্রী সমূহের মূল্যের এবম্বিধ পরিবর্ত্তনশীলতা বিনিময় প্রথার একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। পাঠিকাবর্গ যদি এই কথা ভালরূপে বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এক্ষণে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে এই কারণ বশতঃই যে সে দ্রব্য মুদ্রা হইতে পারে না। বর্ত্তমান বৎসরে পাঁচসের সৈন্ধবের মূল্য একটাকা হইতে পারে, কিন্তু পরবৎসরে পাঁচ সের সৈন্ধবের মূল্য ঠিক তাহাই না হইতে পারে। মুদ্রার মূল্য অপরিবর্ত্তনশীল হওয়া আবশ্যক, * সুতরাং সৈন্ধব কি

* পূর্ব্ব সংখ্যা দেখ।

অন্য কোন দ্রব্য মুদ্রা হইতে পারে না, কারণ সর্ব্বদাই তাহাদের মূল্যের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। যে সামগ্রী মুদ্রাস্বরূপ ব্যবহৃত হইবে তাহার মূল্য স্থির থাকা চাই। মহার্হ ধাতু (স্বর্ণ ও রৌপ্য) এই প্রকৃতির। ইহাদের মূল্যের পরিবর্ত্তন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। গত চারি পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে সোণা ও রূপার মূল্যে দুই একবার মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহাদের বাজার দরে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন সামান্য ও স্বল্প-কাল স্থায়ী। এই কারণ বশতঃ সভ্যদেশ মাত্রেই মহার্হ ধাতুদ্বয়ে মুদ্রা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি অতি স্বল্প বলিয়া এই ধাতুদ্বয় মুদ্রাস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর একটী কারণ আছে। এই দুই ধাতু অতি মূল্যবান। সাধারণতঃ আমরা যে সকল সামগ্রী ব্যবহার করিয়া থাকি, তন্মধ্যে কোন সামগ্রীই ইহাদের ন্যায় মূল্যবান্ নহে। একভরি রূপার দাম একটাকা, এবং একভরি সোণার দাম এতদপেক্ষা আরও অধিক। কিন্তু এই দুই ধাতুর সহিত তুলনায় একভরি লৌহ কি টিন কি অপর কোন ধাতুর মূল্য কিছুই নহে। এক টাকায় অন্ততঃ পাঁচ সের অথবা চারিশত ভরি লৌহ পাওয়া যায়; কিন্তু এক টাকার রূপা ওজনে একভরি মাত্র। সুতরাং লৌহে মুদ্রা নির্ম্মিত হইলে একভরি রূপায় যে কাজ হইত, তাহার চারিশত গুণ লৌহ আবশ্যক। লৌহ ব্যতীত অন্য কোন সামগ্রীতে মুদ্রা নির্ম্মিত হইলেও ঠিক এইরূপ অসুবিধা ঘটিত। এই অসুবিধা নিবারণের জন্য মহার্হ ধাতুদ্বয়ের মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সোণা ও রূপায় মুদ্রা নির্ম্মিত হওয়ায় আমাদিগকে অকারণে বৃথা ভার বহন করিয়া বেড়াইতে হয় না।

যে যে কারণে অপর সমুদয় সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা কথিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা আবশ্যক টঙ্ক শালায় মুদ্রাঙ্কণের প্রয়োজন কি? একভরি রূপার

মূল্য একটাকা, সুতরাং একভরি রূপাও যাহা, একটাকাও তাহাই। কিন্তু তথাপি এক টাকায় ও একভরি রূপায় বিস্তর প্রভেদ। তুমি যদি একটাকা মূল্যের কোন সামগ্রী ক্রয় কর এবং বিক্রেতাকে মূল্য স্বরূপ একভরি রূপা দাও, তাহা হইলে সে তাহা লইতে সহজে প্রস্তুত হইবে না। তোমার রূপা খাঁটি কি না, এবং তাহা ওজনে ঠিক এক ভরি কি না, তাহার কোন স্থিরতা নাই। তুমি কিরূপ চরিত্রের লোক বিক্রেতা তাহা জানে না, সুতরাং টাকার পরিবর্ত্তে যদি তোমাকে একভরি রূপা লইতে হয়, তাহাহইলে স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া তোমার রূপা ওজন ও পরীক্ষা করা বিক্রেতার আবশ্যক। কিন্তু এরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে কেহই প্রস্তুত হইবে না, এই জন্য গবর্ণমেণ্ট সকল দেশে আপনার হস্তে মুদ্রাঙ্কণের ভার লইয়াছেন। টাকার উপরে রাজার (কিম্বা রাজ্ঞীর) ছাপ্ থাকায় তৎপ্রতি কোন সন্দেহ জন্মে না। আমাদের বিশ্বাস যে রাজা কখনই প্রজাবর্গকে ঠকাইবেন না। সুতরাং একভরি রূপার উপরে টঙ্কশালার ছাপ্ দেখিবামাত্র, অর্থাৎ আমাদের হস্তে একটি টাকা পড়িবামাত্র, আমরা একটাকার উপযুক্ত সামগ্রী ক্রেতাকে দিয়া তাহার মুদ্রা বিনা সন্দেহে গ্রহণ করি। এই জন্য টঙ্কশালায় মুদ্রাঙ্কণ আবশ্যক। লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া সন্দেহ দূর করা ব্যতীত টঙ্কশালার দ্বারা অন্য কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না।

সমাজে কি জন্য টাকা প্রচলিত হইল এবং টঙ্কশালায় মুদ্রাঙ্কণেরই বা প্রয়োজন কি, তাহা বলা হইয়াছে। পর সংখ্যায় আমরা নোট ও কোম্পানির কাগজ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

সত্যদ্বারা অসত্য, প্রেমদ্বারা অপ্রেম এবং পুণ্যদ্বারা অপবিত্রতাকে জয় করিবেক।

যায় নাই ; কিন্তু ইহার কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিয়া আসিতেছে এবং ইহা সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষার একটী প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যে বিদেশীয় রমণীর যত্নে জর্ম্মণিতে স্ত্রীশিক্ষার এতদূর উন্নতি হইয়াছে, তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্রী সন্দেহ নাই।

ফরাসী দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা বিবরণ আগামী বারে লিখিবার মানস রহিল।

তুষার প্রাসাদ।

শীতপ্রধান দেশের এসকুইমো প্রভৃতি জাতীয়েরা শীতকালে যে বরফের কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা দারুণ শীতের ক্লেশ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করে, ইহা বহুদিন পূর্ব্বে পাঠিকাগণকে অবগত করা গিয়াছে। যাঁহারা তাহা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা শীতকালে বরফে আবৃত হইয়া যে গরমে থাকা যায়, ইহা শুনিয়া আর আশ্চর্য্য হইবেন না, প্রত্যুত তৎকালে একখানি বরফের ঘর প্রস্তুত করিতে পারিলে সুখী হইবেন। বরফের গৃহের জন্য রাজাদিগেরও সাধ হয়। ১৭৪০ সালে রুসীয় রাজপুত্র গালিট্‌সিনের বিবাহোপলক্ষে সেণ্টপিটার্স্‌বর্গ নগরে এক আশ্চর্য্য তুষার প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিবাহান্তে বরকন্যা এই অট্টালিকা মধ্যে বাস করিবেন, এই অভিপ্রায়ে ইহা তাঁহাদিগের যোগ্য করিয়া নির্ম্মাণ করা হয় এবং ইহার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। দুঃখের বিষয় ইহা অধিকদিন তাঁহারা ভোগ করিতে পারিলেন না এবং সকলকে ইহার অকাল বিনাশে পরিতাপ করিতে হইল। যাহা হউক ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণন করা যাইতেছে।

প্রথমে ১৭৩৩ সালে নিভানদীর উপরে এক বরফের কেল্লা নির্ম্মাণ

মূল্য একটাকা, সুতরাং একভরি রূপাও যাহা, একটাকাও তাহাই। কিন্তু তথাপি এক টাকায় ও একভরি রূপায় বিস্তর প্রভেদ। তুমি যদি একটাকা মূল্যের কোন সামগ্রী ক্রয় কর এবং বিক্রেতাকে মূল্য স্বরূপ একভরি রূপা দাও, তাহা হইলে সে তাহা লইতে সহজে প্রস্তুত হইবে না। তোমার রূপা খাঁটি কি না, এবং তাহা ওজনে ঠিক এক ভরি কি না, তাহার কোন স্থিরতা নাই। তুমি কিরূপ চরিত্রের লোক বিক্রেতা তাহা জানে না, সুতরাং টাকার পরিবর্ত্তে যদি তোমাকে একভরি রূপা লইতে হয়, তাহাহইলে স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া তোমার রূপা ওজন ও পরীক্ষা করা বিক্রেতার আবশ্যক। কিন্তু এরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে কেহই প্রস্তুত হইবে না, এই জন্য গবর্ণমেন্ট সকল দেশে আপনার হস্তে মুদ্রাঙ্কণের ভার লইয়াছেন। টাকার উপরে রাজার (কিম্বা রাজ্ঞীর) ছাপ্ থাকায় তৎপ্রতি কোন সন্দেহ জন্মে না। আমাদের বিশ্বাস যে রাজা কখনই প্রজাবর্গকে ঠকাইবেন না। সুতরাং একভরি রূপার উপরে টঙ্কশালার ছাপ্ দেখিবামাত্র, অর্থাৎ আমাদের হস্তে একটি টাকা পড়িবামাত্র, আমরা একটাকার উপযুক্ত সামগ্রী ক্রেতাকে দিয়া তাহার মুদ্রা বিনা সন্দেহে গ্রহণ করি। এই জন্য টঙ্কশালার মুদ্রাঙ্কণ আবশ্যক। লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া সন্দেহ দূর করা ব্যতীত টঙ্কশালার দ্বারা অন্য কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না।

সমাজে কি জন্য টাকা প্রচলিত হইল এবং টঙ্কশালায় মুদ্রাঙ্কণেরই বা প্রয়োজন কি, তাহা বলা হইয়াছে। পর সংখ্যায় আমরা নোট ও কোম্পানির কাগজ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

সত্যদ্বারা অসত্য, প্রেমদ্বারা অপ্রেম এবং পুণ্যদ্বারা অপবিত্রতাকে জয় করিবেক।

যায় নাই; কিন্তু ইহার কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিয়া আসিতেছে এবং ইহা সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষার একটী প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যে বিদেশীয় রমণীর যত্নে জর্ম্মণিতে স্ত্রীশিক্ষার এতদূর উন্নতি হইয়াছে, তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্রী সন্দেহ নাই।

ফরাসী দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা বিবরণ আগামী বারে লিখিবার মানস রহিল।

তুষার প্রাসাদ।

শীতপ্রধান দেশের এসকুইমো প্রভৃতি জাতীয়েরা শীতকালে যে বরফের কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা দারুণ শীতের ক্লেশ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করে, ইহা বহুদিন পূর্ব্বে পাঠিকাগণকে অবগত করা গিয়াছে। যাঁহারা তাহা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা শীতকালে বরফে আবৃত হইয়া যে গরমে থাকা যায়, ইহা শুনিয়া আর আশ্চর্য্য হইবেন না, প্রত্যুত তৎকালে একখানি বরফের ঘর প্রস্তুত করিতে পারিলে সুখী হইবেন। বরফের গৃহের জন্য রাজাদিগেরও সাধ হয়। ১৭৪০ সালে রুশীয় রাজপুত্র গালিট্‌সিনের বিবাহোপলক্ষে সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরে এক আশ্চর্য্য তুষার প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিবাহান্তে বরকন্যা এই অট্টালিকা মধ্যে বাস করিবেন, এই অভিপ্রায়ে ইহা তাঁহাদিগের যোগ্য করিয়া নির্ম্মাণ করা হয় এবং ইহার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। দুঃখের বিষয় ইহা অধিকদিন তাঁহারা ভোগ করিতে পারিলেন না এবং সকলকে ইহার অকাল বিনাশে পরিতাপ করিতে হইল। যাহা হউক ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণন করা যাইতেছে।

প্রথমে ১৭৩৩ সালে নিভানদীর উপরে এক বরফের কেল্লা নির্ম্মাণ

করা হয়, কিন্তু গৃহোপকরণ ও শান্ত্রীগণের ভারে বরফ বিচলিত হয় এবং গৃহটী জলসাৎ হইয়া যায়। এবার সেইজন্য নিভা ও জলসৈন্য-নিবাসের মধ্যস্থ এক দৃঢ় ভূমি অট্টালিকা নির্ম্মাণের স্থান বলিয়া মনোনীত করা হইল এবং সম্রাটের একজন প্রধান কর্ম্মচারীর উপরে তাহার পরিদর্শনের ভার অর্পিত হইল। শীতকালে নিভানদীর উপরে যে বরফ জমিয়াছিল, তাহাহইতে প্রয়োজনানুসারে ২। ৩ ফুট পুরু এক এক চাপ কাটিয়া ঘর গাঁথা হইতে লাগিল। একখণ্ড বরফের সহিত অন্যখণ্ডের সংযোগার্থ মধ্যে জল ঢালিয়া দেওয়া হইল, জল শীঘ্র জমিয়া মসলার মত কার্য্য করিতে লাগিল। শেষে সমুদায় অট্টালিকাটী এক খণ্ড বৃহৎ বরফে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইল এবং স্ফটিকমণি নির্ম্মিত গৃহের শোভা ধারণ করিল।

এই অট্টালিকার দৈর্ঘ্য ৫৬, প্রস্থ ১৭ এবং উচ্চতা ২১ ফুট হয়। ইহার নির্ম্মাণে শিল্পদক্ষতার ত্রুটি করা হয় নাই—গাড়ী বারাণ্ডা, স্তম্ভাবলী ও শোভন মূর্ত্তি প্রভৃতি সকলই বরফে গঠিত হইয়াছিল। গৃহটী একতালা হইয়াছিল। ইহাতে ১টী দ্বার ও ১৪টী জানালা নির্ম্মিত হয়, সে সকলই বরফে গঠিত হয়। হরিৎ মার্ব্বলের অনুকরণে গৃহ ও জানালা সকলের পার্শ্বদেশ সুন্দররূপে তোরণ চিত্রিত হইয়াছিল।

তোরণ দ্বারের এক এক দিকে এক একটী বৃহৎকায় মৎস্য নির্ম্মিত হয়, তাহার মুখহইতে রাত্রিকালে আলোক উদ্গীরিত হইত। ন্যাপ্থা নামক একপ্রকার পদার্থ দ্বারা এই আলোক উৎপাদন করা হয়। তৎপরে (৮০ পাউণ্ডার) বৃহদাকার দুই কামান স্থাপিত হয়, তাহা হইতে কৌশলে তোপ ছোড়া হইত।

তুষার প্রাসাদের ব্যবহারার্থ থালা গ্লাস প্রভৃতি বাসন এবং চৌকী, টেবল, সেজ প্রভৃতি উপকরণও বরফদ্বারা শিল্পনৈপুণ্য সহকারে গঠিত হইয়াছিল। এক বরফ লইয়া যত প্রকার কারু কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার কিছুরই ত্রুটি করা হয় নাই।

চিকিৎসা বিদ্যায় নিপুণ। সত্যবতী তাঁহার নিকট জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন এবং ঔষধাদি প্রস্তুত বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতেন। এই ভদ্রলোক সত্যবতীকে আপনার ভগিনীর মত দেখিতেন এবং আনন্দ সহকারে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সহকারিতা করিতেন। সত্যবতীর পৈতৃক সম্পত্তির আয় মাসে প্রায় ৫০৲ টাকা ছিল। তিনি উক্ত বন্ধুর পরামর্শে কতক টাকায় নগর হইতে উত্তম উত্তম পুস্তক ক্রয় করিয়া আনাইলেন। এই সকল পুস্তকের মধ্যে কতকগুলি ডাক্তারী পুস্তক ছিল। তিনি উহা পাঠ করিয়া এবং চিকিৎসক বন্ধুর সাহায্য লইয়া চিকিৎসা বিদ্যায় এক প্রকার ব্যুৎপন্ন হইলেন। আর কতকগুলি ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক ছিল, তৎপাঠে তাঁহার ধর্ম্মমত সকল বিশুদ্ধ আকার ধারণ করিল। অতঃপর গ্রামস্থ বালিকাদিগের উন্নতি সাধনের ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি নিজব্যয়ে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তাঁহার সচ্চরিত্র ও অমায়িক ভাব দেখিয়া গ্রামস্থ লোকেরা তাহাদের কন্যাদিগকে তাঁহার নিকট শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। বিদ্যালয়ে কোন বালিকার আসিতে বিলম্ব হইলে, তিনি নিজে তাহার বাটীতে গিয়া তাহাকে লইয়া আসিতেন। তিনি বালিকাদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং যত্নের সহিত লেখা পড়ায় উত্তেজনা করিতে লাগিলেন।

এই সময় তাঁহার চিকিৎসক বন্ধুর মৃত্যু হয়। তিনি বহুদিন আত্মীয় পরিজন বিহীন হইয়াও ইহাঁকে আপনার রক্ষক ও সহায় বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং ইহাঁর সাহায্যে আপনার কর্ত্তব্যসাধনে উৎসাহ লাভ করিতেন। যাহা হউক এখন এককালে অসহায় হইয়া তিনি ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে শিখিলেন এবং দেশহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহার চিকিৎসক বন্ধুর ব্যবসা তিনি চালাইতে লাগিলেন। গৃহে যত রোগী আসিত, দেখিতেন এবং প্রতিবাসীদিগকে বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করিতেন। রোগীর সেবা ও শুশ্রূষাতেই জীবন সার্থক বোধ করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

করা হয়, কিন্তু গৃহোপকরণ ও শাস্ত্রীগণের ভারে বরফ বিচলিত হয় এবং গৃহটী জলসাৎ হইয়া যায়। এবার সেইজন্য নিভা ও জলসৈন্য-নিবাসের মধ্যস্থ এক দৃঢ় ভূমি অট্টালিকা নির্ম্মাণের স্থান বলিয়া মনোনীত করা হইল এবং সম্রাটের একজন প্রধান কর্ম্মচারীর উপরে তাহার পরিদর্শনের ভার অর্পিত হইল। শীতকালে নিভানদীর উপরে যে বরফ জমিয়াছিল, তাহাহইতে প্রয়োজনানুসারে ২। ৩ ফুট পুরু এক এক চাপ কাটিয়া ঘর গাঁথা হইতে লাগিল। একখণ্ড বরফের সহিত অন্যখণ্ডের সংযোগার্থ মধ্যে জল ঢালিয়া দেওয়া হইল, জল শীঘ্র জমিয়া মসলার মত কার্য্য করিতে লাগিল। শেষে সমুদায় অট্টালিকাটী এক খণ্ড বৃহৎ বরফে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইল এবং স্ফটিকমণি নির্ম্মিত গৃহের শোভা ধারণ করিল।

এই অট্টালিকার দৈর্ঘ্য ৫৬, প্রস্থ ১৭ এবং উচ্চতা ২১ ফুট হয়। ইহার নির্ম্মাণে শিল্পদক্ষতার ত্রুটি করা হয় নাই—গাড়ী বারাণ্ডা, স্তম্ভাবলী ও শোভন মূর্ত্তি প্রভৃতি সকলই বরফে গঠিত হইয়াছিল। গৃহটী একতালা হইয়াছিল। ইহাতে ১টী দ্বার ও ১৪টী জানালা নির্ম্মিত হয়, সে সকলই বরফে গঠিত হয়। হরিৎ মার্ব্বেলের অনুকরণে গৃহ ও জানালা সকলের পার্শ্বদেশ সুন্দররূপে তোরণ চিত্রিত হইয়াছিল।

তোরণ দ্বারের এক এক দিকে এক একটী বৃহৎকায় মৎস্য নির্ম্মিত হয়, তাহার মুখহইতে রাত্রিকালে আলোক উদ্গীরিত হইত। ন্যাপ্থা নামক একপ্রকার পদার্থ দ্বারা এই আলোক উৎপাদন করা হয়। তৎপরে (৮০ পাউণ্ডার) বৃহদাকার দুই কামান স্থাপিত হয়, তাহা হইতে কৌশলে তোপ ছোড়া হইত।

তুষার প্রাসাদের ব্যবহারার্থ থালা গ্লাস প্রভৃতি বাসন এবং চৌকী, টেবল, সেজ প্রভৃতি উপকরণও বরফদ্বারা শিল্পনৈপুণ্য সহকারে গঠিত হইয়াছিল। এক বরফ লইয়া যত প্রকার কারু কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার কিছুরই ত্রুটি করা হয় নাই।

চিকিৎসা বিদ্যায় নিপুণ। সত্যবতী তাঁহার নিকট জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন এবং ঔষধাদি প্রস্তুত বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতেন। এই ভদ্রলোক সত্যবতীকে আপনার ভগিনীর মত দেখিতেন এবং আনন্দ সহকারে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সহকারিতা করিতেন। সত্যবতীর পৈতৃক সম্পত্তির আয় মাসে প্রায় ৫০৲ টাকা ছিল। তিনি উক্ত বন্ধুর পরামর্শে কতক টাকায় নগর হইতে উত্তম উত্তম পুস্তক ক্রয় করিয়া আনাইলেন। এই সকল পুস্তকের মধ্যে কতকগুলি ডাক্তারী পুস্তক ছিল। তিনি উহা পাঠ করিয়া এবং চিকিৎসক বন্ধুর সাহায্য লইয়া চিকিৎসা বিদ্যায় এক প্রকার ব্যুৎপন্ন হইলেন। আর কতকগুলি ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক ছিল, তৎপাঠে তাঁহার ধর্ম্মমত সকল বিশুদ্ধ আকার ধারণ করিল। অতঃপর গ্রামস্থ বালিকাদিগের উন্নতি সাধনের ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি নিজব্যয়ে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তাঁহার সচ্চরিত্র ও অমায়িক ভাব দেখিয়া গ্রামস্থ লোকেরা তাহাদের কন্যাদিগকে তাঁহার নিকট শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। বিদ্যালয়ে কোন বালিকার আসিতে বিলম্ব হইলে, তিনি নিজে তাহার বাটীতে গিয়া তাহাকে লইয়া আসিতেন। তিনি বালিকাদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং যত্নের সহিত লেখা পড়ায় উত্তেজনা করিতে লাগিলেন।

এই সময় তাঁহার চিকিৎসক বন্ধুর মৃত্যু হয়। তিনি বহুদিন আত্মীয় পরিজন বিহীন হইয়াও ইহাঁকে আপনার রক্ষক ও সহায় বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং ইহাঁর সাহায্যে আপনার কর্ত্তব্যসাধনে উৎসাহ লাভ করিতেন। যাহা হউক এখন এককালে অসহায় হইয়া তিনি ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে শিখিলেন এবং দেশহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহার চিকিৎসক বন্ধুর ব্যবসা তিনি চালাইতে লাগিলেন। গৃহে যত রোগী আসিত, দেখিতেন এবং প্রতিবাসীদিগকে বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করিতেন। রোগীর সেবা ও শুশ্রূষাতেই জীবন সার্থক বোধ করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন সূর্য্যমণ্ডলের সমগ্র জ্যোতিঃ ৩,৫০,০০০ পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতির সমতুল্য।

২। এবার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চারিটী মহিলা বিজ্ঞান শাস্ত্রে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছেন।

৩। বিজ্ঞানের মহিমা ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে। সম্প্রতি ফটোফন নামক একটী যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আলোর সহায়তা দ্বারা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আলাপ করা যাইতে পারে। ইহা টেলিফোন হইতেও আশ্চর্য্য।

৪। নিম্নলিখিত মহিলাগণ নিম্নলিখিত শুভকার্য্যে নিম্নলিখিত পরিমাণ সাহায্যপ্রদান করিয়াছেন:

মহারাণী হিরণকুমারী বাহারবেলমা	১০৲
" স্বর্ণময়ী · বারুইপুর পাঠশালা	১০৲
ঐ, মেঝিয়ার স্কুল	১০৲
ঐ, ভবানীপুর নিম্নশ্রেণী	১০৲
ঐ, চককুমার বিদ্যালয়	১০৲
রাণী শরৎসুন্দরী...মেদিনীর সাহায্যার্থ	২০৲
ঐ নিস্তারিণী...কালনা স্কুল	১০৲
ঐ দেরিয়া বঙ্গবিদ্যালয়	১০৲
" মেঝিয়া স্কুল	১০৲
ঐ কালনা বিদ্যালয়	১০৲
ঐ বসিরহাট "	১০৲
ঐ কালিকাপুর "	১০৲
ঐ ঐ পদ্য মহাভারত প্রচার	২৫৲
ঐ মায়ামৃগ গ্রন্থের জন্য	১০৲

৫। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষোত্তীর্ণা কুমারী চন্দ্রমুখী বসু ২৫৲ এবং কুমারী কাদম্বিনী বসু ২০ টাকা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণা কুমারী কামিনী সেন দশম স্থানীয় হইয়া প্রথম শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি ২০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৬। বোম্বাইয়ের সম্রাজ্ঞী বেঙ্গলি নামক একব্যক্তি তত্রত্য পারস্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনার্থ ৫০

সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। বঙ্গদেশে এরূপ দৃষ্টান্ত কৈ?

৭। সংস্কৃত পুরস্কার ও বৃত্তি পরীক্ষায় একটী ৮৲ একটী ৭৲ একটী ৬৲ ও একটী ৪৲ টাকার মাসিক বৃত্তি স্থাপনার্থ মহারাণী স্বর্ণময়ী ৮০৫০ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার দাদা শ্বশুর, শ্বশুর ও স্বামীর স্মরণার্থ এই বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম 'মেদিনী' পত্র পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সংবাদ পত্রখানি মেদিনীপুরের মুখপাত্র। কয়েকটী দানশীলা রমণী ইহার পুনরুজ্জীবনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, ইহা অধিক আনন্দের বিষয়।

পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। গৃহধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ইহাতে গৃহধর্ম্মবিষয়ে সারগর্ভ উপদেশ আছে এবং পরিবারস্থ ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধের লোকের পরস্পর কর্ত্তব্য বিবৃত হইয়াছে। পাঠিকারা ইহাদ্বারা উপকৃত হইতে পারিবেন।

২। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, প্রথমখণ্ড শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ২৲ টাকা। এখণ্ডে ব্যাবহারিক ধাত্রীবিদ্যা সবিস্তার লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার কতিপয় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য লইয়া গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ ও সরল হইয়াছে। ইহা যে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য।

৩। বন্ধুপূজা—শ্রীনারায়ণ দাস ঘোষ প্রণীত, মূল্য ৶০ আনা। বন্ধুবিচ্ছেদ জনিত শোক গদ্যে পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

৪। বহড় বিদ্যোৎসাহিনী সভার পুস্তকালয়ের কার্য্য বিবরণ—এই পুস্তকালয়টী স্থানীয় লোকদিগের জ্ঞানালোচনার একটী প্রধান সহায় হইয়াছে, ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কৃতবিদ্য লোক আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাহইতে পুস্তক সকল স্ত্রীলোকদিগকে পাঠ করিতে দেওয়া হয়, ইহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার স্থায়িত্ব প্রার্থনা করি।

বামাগণের রচনা।

আদর্শ গৃহিণী। (১)

গৃহিণী শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, বিশেষতঃ আদর্শ গৃহিণী কাহাকে বলে? প্রকৃত পক্ষে তদুপযুক্তা গৃহিণী আমাদিগের চক্ষে পড়িয়াছেন কি না, জানি না। তবে গৃহিণী শব্দ ব্যবহারে সরল অনুভূতিতে আমরা এই মাত্র পাই যে, উত্তমরূপে গৃহ পালন অর্থাৎ গৃহ সম্বন্ধীয় কার্য্য সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিবার ক্ষমতা যিনি রাখেন, তিনিই আদর্শ গৃহিণী নামের উপযুক্তা।

গৃহিণী এ শব্দটী প্রয়োগ সময়েই এই ভাবটীর উদয় হয় যে, গৃহিণী বিশিষ্ট গৃহ এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যরাশিতে আবরিত ও পরিশোভিত। বস্তুতঃ যে গৃহে গৃহিণী নাই, সেই গৃহে আর শ্মশানে আমরা কিছুমাত্র প্রভেদ দেখিতে পাই না। গৃহ আর গৃহিণী এতদুভয় সম্বন্ধে যখন আমরা চিন্তা করি, তখন লক্ষ্মীরূপা গৃহিণীকে গৃহদেবী এবং গৃহটীকে দেবালয় বলিয়া আমাদিগের অনুভূত হয়।

ফলতঃ যখন আমরা আমাদিগের কাল্পনিক গৃহিণীকে কল্পনার তুলি লইয়া আঁকিতে বসি, তখন বাস্তবিকই তাঁহার সেই সূক্ষ্ম দর্শিতায় ও কার্য্যদক্ষতায় আমরা একান্ত মোহিত হইয়া যাই। প্রকৃত গৃহিণী যিনি, যাঁহাকে আমরা আদর্শ গৃহিণী নামে অভিহিতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, সেই মেধাবিনী শক্তিশীলা আদর্শ গৃহিণীর কার্য্যনিপুণতা সম্বন্ধে আমরা অতি সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করিব।

গৃহিণী আমাদিগের চক্ষে অনেক প্রকারের পড়িয়াছেন, তন্মধ্যে আমরা দুই জাতীয় গৃহিণীর প্রকৃতি মাত্র উল্লেখ করিব :—

(১) বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর স্মরণার্থ বঙ্গমহিলাসমাজের হস্তে যে রচনা পুরস্কারের ভারার্পণ করেন, আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম এই প্রস্তাবের রচয়িত্রী সেই পুরস্কারের যোগ্যা হইয়াছেন। বা, বো, স।

এক জাতীয় গৃহিণী, যাহাকে গৃহিণী নামে অভিষিক্ত করিতে আমাদের লজ্জা ও কষ্ট হয় এবং যাহার বিষয় আলোচনা করিলে শরীরের রক্ত শুকাইয়া যায় ও শরীর কণ্টকিত হয়। গৃহিণী হইতে তাঁহার আচার ব্যবহার সর্ব্বাংশে পৃথক্‌। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখ, গৃহের শ্রী নাই, সুশৃঙ্খলা নাই, কোন প্রকার সুব্যবস্থা নাই; গৃহ সামগ্রী বাজার হইতে আসিতেছে, হাঁড়িতে চড়িতেছে, ব্যবহারে নিঃশেষিত হইল, আবার বাজারে দৌড়িল। এইরূপ, কেহ স্নান করিতে যাবেন, কিন্তু তৈল পাইতেছেন না; কেহ আহারে বসিয়া মাথা খাবেন, লবণ পাইতেছেন না; কেহ দুগ্ধে হাত দিয়া বসিয়া আছেন, দুগ্ধের মিষ্ট মিলিতেছে না; এই প্রকার চারি দিক দিয়া হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, গৃহিণীর সঙ্গে এসব কাজকর্ম্মের কোন খোজ খবর নাই। তাঁহার নিকট কেহ কোন বিষয়ের অভাব, অনাটন সম্বন্ধে জানাইতে গেল, তিনি অবলীলাক্রমে খোলা জবাব দিলেন, "আমি জানি কি? বাবুর কাছ থেকে চেয়ে পয়সা লইয়া যাও, যাহয় আন, খাও, আমাকে ত্যক্ত করিতে আসিও না।" বাড়ীতে কে মরিতে চলিল, কে বাঁচিয়া রহিল, কে খাইল, কে অনাহারে রহিল, বা ঘরের এক দিক্‌ দিয়া আগুনই লাগিয়া গেল, গৃহিণীর সে বিষয়ে চৈতন্য নাই! আর পাঁচ জনেও খাচ্ছে, তিনিও চার্‌টা খাচ্ছেন, গৃহের সঙ্গে তাঁহার এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধ। বস্তুতঃ গৃহে আর গৃহিণীতে এরূপ সম্বন্ধ শূন্য ভাব, এ বিষয় আলোচনায় আমাদেরও ধৈর্য্য থাকিবে না এবং শ্রোতৃবর্গেরও এ সংবাদ তত তৃপ্তিজনক হইবার নয়, অতএব আমাদের বর্ত্তমান গৃহিণীকে এখানেই বিদায় দি।

আর এক জাতীয় গৃহিণী, যাঁহাকে আমরা প্রীতি পুষ্প লইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ও প্রকৃত গৃহিণী নামে অভিহিত করিয়াছি।

গৃহিণী যিনি, তিনি জানেন, গৃহ সাজাইতে কি কি উপকরণ আবশ্যক;—তিনি জানেন, গৃহ এবং গৃহিণী এতদুভয় মধ্যে পবিত্র

ধর্ম্মের আভা না থাকিলে, গৃহাপেক্ষা শ্মশানও মানব বাসের পক্ষে শ্রেয়স্কর। তিনি শ্মশানপানে তাকাইতে ইচ্ছা করেন, তথাপি ইত্যাকার গৃহপানে তাকাইতে তাঁহার রুচি জন্মে না। গৃহিণীর প্রকৃতির মূলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি না থাকিলে তাহার পরিণাম ফল শেষে এই দাঁড়ায়, যেমন তৈল-শূন্য প্রদীপ জ্বালাইয়া উহা স্থায়ী করিতে প্রয়াস পাওয়া। তৈল শূন্য সলিতা যে ভাবে যতটুকু সময় জলিয়া নির্ব্বাপিত হয়, ধর্ম্মহীনা গৃহিণীর পক্ষেও পরিণামে তদবস্থা।

প্রকৃত গৃহিণী যিনি তিনি জানেন, গৃহিণীর প্রকৃতির মূলে ধর্ম্ম বৃত্তি, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, স্নেহ, দয়া, সূক্ষ্মদর্শিতা, ও সর্ব্ব বিষয়ে অনুভব শক্তি থাকিলে গৃহ কতদূর শোভার আস্পদ ও সুখের স্থান বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। সংসার সম্বন্ধে গৃহিণী স্থিরা, ধীরা অথচ তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে গৃহ মধ্যে এমন স্থান নাই যাহা তাঁহার দৃষ্টির অগম্য; এমন বিষয় নাই যাহা তাঁহার চিন্তার অগম্য পথ; এমন বস্তু নাই, যাহার অভাব সভাব সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত নন এবং এমন ব্যক্তি নাই যাহার সুখ, দুঃখ, অভাব অনভাব, সুস্থতা অসুস্থতা শান্তি অশান্তি সম্বন্ধে তিনি অবগত নহেন। তিনি সমুদয় বিষয় অবগত থাকিয়া, স্থান বিশেষে—সুখ বর্দ্ধন, দুঃখ দূরীকরণ, অভাব মোচন, ও শান্তি প্রদান বিষয়ে একান্ত যত্নশীলা রহেন। গৃহিণীর সূক্ষ্ম দর্শিতায়, কার্য্যদক্ষতায় এবং সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টি থাকায় গৃহ গৃহীর পক্ষে কতদূর সুখের ও শোভার বস্তু হয়, তাহা আমরা কতক পরিমাণেও দেখাইতে চেষ্টা করিব।

গৃহিণীর রুচি একান্ত পবিত্র, সুতরাং দুর্গন্ধময় স্থান, দুর্গন্ধ যুক্ত বস্তু গৃহে পুষিয়া রাখা, এবং গৃহের যে অংশে তিনি অবস্থান করেন, কেবল সেই অংশের পরিচ্ছন্নতাতেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সুতরাংই তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়া কাহাকেও নাক ঘুরাইয়া ছুটিয়া পালাইতে হয় না, বরং গৃহ মধ্যে প্রবেশান্তে, তাঁহার কার্য্য নিপুণতা দেখিয়া, লোকের হৃদও বেড়াইয়া

দেখিতে ইচ্ছা যায় এবং ইত্যাকার কার্য্য পারিপাট্য ও সুশৃঙ্খলতা যে দেখে সে ক্ষণকালের জন্য বিমোহিত হইয়াই রহে। সুগৃহিণী, অতি সামান্য জিনিসটুকুও এত আদরে পরিপাটীরূপে এমন স্থানে স্থাপিত করেন, এবং গৃহ সজ্জা ও ব্যাবহারিক জিনিস পত্র ও শয্যা প্রভৃতি এতদূর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুশৃঙ্খল করিয়া রাখেন, আগন্তুক ব্যক্তি মাত্র তদ্বিষয়ের সমালোচনা ও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না।

গৃহিণীর গৃহহইতে এমন কোন বস্তু অনাদরে তাচ্ছিল্য পূর্ব্বক ফেলা যাইতে পারে না, যদ্দ্বারা অপরে সেই ত্যাজ্য বস্তুর কার্য্যোপযোগিতার পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়। তাঁহার গৃহ হইতে অতি সামান্য নেকড়া বা পুরাণ কাগজটুকু পর্য্যন্ত ফেলা যায় না। যে ক্ষুদ্র নেকড়া অপরাপর গৃহ হইতে সচরাচর অনাদরে অতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সহিত ফেলা যায়, তদপেক্ষা সামান্য নেকড়াটুকু পর্য্যন্ত তিনি অতি যত্নের সহিত সুবিধানুসারে ধোপাবাড়ী দিয়া, বা নিজে ক্ষার দিয়া ধোলাই করিয়া, উপরে নীচে দুইখানি নূতন কাপড় দিয়া, ভিতরে সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেকড়া গুলিন পাতিয়া ব্যবহারোপযুক্ত লেপ তোষকের মত সেলাই করিয়া লয়েন। পুরাণ কাগজ, যাহার মধ্যে বিশেষ আবশ্যক বিষয় রহিয়াছে, তাহা অতি যত্নের সহিত একের পর আর ক্রমান্বয়ে ফাইল করিয়া রাখেন, আর আর অবশিষ্ট অনাবশ্যক বাজে কাগজগুলিও যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া খরিদদার আসিলে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করেন, কিন্তু ফেলিয়া দেন না। এইরূপ প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি পর্য্যন্ত তাঁহার আদর ও সতর্কতা দৃষ্ট হয়। গৃহিণীর প্রকৃতি মূলে এরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা থাকায়, অনেক অনাটন বা অতিরিক্ত ব্যয়ের সময়েও তাঁহাকে নিতান্ত কাতর অবস্থায় পড়িতে হয় না।

গৃহিণী যিনি, তিনি জানেন তাঁহার গৃহে কি আছে কি নাই, কার্য্যকালে তাঁহার কি কি বস্তুর অভাব, অনাটন ঘটিবার সম্ভাবনা—

চাউল, ডাউল, তৈল, লবণ প্রভৃতি আহারীয় সামগ্রী মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিস, একত্রে কতটা কি পরিমাণে আনাইয়া রাখিলে কতদিন চালান যায় এবং সেই একত্রে আনায় লাভ আছে কি লোকসান পড়ে। "হাটে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ" উননে হাঁড়ি চাপাইয়া বাজারে তৈল, লবণ, মসলা প্রভৃতির জন্য পাঠান গৃহিণীর পক্ষে অতি অস্বাভাবিক ও লজ্জাজনক কথা। তাঁহার গৃহে যখন যাহার প্রয়োজন, তখনই তাহা প্রস্তুত ; যাহার যে কাজ সেই তাহা নিঃশব্দে নীরবে সম্পন্ন করিতেছে, একের কাজ অপরে জানিতেছে না।

কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা, সকরুণ হৃদয়ে পরিজন বর্গের প্রতি সমভাব, সর্ব্ব বিষয়ে হৃদয়ের প্রশস্ততা প্রদর্শন, পরিজন বর্গের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির বিপদে আপনাকে বিপদাপন্ন ভাবা এবং দুঃখী তাপী জনের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে আপন হৃদয় ঢালিয়া দিয়া সেই অবস্থায় তাহার প্রতি সমদুঃখতা প্রকাশ ও সহানুভূতি প্রদান করা গৃহিণীর বিবেচনায় ইহাই ধর্ম্ম ও নীতিসঙ্গত কার্য্য।

গৃহিণীর এ প্রকার ধর্ম্মমূলক নীতি প্রকৃতির প্রতি ক্ষুদ্র শিশু ও অপরাপর পরিজনবর্গের প্রতিনিয়ত দৃষ্টি রহিয়াছে, সুতরাং ভুল-ক্রমেও তাঁহার কার্য্য নিয়মের কোন ব্যতিক্রম না ঘটে, তৎপ্রতি তিনি বিশেষ সতর্ক রহেন। তিনি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া শয্যা পার্শ্বেই উপবেশন পূর্ব্বক, পরম রক্ষক অনন্ত আশ্রয়দাতা পরমেশ্বরকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ ও তাঁহার নাম গান করিয়া পতি, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গকে জাগরিত করেন। এইরূপে তিনি ঈশ্বর আরাধনা সমাপনান্তে, পতি, পুত্র, কন্যাগণের স্বাস্থ্যানুসন্ধান করতঃ শয্যা ত্যাগ করেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাধান্তে অপরাপর গৃহস্থিত পরিজনবর্গের সুস্থতা অসুস্থতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইহা বলা বাহুল্য যে, দৈনিক কার্য্য মধ্যে রান্না আর খাওয়াই তাঁহার একমাত্র কাজ নয়, যেমন অনেকানেক গৃহিণীতে দৃষ্ট হয়। রন্ধন পরিবেশনাদি যতটা তিনি নিজে চালাইতে

পারেন আপন হস্তেই রাখেন, তবে আনুষঙ্গিক সহায়তা যতটা নিতে হয়, অপর হইতে লইয়া থাকেন। গৃহিণী দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে আহারাদি কার্য্য সমাধা করিয়া ছয় সাত ঘণ্টার জন্য রন্ধন গৃহের নিকট বিদায় লইয়া অন্যান্য কাজ দেখিতে লাগিলেন। কোন্ জামাটীতে বুতাম নাই, কোন্ কাপড়খানি ছেঁড়া, রিপু করিলে পুনরায় কিছু দিন পরা যায়, কোন্ বালিশটীতে ওয়াড় নাই, কোন্ বিছানার চাদর খানি ময়লা হইয়াছে বদলান আবশ্যক, এবং কোন মশারী খানিতে দুএকটী ছিদ্র হইয়াছে দুটী ফোড় দিয়া রাখিলেই থাকে ইত্যাদি, এবং কোন্ জিনিসটীতে মরিচে ধরিয়াছে, কোন জিনিসপত্র গুলিতে ময়লা পড়িয়া আছে ও কোন জিনিসপত্র গুলি বহুদিন যাবৎ নাড়া চাড়া পড়ে না, পুনরায় ঝাড়িয়া পাড়িয়া রাখা আবশ্যক এইসব বিষয়ে তিনি যত্নপর হয়েন। এবং রুচি ও তৃষ্ণা থাকাতে, গৃহকার্য্যে এতদূর ব্যস্ততা সত্বেও তিনি লেখা পড়ায় একবারে জলাঞ্জলি দিতে পারেন নাই, ইহারই মধ্যে তিনি সময় করিয়া সন্তান সন্ততিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কখন আপনার পড়া শুনায় আপনি ব্যস্ত থাকেন, এবং কখন সন্তান সন্ততিদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, যে, তাহারা কে কতটুকু শিখিল।

এইরূপে যখন গৃহিনী আপন কার্য্যক্ষেত্রে আপনি পর্য্যায় ক্রমে বিচরণ করেন, ক্ষুদ্র শিশু গুলি তখন জননীর কার্য্যনিষ্ঠার প্রতি এক দৃষ্টিতে স্থির নয়নে তাকাইয়া থাকে এবং তদনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। এবং লক্ষ্মীরূপা জননীর সুদৃষ্টান্তকে আদর্শ রাখিয়া শিশু সন্তান যখন আপনার কোমল চরিত্র গঠনে প্রবৃত্ত হয়, ও সেই শান্তশীলা জননীর নিরাপদজনক ক্রোড়ে থাকিয়া, আপনার সরল ও কোমল প্রকৃতিতে আপনি একটু একটু করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন সেই একটী মাত্র আদর্শ জীবনে কতটী জীবন গঠিত হয় এবং সেই একটী মাত্র আদর্শ পরিবার ধর্ম্ম ও নীতির আশ্রয় লইয়া ও তদ্দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমাজের নিকট কতদূর আদরের ও অনুসরণের বস্তু হইতে পারে, ইহা সহজেই অনুভূত হইবে।

শ্রীপার্ব্বতী বসু।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৯৫ সংখ্যা।	চৈত্র ১২৮৭—এপ্রেল ১৮৮১।	২য় কল্প। ২য় ভাগ।

জীবনচরিত।

জীবন চরিত যে শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ; তাহা আজ কাল, দুই এক জনকে স্বীকার করিতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু যাঁহারা জীবন চরিতের উৎকর্ষ স্বীকার করিলে বিশেষ ফললাভের প্রত্যাশা করা যায়, অর্থাৎ শিক্ষার্থি-সমাজে জীবন চরিতের আলোচনা লব্ধ-প্রবেশ হইতে পারে, এবিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ যত্ন লক্ষিত হয় না। তবে ভরসা এই, যখন শিক্ষা বিভাগে প্রকৃত সুশিক্ষিত ও সারগ্রাহী লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে এবং যাঁহারা নিজে কিছু বুঝেন না অথচ কর্ত্তৃপক্ষের "বড় পণ্ডিত" হইয়া আছেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা অল্প হইবে, তখন অবশ্যই শিক্ষার্থি সমাজে প্রকৃত শিক্ষারম্ভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। বর্ত্তমান সময়ের একজন সুযোগ্য গ্রন্থকার স্বকীয় গ্রন্থের ভূমিকায় জীবনচরিত সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "চরিত্র সংগঠনের উপকরণ সংগ্রহের আদর্শ প্রদান করাই জীবন চরিতের প্রধান অধিকার। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য চরিত্র সংগঠন। চরিত্র সংগঠনে প্রধান সহায় মনীষিগণের জীবন চরিত পাঠ। সুতরাং

জীবন চরিতের অনুশীলন শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গীয় বিদ্যালয় সমূহের অধ্যাপনা কার্য্যে সেই জীবন চরিতের পর্য্যাপ্ত ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না।" লেখক আর্য্যদর্শনের সম্পাদক এবং "মিল" ও "ম্যাটসিনির" জীবনচরিত প্রণেতা। ইনি অতি উচ্চ মানব চরিত সকল বঙ্গীয় পাঠক সমাজের গোচর করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। আমরা অন্য কোন সংখ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্যে মিল ও ম্যাট্‌সিনির উপযোগিতা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিব। যদি ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণের জীবনী যথাযথ সুপ্রাপ্য হইত, যদি মধ্য কালের রাজা, বীর, কবি ও নীতিবিদ্‌গণের জীবন চরিত দুষ্প্রাপ্য না হইত, যদি বিক্রমাদিত্য, কালিদাস, শ্রীধর, বোপদেব, চাণক্য, রাক্ষস, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি মহাত্মাগণের সম্পূর্ণ জীবনী লিখিতে পারা যাইত; তাহাহইলে আমাদিগকে যখন তখন আর জীবনাদর্শ উপকরণের সংগ্রহার্থ সমুদ্র পারে গমন করিতে হইত না। যাহাহউক, বঙ্গদেশে সাধারণ সমাজে "নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।" এই প্রবাদটী চিরকাল প্রচলিত আছে। আমরা এই প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই এদেশীয় প্রাচীন মনীষিগণের জীবনীর যে কোন অংশ তাহা যতই কেন অসম্পূর্ণ হউক না,—যদি বামাবোধিনীতে প্রকাশ করি, তাহা হইলে বোধহয় কেহ অসন্তুষ্ট হইবেন না। উপরি উক্ত প্রবাদ সঙ্কলন দ্বারা যেন কেহ এমন মনে না করেন যে বাঙ্গালা সাহিত্যে দেশীয় জীবন চরিত কিছুই নাই। চরিতাষ্টক, কবিচরিত, চরিত চতুষ্টয় প্রভৃতি কতিপয় উপাদেয় গ্রন্থ সঙ্কলিত ও মুদ্রিত হইয়াছে এবং তাহা, অধিক পরিমাণে না হউক, কোন কোন বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক রূপেও গৃহীত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থে ইদানীন্তন কালের অনেক গুলি মহৎলোকের জীবন চরিত অনতি বিস্তৃতরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। সম্প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের একখানি উৎকৃষ্ট জীবন চরিত প্রচার দেখিয়াও আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। বামাবোধিনীতে প্রথম হইতেই জীবন চরিত প্রকাশিত

হইতেছে। বিদেশীয় রমণীগণের ন্যায় দেশীয় অনেক রমণীরও আদর্শ-জীবন ইহাতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। নারী চরিত নারীগণের প্রথম পাঠ্য বটে, কিন্তু আদর্শ পুরুষচরিতও পাঠ না করিলে তাঁহারা জীবনচরিত পাঠের সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে পারেন না। এইজন্য আমরা এই পত্রিকাতে পুরুষদিগের চরিতও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেরই কোন না কোন স্ত্রী বা পুরুষের অনুকরণীয় চরিতাংশের সংগ্রহ থাকা সম্ভব। তাঁহারাও যদি যত্ন পূর্ব্বক সেইগুলি বামাবোধিনীর "জীবনচরিত" শিরোনাম প্রবন্ধে যথাক্রমে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কাল সহকারে অনেক গুলি জীবনী পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহা না হইলেও ব্যক্তি বিশেষের অপূর্ণ চরিতাংশ অপর একটী সম্পূর্ণ সুন্দর জীবনের মূল ভিত্তি হইতে পারে। অদ্য আমরা ভাগবতের টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীর জীবন সম্বন্ধীয় একটী অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা প্রকাশ করিব।

মহর্ষি পাণিনি প্রণীত সূত্রপাঠ নামক ব্যাকরণ জগদ্বিখ্যাত। সূত্রপাঠ শ্রম ও পাণ্ডিত্যের অতুল্য উদাহরণ। উহাতে প্রায় চারি সহস্র বৈয়াকরণিক সূত্র গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীধর স্বামী ভাগবত ধৃত সমস্তপদের ব্যুৎপত্তি ঐ সূত্রপাঠ দ্বারাও করিতে না পারিয়া নিম্ন লিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন;—

"ব্যাসোচ্ছাহার মাহেশাদ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
কিন্তানি পদরত্নানি সন্তি পাণিনি গোষ্পদে।"

মহর্ষি ব্যাস দেব ভাগবত রচনা কালে মাহেশ ব্যাকরণ রূপ অর্ণব হইতে যে সকল পদরত্ন উদ্ধার করিয়াছেন, পাণিনির ব্যাকরণ রূপ গোষ্পদে কি তাহার সত্তা সম্ভব? ব্যাকরণ ও শব্দ শাস্ত্রে শ্রীধর স্বামীর কিরূপ অসাধারণ শিক্ষা ছিল, ঐ উক্তি দ্বারা তাহার উপলব্ধি হইতেছে। মহেশ প্রণীত মাহেশ নামে এক অতি বিস্তৃত ও অতি প্রাচীন ব্যাকরণ আছে, তাহাই সকল ব্যাকরণ ও শব্দ শাস্ত্রের মূল বলিয়া

প্রসিদ্ধ। সেই মাহেশেও শ্রীধরের শিক্ষা ছিল। নচেৎ পাণিনিকে গোষ্পদ বলিবার অধিকার কিরূপে পাইলেন? যিনি পরিণত জীবনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশে সমর্থ হন, তাঁহার বাল্য চরিতেই সেই ক্ষমতা অনুসূচিত হইয়া থাকে। শ্রীধরের বাল্য কালের একটী গল্প বলি।

শ্রীধর যখন অতি শিশু, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। দারিদ্র্য প্রযুক্ত জননীর বড় ক্লেশ হইল। শ্রীধরের বাল্য ভাব যেমন অপনীত হইতে লাগিল, তেমনিই তিনি মাতার দুঃখ বুঝিতে লাগিলেন। কোন রূপে মাতৃদুঃখ মোচনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তৎকালে তাঁহার ক্ষমতাসাধ্য এমন কোন কার্য্য সুলভ ছিলনা, যদ্দ্বারা তিনি কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া মাতার সাহায্য করিতে পারেন। মাতার দৈনন্দিন দারিদ্র দুঃখের ক্রমশঃ বৃদ্ধি দর্শনে শ্রীধর কাতর ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এই ভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একদা নিজ পল্লীতেই দেখিতে পাইলেন, জনৈক দরিদ্র তৈলকারের ঘানি টানিবার জন্য একটীর অধিক গোরু নাই। ঐ গোরুটীকে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দিতে হইত, সে সময়ে ঘানি চালাইবার জন্য আর একটী গোরু ক্রয় করিতে তৈলকারের সংগতি হইত না; সুতরাং তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। শ্রীধর তৈলকারের নিকট নিজে ঘানি টানিয়া ঐ ক্ষতিপূরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। তৈলকার বলদ ক্রয় করিবার জন্য এককালে অনেকগুলি মুদ্রা সংগ্রহ করা অপেক্ষা প্রতিদিন শ্রীধরকে কিছু কিছু মজুরী দেওয়া সহজ জ্ঞান করিল। শ্রীধর তাঁহার মাতার সাহায্য করিবার আশয়ে কলুর ঘানি টানিতে আরম্ভ করিলেন। জননীর দুঃখ দেখিয়া শ্রীধর এতই কাতর হইয়াছিলেন এবং সেই দুঃখ দূরকরা এতই অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া ছিলেন যে, সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে মানব স্বভাবসুলভ অভিমানাদির মস্তকে পদার্পণ করিয়া কলুরবাড়ী ঘানি টানিতে লাগিলেন!!

শ্রীধর স্বামীর বাল্য জীবনের এই অংশের প্রতি সকলেরই

মনোযোগ করা আবশ্যক। কিন্তু আজি কালি যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে মাতৃগর্ভে দশমাস দশদিন বাস নিবন্ধন কেহ কেহ ২০ টাকা ঘর ভাড়ার ব্যবস্থা করিয়া মাতার প্রতি কর্ত্তব্য ব্রতের উদযাপন করিয়া থাকেন!!

পতঙ্গ জাতি।

ইতিপূর্ব্বে পতঙ্গ জাতির কিছু কিছু আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত বর্ণন করা গিয়াছে। ইহাদিগের হইতে মানুষের ব্যবহার্য্য অনেক বস্তু উৎপন্ন হয়, এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা যাইবে। পতঙ্গ হইতে নানা প্রকার রঙ, গালা মোম, মধু ও রেসম প্রাপ্ত হওয়া যায়। গল নামে এক প্রকার মক্ষিকা আছে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট কালী প্রস্তুত হয়। ইহারা জাতিভেদে কাল, নীল বা শুভ্রবর্ণ হয়, এবং তদনুরূপ বর্ণও উৎপাদন করিয়া থাকে। আসিয়ার তুরুষ্ক, ভূমধ্যস্থ সাগরের তীর, আফ্রিকার ট্রিপলি এবং ইষ্টইণ্ডিস দ্বীপে এই পতঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুত পোকার ন্যায় ইহারা পাতা খাইয়া থাকে এবং পাতার সহিত একত্র সংগৃহীত হয়। এ দেশের স্ত্রীলোকেরা যে সিন্দুর ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা এক প্রকার পোকার রঙ মাত্র। কক্‌স্‌ নামক এক জাতীয় কীট হইতে ইহা এবং অন্যান্য প্রকার রঙ প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্পেন, ফ্রান্সের দক্ষিণভাগ, আরব, পারস্য ও ইষ্ট ইণ্ডিস্‌ দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে এই কীটের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। প্রাচীন ফিনিসীয়গণ যে এক অতি উৎকৃষ্ট ধূমল বর্ণ উৎপন্ন করিত এবং যে বর্ণে রোম সম্রাটদিগের পরিচ্ছদ সকল রঞ্জিত হইত, তাহা একপ্রকার কীটজ বর্ণ। মেক্‌সিকোতে এই জাতীয় এক প্রকার কীট হইতে গাঢ় রক্তবর্ণ উৎপন্ন হয়, দেশবাসীগণ তাহার বাণিজ্যে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকা লাভ করিয়া থাকে।

গালা লাক্ষানামক একপ্রকার কীট হইতে উৎপন্ন, ইহা দেখিতে পিপীড়ার মত। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কচি কচি ডালে এই পোকা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, গরম জলে তাহা ফেলিলে রক্তবর্ণ পদার্থ ভাসিয়া উঠে, তাহা সরের মত কাটাইয়া কাটাইয়া লইতে হয়। এই জল শুকাইলে নীচে যে সার বসে, তাহা চাপ চাপ বিক্রয় হয়। এই চাপ পাতলা করিয়া লইয়া চাঁদগালা প্রস্তুত করে। চাঁদগালা সুরাতে গলাইয়া রঙ করিলে একপ্রকার বার্ণিস প্রস্তুত হয়, তাহা পিতলে মাখাইলে আর মরিচা ধরে না। অনেক বাসনে ইহা ব্যবহার হয়। চাঁদগালা সুরাতে গলাইয়া ও তৈল মিশ্রিত করিয়া ফরাসী-পালিস প্রস্তুত হয়। চাঁদগালা, তার্পিন তৈল এবং রঞ্জন দিয়া গালার বাতী প্রস্তুত হয়। গালাতে তার্পিন তৈল না থাকিলে তাহা শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গুঁড়া গুঁড়া হইয়া যায়। সিন্দুর মিশাইয়া লাল গালা এবং এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়া মিশাইয়া কাল গালার বাতী তৈয়ার হয়।

মোম মৌমাছিদের শরীর বিনির্গত আঠার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদ্বারা তাহারা চাক নির্ম্মাণ করে এবং অতি পরিষ্কার ষড়স্র গহ্বর গুলি সূক্ষ্ম অথচ শক্ত করিয়া গঠন করে। মধুর সহিত লালা দিয়া ইহা তৈয়ার হয়। মৌমাছিদের গায় চাকা চাকা যে অঙ্গুরীয় আছে, তাহার মধ্যেই মোম সঞ্চয়ের থলিয়া থাকে। মাংসপেশীর পেষণ দ্বারা তলপেট ইহতে ইহা বাহির করে। মৌমাছির উপর পেটে মধু সঞ্চিত থাকে।

মৌমাছিরা কচিপাতার কুঁড়ি হইতে আর একপ্রকার আটা সংগ্রহ করে, তদ্দ্বারা চাকের ফাটা ফুটা যুড়িয়া থাকে।

মোমের স্বাভাবিক বর্ণ হরিদ্রা, মনুষ্য শিল্পকৌশলে তাহা শ্বেতবর্ণ করিয়া থাকে। মোমের দ্বারা বাতী, প্রলেপের ঔষধ প্রস্তুত হয় এবং নানাবিধ ফুল, ফল, জন্তুর আকার ও মনুষ্যের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। সে সকল শিল্পজাত এত সুন্দর হইয়া থাকে যে, স্বাভাবিক পদার্থ বলিয়া ভ্রম জন্মে।

মধু নানাবিধ ফুল হইতে সংগৃহীত হয়। মৌমাছিদিগের

প্রজাপতির ন্যায় এক প্রকার শুঁড় আছে, পুষ্পকোষে তাহা ডুবাইয়া দিয়া মধু সংগ্রহ করে। পরে তাহাদিগের শরীরস্থ মধুভাণ্ড নামক থালীতে তাহা রাখে। ইহারা কতক মধু পান করিয়া জীবন ধারণ করে এবং কতক উগরাইয়া চাকের ছিদ্র পূর্ণ করে। এই উচ্ছিষ্ট মধুই মনুষ্যগণ ব্যবহার করিয়া কত উপকার লাভ করে! মধু আহার এবং ঔষধ উভয়েরই কার্য্য করে। চিনি প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ইউরোপে মধুরই ব্যবহার ছিল।

আমাদিগের দেশে মৌলেরা জঙ্গল হইতে মৌচাক ভাঙ্গিয়া মধু সংগ্রহ করে। অনেক স্থানে পাহাড়ে মৌচাক হয়। ইউরোপে সিসিলি দ্বীপের হিবলা এবং গ্রীসের হিমিটস পর্ব্বতের মধু অতি উৎকৃষ্ট মধু বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থসকলে বর্ণিত আছে। এই পর্ব্বতদ্বয়ে সুগন্ধি গুল্ম ও বনপুষ্প অনেক পরিমাণে জন্মিত, এইজন্য মধুর গুণও উৎকৃষ্ট হইত। এখন ফ্রান্সের নার্ব্বন ও ইটালীর চামুনী নামক স্থান হইতে উৎকৃষ্ট মধু প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট মধুর বর্ণ পরিষ্কৃত সোণার বা নূতন খড়ের বর্ণের ন্যায়। মধু যত পুরাতন হয়, তত রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হইতে থাকে।

এক প্রকার মক্ষিকা পদ্মেতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাক নির্ম্মাণ করে, তাহা হইতে পদ্মমধু পাওয়া যায়। ইহা অতি সুগন্ধ এবং চক্ষুর পীড়াদির পক্ষে অতিশয় উপকারী।

উপন্যাস।

দেশহিতৈষিণী রমণী।

(৩৪২ পৃষ্ঠার পর।)

এই পল্লীগ্রামে শিক্ষিত লোক অতি অল্প ছিল, অধিকাংশের মন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। সত্যবতী গ্রামস্থ লোকদিগের ধর্ম্মে শিথিল ভাব দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং সত্যধর্ম্মের জ্যোতি লোকের মনে বিকীর্ণ করিবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিজ

বারে গ্রামের মধ্য ভাগে তিনি একটী বক্তৃতা গৃহ প্রস্তুত করাইলেন এবং নিজে সেই স্থানে প্রতিদিন নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। গ্রামের অনেক লোক প্রতিদিন এই স্থানে আগমন করিত এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া চরিতার্থ হইয়া যাইত। স্ত্রীলোকেরা প্রায় তাঁহার বাটীতে গিয়া শিক্ষা করিতেন। কতিপয় মহিলা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহার মতস্থ হইলেন। এই সময় গ্রামের জমীদার স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির পথে কণ্টক হইয়া উঠিলেন এবং বক্তৃতা বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি কতকগুলি লোককে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে এই বলিয়া দিলেন "যদি সে রমণী আজ বক্তৃতা করে, তাহাহইলে তোরা তাঁহাকে আমার নিকট বাঁধিয়া আনিবি।" বেতনভোগী ভৃত্যেরা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিল। অপরাহ্নে সত্যবতী সেই স্থানে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। জমীদার প্রেরিত লোকেরা সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইল। সত্যবতীকে বন্ধন করা দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহার অগ্নিময় বক্তৃতা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে দিতে চলিয়া গেল। জমীদারের এই চেষ্টা বিফল হইলে তিনি সত্যবতীকে অজ্ঞাতসারে দগ্ধ করিবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য তিনি একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় কতকগুলি কুপ্রবৃত্তি উত্তেজক চাটুকার সমভিব্যাহারে নিজ উদ্যানস্থ একটী নিভৃত গৃহে প্রবেশ করিলেন। এই গৃহটীর পূর্ব্বদিকের গবাক্ষদ্বার উন্মুক্ত ছিল এবং ইহার পার্শ্ব দিয়া লোক যাতায়াতের একটী ক্ষুদ্র পথ ছিল। এই সময়ে একটী ভদ্র পথিক আতপতাপে উত্তপ্ত ও তৃষিত হইয়া এই দিকে আসিতে ছিলেন। তিনি এই গৃহটীর পার্শ্বস্থ সরোবরের জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবেন ভাবিয়া এই পথে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গবাক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে 'সত্যবতী' এই অস্ফুট নাম তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ইনি একটী বালিকা বিদ্যালয়ের পণ্ডিত,

সংবাদপত্রে এই গ্রামস্থ সত্যবতীর গুণের কথা পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে একটী ঔষধ আনিবার জন্য যাইতে ছিলেন। তিনি অতি মনোযোগী হইয়া গৃহমধ্যে যে যে কথা হইতে ছিল তাহা শ্রবণ করিলেন এবং যে রমণীর প্রাণবিনাশের চক্রান্ত হইতেছিল, তাহাকে কিরূপে রক্ষা করিতে পারেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৃষ্ণা নিবারণ করা দূরে থাকুক, তিনি প্রথমতঃ এই রমণীর বাটী অন্বেষণে অগ্রসর হইলেন। অপরাহ্নে সত্যবতীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে মন্ত্রণার আদ্যোপান্ত জ্ঞাত করিয়া কহিলেন, যে আজ হইতে তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার সময় জমীদারের লোকেরা আপনার গৃহে অগ্নিপ্রদান করিবে। সত্যবতী শুনিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং আগন্তুককে কৃতজ্ঞতা সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার আগমনের অন্য কারণ আছে, কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। পথিক কহিলেন আমার বন্ধুর উৎকট রোগ হইয়াছে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমাকে এক্ষণেই গমন করিতে হইবে। এখনও দশ ক্রোশ যাইতে হইবেক, তবে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইব। সত্যবতী তাঁহার বন্ধুর রোগের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার নিকট যে সকল ঔষধ ছিল, তাহা হইতে ঐ রোগের ঔষধ পথিককে প্রদান করিলেন এবং সেবনের ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন। পথিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলেন। রমণী প্রার্থনা কার্য্য সমাপন করিয়া নিদ্রা গেলেন।

সত্যবতী গ্রামস্থ লোকদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন এবং চিকিৎসা করিতেন। লোকে তাঁহাকে যে সময়ে ডাকিত, তিনি সেই সময়ে যাইতেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে একটী দাসী থাকিত। এক দিবস প্রত্যূষে তিনি নিজবাটী হইতে এক ক্রোশ অন্তরে এক গৃহস্থের বাটীতে একটী রোগী দেখিতে গেলেন। এই রোগীর রাত্রি একটার সময় জ্বর আইসে এবং সেই সময়ে তাহার

বিকার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই সময়ে রোগীকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা না করিলে ইহাঁর ঔষধ ব্যবস্থা করা বিধেয় নহে। সত্যবতী এই বিবেচনা করিয়া সেই গৃহস্থের কর্ত্তাকে কহিলেন'আমি অদ্য রাত্রি ১ টার সময় আসিয়া ইহাঁর ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিব। এই বলিয়া তিনি নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, তখন তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিলেন এবং পরিচারিকা সঙ্গে ঔষধের বাক্স লইয়া বাটী হইতে নির্গত হইলেন। শীতকাল। আকাশ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। চারিদিকে অন্ধকার। শীতল বাতাস হুহু করিয়া বহিতেছে। দ্বিপ্রহর রাত্রি, সকলে সুষুপ্ত, একটী লোকের রব নাই, মধ্যে মধ্যে কেবল কুকুর শৃগালের বিকট চীৎকার শ্রুতিগোচর হইতেছে। তাঁহার দাসী ভূতের ভয়ে কাঁপিতেছে এবং তাঁহাকে ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য কাঁদিয়া অনুরোধ করিতেছে। সত্যবতী দাসীকে সান্ত্বনা করিতে করিতে ও উপদেশ দিতে দিতে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। লোকের উপকার করিবার ইচ্ছা যেন তাঁহার সমস্ত শরীর উষ্ণ করিতে লাগিল। কিয়ৎদূর গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে তিনি অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিলেন এবং যে দিক্ হইতে সেই শব্দ আসিতেছিল সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। পরে যে বাটী হইতে সেই ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, সেই বাটীর দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে গৃহিণীর মধ্যম পুত্রটী মৃত্যু শয্যায় শয়ান।

গৃহিণী তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন "মা, এখন এসে আর কি করিবে—আমার শরৎ আর নাই!" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সত্যবতী রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তাহার প্রাণবায়ু এখনও বিনির্গত হয় নাই এবং বাঁচিবার অনেক সম্ভাবনা আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বাক্স হইতে ঔষধ দিয়া বলিলেন "আমি ফিরিয়া আসিবার সময় ইহাঁকে পুনরায় দেখিয়া যাইব। সত্যবতী তাঁহার পুত্রের রক্ষার জন্য জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা

করিলেন। পরে তিনি পূর্ব্বোক্ত রোগীর আলয়ে যথা সময়ে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে ঔষধ পত্র দিয়া পুনরায় শেষোক্ত রোগীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে গৃহিণীর পুত্রটী অনেক সুস্থ হইয়াছে। ঈশ্বরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া প্রত্যুষে তিনি নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অদ্য জমীদারের লোকদ্বারা তাঁহার গৃহে অগ্নি প্রদানের কথা। এ বিষয় অবগত হইয়াও কিপ্রকারে এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন ইহা একবারও মনে ভাবিলেন না। দয়াময় জগদীশ্বরের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, কিন্তু তখনও তিনি পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ করিলেন না। এদিকে জমীদারের লোকেরা তাঁহার গৃহে অগ্নি প্রদান করিল। সেই সময়ে বাতাস বহিতেছিল না, এই জন্য অগ্নি শীঘ্র প্রজ্বলিত হয় নাই। জমীদার প্রেরিত লোকেরা আকাশে মেঘ নাই, অতএব বৃষ্টির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে চলিয়া গেল। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! কতিপয় মুহূর্ত্তপরে পশ্চিম দিক্ হইতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। অগ্নিও নির্ব্বাণ হইয়া গেল। দয়াময় জগদীশ্বরের কি মঙ্গলময় ইচ্ছা! যাহারা তাঁহাকে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকেন, আত্মা তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকেন তিনি তাহাদিগকে সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। সত্যবতী জগদীশ্বরের ঈদৃশ আশ্চর্য্য দয়া দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতে লাগিলেন। জমীদার দ্বিতীয় চেষ্টাও বিফল হইল দেখিয়া অন্য উপায় উদ্ভাবনে নিরস্ত হইলেন এবং স্বয়ং বক্তৃতা স্থানে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনিও অতি উৎসাহের সহিত প্রত্যেক লোককে সেই স্থানে আসিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সত্যবতী একদিন স্বতঃ জমীদারের নিকট একটী ধর্ম্ম সমাজ, একটী

ইংরাজি বিদ্যালয় এবং একটী অতিথিশালা নির্ম্মাণের জন্য আবেদন করিলেন। জমীদার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই তিনটী বাটী নির্ম্মাণের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন এবং দেশের যুবক যুবতীর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তিনি যে উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহাতেই সাহায্য দান করিতে লাগিলেন। একা সত্যবতীর উৎসাহে ও অধ্যবসায়ে একটী ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশের আশ্চর্য্য উন্নতি হইল! দয়াময় জগদীশ্বরের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া যে ব্যক্তি সাধুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার সে কার্য্য সফল হইবেই হইবে।

গৃহকার্য্য।

একজন ইংরাজ যত দরিদ্র হউন না কেন, তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলে দুদণ্ড বসিতে ইচ্ছা হয় এবং সমস্ত জিনিষপত্র কেমন সুন্দর ও সুসজ্জিত দেখা যায়। ইংরাজ পরিবার একটী কুটিরে বাস করিলেও সেটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহার চারিদিকের স্থান পরিষ্কার করিয়া সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ বা লতা বৃক্ষ রোপণ করে এবং তাহা দেখিলে কুঞ্জবনস্থ একটী মনোহর গৃহে আসিলাম বোধ হয়। এইরূপ গৃহের পারিপাট্য এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ স্থানের সুসজ্জা দ্বারা কেবল দর্শকদিগের চক্ষু আমোদিত হয় তাহা নহে, ইহাদ্বারা গৃহস্থ পরিবারবর্গ অধিক সুস্থ ও সুখী হয় এবং সকল কার্য্য অতি সহজে ও সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর গৃহে ইহার কি বিপরীত ভাব! বাঙ্গালী ধনী হইলেও কিরূপে সুখে বাস করিতে হয়, জানেন না, তাঁহার গৃহের চারিদিক্ অপরিষ্কার, জিনিষপত্র সকলের বিশৃঙ্খল অবস্থা। স্নানের সময় গামোছার প্রয়োজন হইলে বা রাত্রিকালে একটী দেয়াশলাই জ্বালিতে হইলে দুই দণ্ড হাতড়াইতে হয়। সন্তানাদির কোন না কোন পীড়া লাগিয়া আছে। সময়ে আহার, শয়ন প্রভৃতির সুব্যবস্থা কিছুতেই হইয়া উঠে না।

গৃহের বহির্দ্দেশ এবং বৈটকখানা ঘর লোক দেখাইবার জন্য যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, অন্তঃপুর যেখানে অধিকাংশ সময় পরিবারবর্গ জীবনধারণ করিয়া থাকে, সে স্থান ন্যক্কারজনক বা আবর্জনাপূর্ণ হইয়া থাকে। পরিষ্কার থাকিবার এবং সকল বস্তুর সুব্যবস্থা করিবার রুচির অভাবেই বাঙ্গালী গৃহের এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা। প্রাচীন কালে ধর্ম্মার্থে শুদ্ধাচারের প্রতি বাঙ্গালী গৃহস্থদিগের অধিক দৃষ্টি ছিল এবং তাহাতে তাঁহারা অনেকটা পরিষ্কার থাকিতেন। দুঃখের বিষয়, অধুনা বাহ্যাডম্বর এবং সহজ লভ্য সুখের প্রতি আমাদিগের ও আমাদিগের পরিজনবর্গের যেরূপ দৃষ্টি পড়িয়াছে, শুদ্ধাচারিতা এবং মানসিক প্রকৃত সুখের প্রতি তত পড়ে নাই। প্রাচীন বাঙ্গালী গৃহস্থদিগের বংশধর ও কুলবধূগণ এখন যে অধিক শ্রমকাতর, অলস, ও স্বেচ্ছাচারী হইয়াছেন, ইহার উদাহরণ ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যায়। নব্য বাঙ্গালী গৃহস্থগণ প্রাচীনদিগের কুসংস্কার পরিত্যাগ করুন, কিন্তু তাঁহাদিগের শুদ্ধাচারিতার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিবেন না। পাশ্চাত্য জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারা তাহার গুণভাগ গ্রহণ করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা আপনাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিয়া অধিক সুখী হইতে পারেন, ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমরা অতঃপর আমাদিগের পাঠিকাগণের বিবেচনার্থ গৃহকার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি সামান্য সামান্য কথা বলিব, আশা করি তাঁহারা তাহা অগ্রাহ্য করিবেন না।

ন্যায়বান্ সাধুর বিবরণ।

বোখারা নগরের নীচে আইন নামে এক স্রোতস্বতী নদী প্রবাহিত ছিল। সেই নদীতটে এক সাধু বাস করিতেন। এক দিন হঠাৎ নদীতে একটী ফল ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, আমি গ্রহণ না করিলে ফলটী বৃথা নষ্ট হইয়া যাইবে, অতএব আমি ইহা

গ্রহণ করি। ফলটী উত্তোলন করিয়া ভক্ষণ করিলেন। কিন্তু ভক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে গভীর অনুতাপ উপস্থিত হইল—"হায়! আমি কাহার ফল বিনা অনুমতিতে ভক্ষণ করিলাম, কার্য্যটী ভাল কি মন্দ, তাহাও একবার চিন্তা করিলাম না। ধিক্ আমার লোভে। ফলাধিকারী ক্ষমা না করিলে আমার আর নিস্তার নাই।" ইহা চিন্তা করিয়া যে দিক্ হইতে ফল ভাসিয়া আসিয়াছিল, নদীর তীর দিয়া সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর গমন করিয়া দেখিলেন সম্মুখে একটী প্রশস্ত উদ্যান এবং তিনি যে ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন সে ফলের বৃক্ষও প্রচুর পরিমাণে দর্শন করিলেন। তখন সেই উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্যান রক্ষককে বলিলেন, মহাশয়! আমি আপনার একটী ফল বিনানুমতিতে ভক্ষণ করিয়াছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন্। মালী বলিল মহাশয় এ উদ্যান আমার নহে, কাহার উদ্যান তাহাও জানি না। এ বাগানের দারগা অন্য এক বাগানে থাকেন। আপনাকে ক্ষমা করিতে আমার ক্ষমতা নাই। মালীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অনুতপ্ত সাধু নিতান্ত ব্যাকুল মনে দ্বিতীয় উদ্যানে গমন করিয়া উদ্যানের দারগার নিকট সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। দারগা বলিলেন মহাশয়! আমি এই ফলের অধিকারী নহি। আমি একজন ভৃত্য, উদ্যানের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকি। যাঁহার এই উদ্যান, তিনি বল্‌খ নগরে অবস্থিতি করেন। তাঁহার বস্তু ভক্ষণ করিয়াছ, তিনিই ক্ষমা করিতে পারেন, আমার ক্ষমা করিবার অধিকার নাই।

সাধু এইকথা শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন এখন কি করি? কিন্তু ক্ষমা না পাইলে নিশ্চয়ই নরকে যাইতে হইবে, নরক হইতে বল্‌খ কিছু অধিক দূরবর্ত্তী নহে। ইহা বলিয়া বল্‌খ নগরে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে বল্‌খ নগরে উপনীত হইলেন। অনেক অন্বেষণ করিয়া সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইলেন এবং সাধু তাঁহার নিকট সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিলেন। বল্‌খ নিবাসী বলিলেন মহাশয়

ঐ উদ্যানটি আমার ক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে, এখনও তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয় নাই। ঐ উদ্যানের যিনি প্রকৃত অধিকারী, তাঁহার নিবাস কুর্ম্মা নগরে। সাধু ইহা শ্রবণানন্তর কুর্ম্মা নগরে যাত্রা করিলেন। বহুদিন ভ্রমণ করিতে করিতে কুর্ম্মানগরে উপস্থিত হইলেন। কুর্ম্মা অতি বিস্তীর্ণ নগর। সেখানে অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করা কঠিন ব্যাপার। সাধু দ্বারে দ্বারে জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—আইন নদীতীরে কাহার উদ্যান আছে। নগরবাসীগণ উন্মাদ মনেকরিয়া পরিহাস করিতে লাগিল। অবশেষে সাধুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি উদ্যান অধিকারীর সাক্ষাৎ পাইলেন। উদ্যান অধিকারী মণি মুক্তাদির বাণিজ্য করিয়া থাকেন। সাধু বণিকের নিকটবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন করিলেন, বণিকও সাধুকে অভিবাদন পূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয় আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? সাধু আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। বণিক শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! এ ব্যক্তি একটী ফলের জন্য ছয়মাসের পথ ভ্রমণ করিয়া কুর্ম্মানগরে উপস্থিত হইয়াছে। ইহার ন্যায় প্রকৃত সাধু অতিবিরল। এইরূপ চিন্তা করিয়া সাধুকে বলিলেন "মহাশয়! আমার গৃহে আগমন করুন্। আপনি আমার অতিথি। বণিক সাধুকে গৃহে লইয়া গিয়া অতিসমাদরে বিবিধ খাদ্য বস্তু প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "মহাশয়। এসমস্ত বস্তু আপনার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছে। আপনি আহারাদি করিয়া বিশ্রাম পূর্ব্বক শ্রান্তিদূর করুন।" সাধু বলিলেন "আমি না বলিয়া যে ফল ভক্ষণ করিয়াছি তাহার অপরাধ ক্ষমা না করিলে আমি আপনার গৃহে ভোজন করিতে পারি না।" বণিক বলিলেন তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই, আপনি ভোজন করুন। সে উদ্যান আমার কন্যার, আমি অনুরোধ করিলে কন্যা অবশ্যই ক্ষমা করিবে। সাধু আহ্লাদিত হইয়া আহার করিলেন। আহারান্তে বণিক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং সহধর্ম্মিণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, দেখ এক

পরমসুন্দর যুবাপুরুষ আসিয়াছে, সাধু সচ্চরিত্র আমি এরূপ লোক আর দর্শন করিনাই। আমার নিতান্ত অভিলাষ যে আমার গুণবতী রূপবতী কন্যাকে এই সুপাত্রে সম্প্রদান করি, আমার কন্যা কুমারী অবস্থায় গৃহে রহিয়াছেন। এমন সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে। পরে সদাগর ঐ সাধু যুবার ন্যায়পরতার বিষয় পত্নীর নিকট ব্যাখ্যা করিলেন। বণিকপত্নী পতির মুখে এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! এই ফকিরের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিবে?" তুমি কুর্দ্দানগরে একজন প্রধান ধনী তোমাকে সর্ব্বসাধারণে সম্ভ্রম করিয়া থাকে। আমার কন্যা রূপে গুণে অনুপমা, আকাশের চন্দ্রের সহিতও কন্যার রূপের তুলনা হয় না। আর তুমি যাহার কথা বলিতেছ, সে ব্যক্তি অজ্ঞাত কুলশীল; তাহার একটী কার্য্য দেখিয়াই তাহাকে সাধু বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, আর আর কার্য্য কিরূপ তাহা কি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ?" বণিক বলিলেন "যেমন একটী অন্ন পরীক্ষা করিলে সমস্ত অন্ন বুঝিতে পারাযায়, তদ্রূপ মনুষ্যের একটী মাত্র সদ্‌গুণ দর্শন করিলেই সমস্ত গুণ অনুভব করা যায়। যে ব্যক্তি একটী মাত্র ফল জলস্রোতে লাভ করিয়া ভক্ষণ করতঃ অনুতপ্তহৃদয়ে দ্বারে দ্বারে ক্ষমার জন্য ভ্রমণ করিতেছে, তাহার জীবন কখনই মন্দ হইতে পারে না। মনুষ্যের ধন ও রূপ এবং মানসম্ভ্রম চিরস্থায়ী হয় না, কিন্তু মানবের সাধুতা তাহার নিত্যসঙ্গী। এ পাত্রকে কখনই অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। ইহা বলিয়া বণিক বহির্ব্বাটীতে আগমন পূর্ব্বক সাধুকে বলিলেন, মহাশয়! যদি আমার কন্যাকে আপনি বিবাহ করেন, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই ক্ষমা পাইবেন। কিন্তু আমার কন্যার তিনটী দোষ আছে। প্রথম অন্ধ, দ্বিতীয় বধির, তৃতীয় হস্তভগ্ন। এই তিনটী মাত্র দোষ। সাধু শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন কি করি? এই অঙ্গহীনা কন্যাকে বিবাহ করিলে চিরদিন কষ্ট পাইতে হইবে। অথচ ক্ষমা প্রাপ্ত না হইলে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

অতএব অঙ্গহীনা কন্যা বিবাহ করিয়া নরক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। মুক্তকণ্ঠে বণিককে বলিলেন মহাশয়! যদি আপনার কন্যা আমাকে ক্ষমা করেন, তাহা হইলে তাঁহার যত দোষই থাকুক না কেন, আমি তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছি।

বণিক মহানন্দে বিবাহের আয়োজন করিয়া শুভলগ্নে শুভক্ষণে সাধু যুবাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পরে সাধুযুবা শয়ন গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় পত্নীর অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অধোবদনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কন্যা তদ্দর্শনে ভীতা হইয়া মাতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ঐ অবস্থা ব্যক্ত করিলেন। বণিক্‌পত্নী জামাতাকে বলিলেন বৎস! তুমি এত কাতর হইয়াছ কেন? তোমার কি শিরঃপীড়া হইয়াছে? অথবা অন্যকোন উপদ্রব ঘটিয়াছে? সাধু বলিলেন মাতঃ! আমার কোন পীড়া হয় নাই। সদাগর মহাশয়কে আমি অতি সচ্চরিত্র অবগত হইয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তিনি আমার সহিত প্রতারণা করিয়াছেন। বণিকপত্নী বলিলেন কি প্রতারণা করিয়াছেন? সাধু বলিলেন কি আশ্চর্য্য! সদাগর মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কন্য অন্ধ, বধির, খুলা; এখন দেখিতেছি, তাঁহার কন্যা অন্ধও নহে, বধিরও নহে, খুলাও নহে—পরমাসুন্দরী। আমার নিকট এরূপ মিথ্যা বলিবার কারণ কি? এতৎশ্রবণে বণিক্‌পত্নী বলিলেন আমার পতি প্রাণান্তেও মিথ্যা বলেন না। সত্যই তাঁহার ব্রত। তিনি অতি পুজনীয় ব্যক্তি। আমি তাঁহার স্ত্রী বলিয়া এ কথা বলিতেছি না। নগরের সমস্ত লোক তাঁহাকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া জানে। অতএব তিনি কখনই মিথ্যা বলেন নাই। আমার কন্যা চক্ষুতে অন্যপুরুষ এপর্য্যন্ত দর্শন করে নাই, এজন্য তাহাকে অন্ধ বলা হইয়াছে। আর এ তোমাকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে, অন্ধভিন্ন সেরূপ প্রশ্ন করা অসম্ভব। কন্যা সংসারের অন্যকথা শ্রবণ করে নাই, এজন্য তাহাকে বধির বলা হইয়াছে। ঈশ্বর বিধির বিরুদ্ধে ইহার হস্ত কোন কার্য্য

করে নাই এজন্য সংসারী লোকের পক্ষে ইহাকে স্থূলা বলা হইয়াছে। এই সমস্ত কথা শুনিয়া সাধু আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া ভক্তিভাবে পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে অবনতমস্তকে বারম্বার প্রণিপাত করিলেন। তখন তিনি এই দৈব বাণী শ্রবণ করিলেন—"হে মানব! যদি ন্যায় পথে স্থির থাক, জীবনে অশেষ পুরস্কার ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে।" যে দেশে যে পরিবারে ন্যায়বান্ লোক বাস করেন, সে দেশ সে পরিবার সুখের স্থান হয়। বাল্যকাল হইতে ন্যায় পরতাকে রক্ষা না করিলে ন্যায়পরতা তেজস্বিনী থাকে না। আমাদিগের দেশের ছোট ছোট বালক বালিকা গণ, অন্যলোকের উদ্যানে ঢিল মারিয়া কুল আম পাড়িয়া খাইয়া থাকে। এ সকল ব্যবহারকে অত্যন্ত দূষণীয় কার্য্য বলিয়া পিতা মাতা সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া দিবেন, তাহা হইলে ন্যায়পরতা রক্ষা পাইতে পারে। বিশেষতঃ মাতার দৃষ্টান্ত বালক বালিকা দিগের বিশেষ অনুকরণীয়। মাতা সাবধান না থাকিলে সন্তান সন্ততির স্বভাব নষ্ট হইয়া যায়। প্রতিবেশীর প্রতি, দাস দাসীর প্রতি,আত্মীয় স্বজনের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা পালন না করা অন্যায়। অন্যের বস্তু না বলিয়া গ্রহণ করা অন্যায়, অন্যের প্রাপ্য বস্তু তাহাকে প্রদান না করা অন্যায়। এই সমস্ত বিষয় বাল্যকাল হইতে অভ্যাস থাকিলে প্রতি পরিবারে সাধু সচ্চরিত্র লোক দর্শন করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ পরিবারে বালক বালিকা দিগকে উপেক্ষা করা হইয়া থাকে। এই আখ্যায়িকায় সাধুকে দেখিয়া বণিক যেমন মুগ্ধ হইয়া ছিলেন, সেইরূপ পবিত্র জীবন না হইলে মানব জীবনের শোভা সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না।

হে পাঠিকা ভগ্নীগণ! স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা তোমাদিগের অলঙ্কার নয়। ন্যায় সত্য দয়া দাক্ষিণ্য লজ্জা পবিত্রতা ঈশ্বরভক্তি এই সমস্ত অমূল্য স্বর্গীয় আভরণ ঈশ্বর তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা পরিধান করিলেই লোকে সাধ্বী ও সতী বলিয়া সম্ভ্রম করিয়া থাকে। ভগ্নীগণ! স্বর্গীয় রত্ন পরিধান কর, তোমাদের

শোভায় গৃহ আলোকিত হইবে, পিতামাতা পতি পুত্রের মুখ উজ্জল হইবে। সর্ব্বদা ন্যায় দণ্ড হস্তে লইয়া ভ্রমণ করিবে। ন্যায় দণ্ড স্পর্শ মাত্র যাহা ভষ্ম হইয়া যাইবে, তাহাই জানিবে অসৎ। ন্যায় দণ্ড হস্তে থাকিলে কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে হয় না। এজন্য সর্ব্বতো-ভাবে ন্যায়পরতাকে রক্ষা করিবে। উপরে যে আখ্যায়িকা লিখিত হইল, ইহা মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। ইহাতে অনেক অত্যুক্তি দোষ আছে, সুতরাং গল্পটী কল্পিত বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু কল্পিত হইলেও ইহা যে একটী লোকের মনের উন্নত ভাবের বিকাশ, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব ভগ্নীগণ! ঐ সাধু যুবার ন্যায় আমরা যেন সকলেই অতি] সামান্য ঘটনাতেও ন্যায়পরতাকে রক্ষা করিয়া জীবনকে পবিত্র রাখিতে পারি।

কৌতুক কথা।

ইংলণ্ডের এক সময়ের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা অলিবার ক্রম-ওয়েলের সহিত একটী রমণীর তর্ক বিতর্ক হয়। ক্রমওয়েল বলেন বাগ্মিতা হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, রমণী বলেন ইহা বাল্যকাল হইতে অভ্যাসের ফল। ক্রমওয়েলের মতে হৃদয় যখন ভাবপূর্ণ হয়, তখন বক্তৃতাশক্তি নদী স্রোতের ন্যায় আপনাআপনি স্ফুরিত হয়, উৎকৃষ্ট শব্দ বিন্যাস যোগাইয়া থাকে, চেষ্টালব্ধ বক্তৃতা ইহার সহিত তুলনায় কিছুই নহে। বিতণ্ডায় স্ত্রীলোকটী আপনার কোটি কিছুতেই ছাড়িলেন না, সুতরাং জয়লাভ করিলেন। কিন্তু ক্রমওয়েল বলিলেন, আমি আপনাকে এক সময় আমার মতে আনিব, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

কিছুদিন পরে এই রমণীর স্বামী হঠাৎ বিদ্রোহাপরাধী বলিয়া ধৃত ও কারা নিক্ষিপ্ত হইলেন। এই সংবাদে রমণী উন্মত্তার ন্যায়

হইলেন। তিনি ব্যাকুল হইয়া তৎক্ষণাৎ ধাবমান হইলেন এবং ক্রমওয়েলের দেহরক্ষকদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার নিকটস্থ ও পদতলে নিপতিত হইলেন। সেই সঙ্গে সকরুণ হৃদয়-বিদারক বক্তৃতা করিয়া স্বামীর নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ ও জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ক্রমওয়েল কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিলেন। অবশেষে রমণী শোকাবেগের আতিশয্য এবং বক্তৃতা-জনিত ক্লান্তি বশতঃ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ক্রমওয়েলের প্রচণ্ড মুখমণ্ডলে তখন হাস্য ফুটিল এবং তিনি তাঁহার স্বামীর মুক্তিদানের আদেশ করিয়া বলিলেন "হৃদয়ের উচ্ছাসের যে পরিত্রাণপ্রদ শক্তি আছে এ বিষয়ে সে দিবস আপনার ও আমার মধ্যে তর্ক হইয়া ছিল। কিন্তু উপস্থিত ঘটনা যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বোধহয় আমার মতে সায় দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না।"

এক চোর একটী মূল্যবান্ সুন্দর ঘড়ী চুরি করিয়া এক পাদরীর নিকট অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক বলিতেছে "মহাশয়! আমি নরাধম পাতকী, পরস্বাপহরণ করিয়াছি, ইহাতে হৃদয়ে বড় গ্লানি হইতেছে, অতএব এ চোরা দ্রব্য মহাশয় গ্রহণ করুন্।" পাদরী কোন মতেই লইতে চাহিতেছেন না, যত সে অনুনয় করিতেছে, ততই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন "মহাপাতকী! তোর চোরা দ্রব্য আমাকে দিয়া আমাকেও পাপের ভাগী করিতে চাস্, এ তোর বড় দুঃসাহস, আমি উহা স্পর্শ করা দূরে থাকুক, উহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিব না। এই বলিয়া তিনি চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত করিলেন। চোর তথাপি ছাড়িতেছে না, বলিতেছে মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ইহা লউন, আমি পাপ হইতে মুক্ত হই। আর যদি একান্ত না লন, বলুন এ পাপ হইতে কিরূপে উদ্ধার পাই। পাদরী বলিলেন "বাপু! যাহার দ্রব্য, তাহাকে ফিরাইয়া দেও, তাহা হইলেই তোমার পাপ বিমোচন হইবে।" চোর বলিল মহাশয়! আমি ফিরাইয়া দিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি

লন নাই। পাদরী বলিলেন "পুনরায় তাঁহার নিকট গিয়া ভাল করিয়া বল, তিনি গ্রহণ করিবেন।" চোর বলিল "মহাশয় তাহা কি আমি বাকী রাখিয়াছি, আমি পুনঃ পুনঃ তাঁহার কাছে অনুনয় করিয়া বলিয়াছি, সাধ্যসাধনা পূর্ব্বক অনুরোধ করিয়াছি, তিনি কিছুতেই লইবেন না, বরং দিতে গিয়াছি বলিয়া আমার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়াছেন।" পাদরী বলিলেন "যদি এরূপ হয়, তবে তুমি এ জিনিষ আপনি লইয়া রাখ, ইহাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ হইবে না।" 'তবে এ জিনিষ আমি লইয়া রাখি, ইহাতে আমার কিছুমাত্র দোষ হইবে না, এই বলিয়া চোর ঘড়ীটী লইয়া প্রস্থান করিল। পাদরী সাহেবও পাপকে বিদায় করিতে পারিয়াছেন বলিয়া পরমসুখে চক্ষু উন্মীলন করিলেন। কিন্তু পরে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া দেখেন, তাঁহার স্বর্ণ ঘড়ী কোথায়ও পাওয়া যাইতেছে না। চোর সেইটী লইয়া প্রস্থান করিয়াছে!!

আমেরিকা আবিষ্কার।

(১৯৩ সংখ্যা ৩০৪ পৃষ্ঠার পর)।

রোমের অধঃপতনের পর ইউরোপ খণ্ডে ইটালিতেই সর্ব্ব প্রথমে উন্নতির লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। ক্রমে ঘটনাস্রোতে পড়িয়া ইটালির নগর সকল স্বাধীনতা লাভ করিতে আরম্ভ করিল। যেখানে স্বাধীনতা সেইখানেই মানব প্রকৃতির বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল নগরের অধিবাসীদিগের পরিশ্রমশীলতা, উদ্যম, ও অন্যান্য ভাব নিচয়ের উন্নতি হইতে লাগিল। যে বিদেশীয় বাণিজ্যস্রোত এতদিন নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা পুনরায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভিনিস, জেনোয়া, পীসা প্রভৃতি সামান্য নগর সকল বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ও বহুজনপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহাদের

পোত সকল জিব্রাল্টার অতিক্রম করিয়া স্পেন্, ফ্রান্স্, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের উপকূলে বাণিজ্যার্থ গমন করিতে লাগিল।

ইটালি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় একটী ঘটনা ইউরোপ ও পশ্চিম আসিয়াকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল। ইউরোপীয় খৃষ্টীয় জাতি সকল ঈশার জন্ম স্থান প্যালেষ্টাইনকে বিধর্ম্মী মুসলমান দিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রবল উৎসাহের সহিত সৈন্যসামন্ত লইয়া পশ্চিম আসিয়ায় যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে এরূপ যুদ্ধ বিগ্রহে বাণিজ্যের হানি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ স্থলে তাহা না হইয়া বরং বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। ভিনিস, জেনোয়া ও পাসার বণিক্‌গণ আপনাদের পোতে ঐ সমরযাত্রীদের সৈন্য সামন্ত ও খাদ্যাদি বহন করিয়া যে কেবল বিপুল অর্থ লাভ করিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহারা প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি নানাস্থানে বাণিজ্য করিবার অনেক সুবিধা লাভ করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগণের এই উপলক্ষে আসিয়ার দূরদেশ সকলে ভ্রমণ করিবার সুবিধা হওয়াতে কেহ বা ধর্ম্মপ্রচার মানসে, কেহ বা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য, কেহ বা কেবল কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য নানা স্থানে গমন করিতে লাগিল। বেঞ্জামিন নামক একজন ইহুদী কৃষ্ণসাগর ও কাস্পীয় সাগরের নিকটবর্ত্তী দেশ, চীন, তাতার, পূর্ব্বউপদ্বীপ ও ভারত সাগরীয় কোন কোন দ্বীপে ভ্রমণ করিয়া ১৩ বৎসরের পর মিসর দেশের পথ দিয়া ইউরোপে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রধান খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক পোপের অনুজ্ঞা ক্রমে দুই জন ধর্ম্ম প্রচারক বিজয়ী জঙ্গীস খাঁর পৌত্রকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পথে আনিবার জন্য তাতার দেশে গমন করিয়া ছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তাতার দেশীয় একজন খাঁ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এই মিথ্যা জনরবে বিশ্বাস করিয়া ফ্রান্সের সেণ্ট লুই তাঁহার নিকট দুইজন ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ করেন। মার্কো পোলো নামক একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভিনিসীয় বণিক্ নূতন দেশসকল আবিষ্কার

করিয়া তাহাদের সহিত বাণিজ্য সংযোগ স্থাপনের মানসে আসিয়ার নানা স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে চীনদেশে উপস্থিত হন। এই দেশ তখন ইয়োরোপীয় জাতিগণের নিকট ক্যাথে নামে পরিচিত ছিল। ইহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে সার্ জন্ মাণ্ডেভিল্ নামক একজন ইংরেজ মার্কো পোলোর দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া আসিয়ার নানা দেশে গমন করিয়াছিলেন। এই পর্য্যটকগণ নিজ নিজ ভ্রমণ বৃত্তান্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। তাঁহারা তখনকার অজ্ঞ লোকদের নিকট কত আশ্চর্য্য ও অসম্ভব গল্প বলিতেন। এইরূপে লোকের কৌতূহল প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে আরম্ভ হইল, লোকের চিন্তার সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হইতে লাগিল এবং অনেকের মনে পৃথিবীর দূরদেশ সমূহে ভ্রমণ করিবার বাসনা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল।

মনুষ্যের উন্নতির জন্য যখন যাহা আবশ্যক, ঈশ্বরের রাজ্যে তাহার অভাব থাকে না। সমস্ত ইউরোপ যখন পৃথিবীর কোথায় কি আছে জানিবার জন্য সমুৎসুক, আবাল বৃদ্ধ সকলের মধ্যেই যখন পর্য্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লইয়া আন্দোলন চলিতেছে, সেই সময়ে ১৩০২ খৃষ্টাব্দে নেপল্‌স রাজ্যে অমলফি নগরে ফ্লেভিও গিওইয়া কর্ত্তৃক চুম্বকের গুণ আবিষ্কৃত ও দিগ্দর্শন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইল। ইতি-পূর্ব্বে দিবসে সূর্য্য ও রাত্রিতে নক্ষত্রের অবস্থান দেখিয়া নাবিকগণ দিক্ নিরূপণ করিত। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে তাহাদের আর ভাবনার পরিসীমা থাকিত না; কত নাবিক এরূপ অবস্থায় দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া নানা বিপদে পতিত হইত। এই জন্য তাহারা সাহস করিয়া উপকূল ছাড়িয়া অধিক দূরে গমন করিতে পারিত না। দিগ্দর্শন যন্ত্র দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ হইবার উপায় হইল। ফলতঃ এই যন্ত্রের সাহায্যেই মনুষ্য সমুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর এবং পৃথিবীর সকল স্থান পর্য্যটন করিবার অধিকারী হইয়াছে। দিগ্দর্শনের শলাকা ক্রমাগত উত্তর দিকে ফিরিয়া থাকে; সুতরাং একটী দিগ্দর্শন সঙ্গে থাকিলে দিক্ নিরূপণের জন্য আর কোন চিন্তা

থাকে না। এই যন্ত্রের এত উপকারিতা সত্ত্বেও ইহার প্রথম সৃষ্টির পরে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা দ্বারা সমুদ্র যাত্রার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। উন্নতি না হইবার কারণও আছে। মানুষ সহজে পুরাতন অভ্যাস বা রীতি পরিত্যাগ করিয়া নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে যায় না। নূতন পথে চলিবার সময় মনে অভূতপূর্ব্ব আশঙ্কার উদয় হয়। ইহাও সম্ভব নয় যে, পাছে অন্যদেশীয় লোকে দিক্-দর্শনের সাহায্যে পৃথিবীর নানা স্থানে গমন করিতে শিক্ষা করে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবন্ধন ইটালীয়দের অর্থপ্রদ বাণিজ্যের কোনরূপ হানি হয়, এই ভয়ে ইটালীয়গণ দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব অন্যান্য জাতিদিগের নিকট হইতে গোপনে রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কম্পাসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার সাহায্যে সহজে দিক্-নিরূপণ করিয়া পোত পরিচালন করা, অনেক দিনের অভ্যাসের পর লোকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল। যে সকল নাবিক কখন ও উপকূল হইতে দূরে যায় নাই, তাহারা অল্পদিনেই এক সামান্য যন্ত্রের উপর বিশ্বাস করিয়া অকূল সমুদ্রের উপর দিয়া নির্ভয়ে গমনাগমন করিতে পারিবে, এরূপ আশা করা যায় না। হয় ত তাহাদের মনে হইত, 'যদি কিয়দ্দূর গিয়া, যখন আর উপকূল দেখা যাইবে না, এমন সময় কম্পাসের কাঁটা উত্তরাভিমুখে না থাকিয়া অন্যদিকে ফিরিয়া যায়, তবে ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইবে।' আমরা এখন তাহাদের এই আশঙ্কার কথা মনে করিয়া হাসিতে পারি; কিন্তু তখনকার অবস্থা স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে আমাদের হাস্যের আর কোন কারণ থাকে না।

নূতন সংবাদ।

১। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় অল্পদিন হইল রুসিয়ার সম্রাট আলেকজাণ্ডার অতি নিষ্ঠুর-রূপে হত হইয়াছেন। নিহিলিষ্ট

নামে এক সম্প্রদায় রাজার প্রাণনাশের জন্য অনেকবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এবার তাহাদিগের একজন রাস্তাতে বোম পুতিয়া রাখে। সম্রাট নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলে তাঁহার গাড়ীর নীচে এই বোম ফাটিয়া গিয়া একটীতে গাড়ী ভগ্ন হয়, অপরটীতে তাঁহার পদদ্বয় উড়িয়া যায়. দুই ঘণ্টা পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি আমাদিগের মধ্যম রাজবধূর পিতা এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর বৈবাহিক। ইহাঁর মৃত্যুতে ইংলণ্ডীয় রাজপরিবার নিতান্ত শোকার্ত্ত এবং পৃথিবীস্থ সকল রাজাই ভয়াক্রান্ত হইয়াছেন।

২। শ্রী শ্রীমতী ভারতেশ্বরী আফগান রিলিফ ফণ্ডে ২০০০ দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। ফণ্ডে মোট ২৬,১৪০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে।

৩। আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের, বঙ্গশাখার সম্পাদিকা মিস নাইট গত ২১এ মার্চ্চ সপরিবারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। বঙ্গমহিলা সমাজের সভ্যাগণ ইহাঁর অভিনন্দনার্থ এক বিশেষ সভা করিয়া ইহাঁর সম্মাননা করেন.তাহার বিশেষ বিবরণ আগামীবারে প্রকাশকরা যাইবে।

বামাগণের রচনা।

দুর্ভাগ্য ভারতনারী।

দেশের সকল প্রকার কুরীতি সহ্য হয়. কিন্তু ভারতবর্ষীয় এই হতভাগ্য অবলাগণের অশেষ দুরবস্থা আর আমাদিগের সহ্য হয় না। হায়! আমরা আর কতকাল জ্ঞানহীন পশুর ন্যায় গৃহ পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিব? আমাদিগের এই অজ্ঞান তিমিরাবৃত হৃদয়াকাশে কখনই কি জ্ঞান সূর্য্য উদয় হইবে না? আমাদিগের এই দুরবস্থা কেহই কি দূর করিবেন না? হায়! জগদীশ্বর অনুগ্রহ পূর্ব্বক যাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, সর্ব্ব বিষয়েই ক্ষমতা দিয়াছেন, যাঁহারা এই দেশের মধ্যে সর্ব্ব প্রকারেই উচ্চ হইয়াছেন, তাঁহারা কেবল বিষয়ের আমোদে মাতিয়া সুখ সম্ভোগে কালক্ষয় করিতেছেন, এই অবশ্য কর্ত্তব্য

কর্ম্মের প্রতি একবারো কটাক্ষপাত করেন না। স্বদেশীয় অবলাগণ কিরূপ দুরবস্থায় পতিত রহিয়াছে, কিরূপ উপায় করিলেই বা এই হীনাবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া উন্নতি সাধন হইতে পারে ভ্রমেও কেহ একবার সে বিষয়ের চিন্তা করেন না! ইঁহাদিগের ধনের সার্থকতা ও জ্ঞানের সার্থকতা ও পদের সার্থকতা এবং মান সম্ভ্রমের সার্থকতা কি হইল? ইঁহারা কাহাকে ভয় করেন? এবং ভয়ের বিষয়ই বা কি আছে? ইঁহাদিগের লোকাচারের প্রতি ভয় করিবার প্রয়োজন কি? অগ্রে লোক, পরে আচার, তবেই তো লোকাচার, লোক নহিলে আচার কোথায় থাকিবে? যাঁহাদিগের ইঙ্গিত মাত্রেই সহস্র সহস্র ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অমনি আজ্ঞা পালনে অগ্রবর্ত্তী হয়, তাঁহাদিগের ভাবনা কি? দেশ শুদ্ধ এক হইলে কুৎসিত দেশাচারের আশঙ্কা কোথায় রহিবে? আহা! আক্ষেপ কোথায় রাখিব, যাঁহারা ধন ও মানের অংশে অতি উচ্চ ও গুরু, তাঁহারা মনের অংশে এত নীচ ও লঘু কেন হয়েন? হে পরম পিতা পরমেশ্বর! তুমি আর কতদিন এই বোধবিহীনা ভ্রমাধীনা দীনা হিন্দু মহিলাগণকে এ দুঃখনীর নিপতিত রাখিবে? আমাদিগের ভাগ্যক্রমে তুমি কি অনুকূল হইবে না? তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া আমাদিগের এই হীন দশাকে ক্ষীণ করণে কি শক্তিশূন্য হইয়াছ? পিতা। ইহাতে তোমার সর্ব্বশক্তিমান্ দয়াময় নামে কলঙ্ক হইবে। হে পিতা! এই দেশ কি তোমার সৃজিত দেশ নহে? বিশ্বনাথ! এই দেশের অবলাগন কি তোমার বিশ্বরাজ্যের প্রজা নহে? কি তোমার সৃজিত কন্যা নহে? আমরা এতই কি পাপ করিয়াছি? আমাদিগের এতই কি অপরাধ হইয়াছে, আমরা কি আর কখন তোমার স্নেহের ও করুণার পাত্রী হইব না? আমরা যাবজ্জীবন কি এই ভ্রমকূপে পতিত থাকিব? হা ঈশ্বর! কবে আমাদের দেশে এমন দিন আসিবে—কবে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা প্রকৃত বিদ্যাভূষণে ভূষিত হইয়া অতি উজ্জ্বল জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীসরস্বতী দেব্যা—মুড়াগাছা।

২য় কল্প, ২য় ভাগ বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচিপত্র।

বৈশাখ—১৮৪ সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ—১৮৫ সংখ্যা।

অষাঢ়—১৮৬ সংখ্যা।

শ্রাবণ—১৮৭ সংখ্যা।

ভাদ্র—১৮৮ সংখ্যা।

আশ্বিন—১৮৯ সংখ্যা।

কার্ত্তিক—১৯০ সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ—১৯২ সংখ্যা।

পৌষ—১৯২ সংখ্যা।

মাঘ—১৯৩ সংখ্যা।

ফাল্গুন—১৯৪ সংখ্যা।

চৈত্র—১৯৩ সংখ্যা।

২য় কল্প, ২য় ভাগ বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচিপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রী-জাতির উন্নতি।

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সংকীর্ত্তি।

৩। জীবনচরিত ও ইতিহাস।

৪। নীতি ও ধর্ম্ম।

৫। বিজ্ঞান।

৬। দেশাচার ও দেশভ্রমণ।

৭। উপন্যাস।

৮। অদ্ভুত বিবরণ।

৯। পদ্য।

১০। পুস্তক সমালোচনা।

১১। সচিত্র।

বামাগণের রচনা।

নূতন সংবাদ।